বিদুরথ

শ্রী ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

বিদূরথ

আলফ্রেড্ থিয়েটার—বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোং

[প্রথম অভিনয় রজনী—১০ই মার্চ্চ ১৯২৩ সাল]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স.

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

———

ফাল্গুন—১৩২৯

প্রকাশক —
শ্রীহরিদাস
চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস
চট্টোপাধ্যায়
এণ্ড সন্স
২০৩/১/১
কর্ণওয়ালিস
ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস
২১ নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা
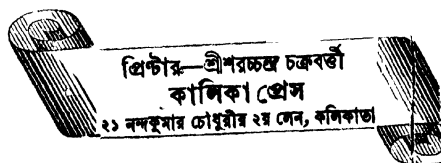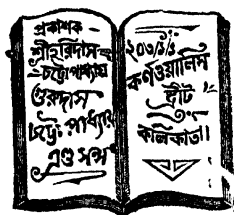
নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

বুদ্ধ (অন্যনাম :—তথাগত, সুগত, শাক্যসিংহ ইত্যাদি)

আনন্দ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি—ঐ শিষ্য—শ্রমণ

প্রসেনজিৎ	...	...	কোশলের সম্রাট
বিদুরথ	...	...	ঐ পুত্র (বাসবীর গর্ভজাত)
শত্রাজিৎ	...	...	ঐ (পাটরাণীর গর্ভজাত)
মহানাম	...	...	কপিলবস্তুর রাজা
অনুরুদ্ধ	...	...	ঐ পুত্র
উদায়ী	...	...	কপিলবস্তুর মন্ত্রী
মুদ্গল	...	...	ঐ পুত্র
উপক	...	...	সন্ন্যাসী
উপালী	...	...	ঐ শিষ্য (পূর্ব্বে কোশলের ক্ষৌরকার)
ধারক	...	...	মহানামের বয়স্য
নাগপতি	...	...	সমুদ্রপতি

মন্ত্রী, নগর পাল, ভিক্ষুগণ, অমাত্যগণ, শাক্যকুমারগণ, দাসগণ

স্ত্রী

গৌতমী		...	
গোপা		...	
বাসবী	...	...	মহানামের ঔরসজাত দাসীকন্যা, প্রসেনজিতের রাণী
অম্বপালি (অম্বা)		...	নায়িকা
চম্পা	...	...	ঐ প্রধানা সহচরী
চিত্রা	...	...	নাগপতির কন্যা (জলবালা)
কুহেলী	...	...	মেঘবালা

ভিক্ষুণীগণ, দাসীগণ, নর্ত্তকীগণ, সখীগণ, নাগকন্যাগণ ইত্যাদি।

প্রথম অভিনয়ে অভিনেতা, অভিনেত্রীবর্গ।

বুদ্ধ	...	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু
আনন্দ	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দে
প্রসেনজিৎ	...	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ
বিদূরথ	...	শ্রী নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
শত্রাজিৎ	...	শ্রীতুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
মহানাম	...	শ্রীশীতলচন্দ্র পাল
অনুরুদ্ধ	...	শ্রীনিলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়
ধারক	...	শ্রীশংকলাল চট্টোপাধ্যায়
উদায়ী ও প্রসেনজিৎ		শ্রীসুগাশচন্দ্র সরকার
মুদ্গল	...	শ্রীহীরালাল দত্ত
নগরপাল ও মন্ত্রী		শ্রীবিশ্বেশ্বর মল্লিক
উপক	...	শ্রীগোপালদাস ভট্টাচার্য্য
উপালী	...	শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু
নাগপতি	...	শ্রীহরিদাস বসু
বশিষ্ঠ	...	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
গৌতমী	...	শ্রীমতী পান্নারাণী
গোপা	...	শ্রীমতী নীরদাবালা
বাসবী	...	শ্রীমতী হরিসুন্দরী (ব্লাকী)
অম্বা	...	শ্রীমতী কুসুমকুমারী
চম্পা	...	শ্রীমতী প্রভাবতী
চিত্রা	...	শ্রীমতী আঙ্গুর বালা
কুহেলী	...	শ্রীমতী কালিদাসী

উপহার

পরম স্নেহভাজন

শ্রীমান্ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

কল্যাণীয়েষু—

বিজ্ঞাপন

বুদ্ধের উপাখ্যানে নাগপতি-কন্যা চিত্রা ও বিদুরথের কাহিনী পালিগ্রন্থে পাওয়া যায়। সেই উপাখ্যানের ঐতিহাসিক অংশের উপর ভিত্তি করিয়া এই নাটক রচিত হইল। বিদুরথের নাগাস্ত্র-প্রাপ্তির ঘটনাও তাহারই অংশ নাটকীয় সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া স্থানে স্থানে কল্পনার সাহায্য লইতে হইয়াছে।

আমার পরম স্নেহাস্পদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিভাষার অন্যতম অধ্যাপক শ্রীমান্ গোকুলদাস দে এম্ এ, এই নাটকের উপাদানসংগ্রহে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

গ্রন্থকার

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কানন-কুঞ্জ

বুদ্ধদেব ও আনন্দ

আনন্দ। আসতে আসতে এখানে চিন্তান্বিতের মত দাঁড়ালেন কেন প্রভু?

বুদ্ধ। আমাকে একটা প্রবল মায়া আকর্ষণ করছে আনন্দ!

আনন্দ। তথাগতের মায়া, এযে অসম্ভব কথা প্রভু!

বুদ্ধ। তথাগত এখনও যে দেহে অবস্থিতি করছেন। এ সেই দেহের মায়া বৎস! দেখ দেখি এর চারপাশের কোনও খানে কোন রত্নালঙ্কার প্রভৃতি আছে কিনা। (আনন্দ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন) কিছু দেখতে পেলেনা? যেখানে পা রেখেছ—কিছু নেই? ওখানের মৃত্তিকা খনন কর দেখি। (আনন্দের তথাকরণ) পেয়েছ?

আনন্দ। পেয়েছি।

বুদ্ধ। কি ও? বিস্মিতনেত্রে ওর পানে দেখতে হবে না—বস্তুটা কি?

আনন্দ। রত্নবলয়।

বুদ্ধ। আনন্দ! সত্যের অন্বেষণে ব্যাকুল হয়ে যে রাত্রিতে শাক্য রাজকুমার সিদ্ধার্থ তার প্রিয়তমা ভার্য্যা ও নবজাত পুত্রকে পশ্চাতে ফেলে পৃথিবীর পথের পথিক হয়েছিল, সেদিন এইখানেই সে গায়ের সমস্ত অলঙ্কার উন্মোচন ক'রে মাটিতে নিক্ষেপ করেছিল। সঙ্গে ছিল তার অশ্বপাল ছন্দক। এইখানেই তার নিকট হ'তে শেষ বিদায়। বুঝতে পারছি বিশ্বাসী ভৃত্য রাজা শুদ্ধোদনকে দেখাবার জন্য সেই সমস্ত অলঙ্কার কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ওই টাকে খুঁজে পায়নি। বহুকাল ও এই দেহ আশ্রয় করেছিল, তাই করেছে সে আকর্ষণ। যাও বৎস, এখনি ওটাকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করে এস। আমি ততক্ষণ এইখানে একটু বিশ্রাম গ্রহণ করি।

আনন্দ। মায়ার আকর্ষণ যখন নদীগর্ভেই নিক্ষেপ করতে আদেশ করলেন, তখন এখানে আর বিশ্রাম গ্রহণ কেন?

বুদ্ধ। ওটার চেয়েও বেশী আকর্ষণ এখানে আছে।

আনন্দ। সেটা কি সেই প্রভুভক্ত ছন্দকের স্মৃতির?

বুদ্ধ। তার চেয়েও বেশি। অবশ্য শাক্যবংশের কল্যাণকামী ভৃত্য আমাকে ছাড়তে কেঁদেছিল কিন্তু তার চেয়ে বেশি কেঁদেছিল, যে আমাকে পৃষ্ঠে বহন করে এনেছিল, সেই আমার অশ্বশ্রেষ্ঠ কন্থক তার চক্ষুজল এই মাটিতে পড়েছে। শুনে তোমার চক্ষে জল আসে কেন আনন্দ?

আনন্দ। হে তথাগত, আপনার দাসকে কি পশুর অধম দেখতে চান? হে করুণাবতার ছাগের প্রতি দয়ায় আপনিই না একদিন তাকে রক্ষা করতে হাড়কাঠে মাথা দিতে গিয়েছিলেন!

দ্ধ। কোথায় এসেছি বুঝতে পেরেছ কি আনন্দ?

নানন্দ। আমি যে এদেশে আর কখন এসেছি স্মরণ করতে পারছিনা প্রভু!

দ্ধ। এযে তোমারই জন্মভূমি—শাক্যস্থান! (আনন্দ অপ্রতিভের মত দাঁড়াইল) হয়েছে আনন্দ, হয়েছে—কিসের লজ্জা? গুরুগত দৃষ্টি—জন্মভূমির পথ চিনতে পারনি এত তোমারই যোগ্য আনন্দ! তার পর শোন। সে অনেক দিনের কথা যখন কাশীধামে প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করি। আমাকে এদেশে নিমন্ত্রণ ক'রে আনতে লোক পাঠিয়েছিলেন এই দেশের রাজা। প্রথম যে লোক গেল, সে ভিক্ষু হ'ল—এদেশে আর ফিরলেনা। দ্বিতীয় ব্যক্তি গেল। সেও ভিক্ষু হল—এ রাজ্যে আর ফিরলেনা। তৃতীয় ব্যক্তি যে গেল, সে রাজার মন্ত্রী সেও ভিক্ষু হ'ল। কিন্তু তার পূর্ব্বপ্রভুর ইচ্ছামত আমাকে এদেশে আসতে সে অনুরোধ করলে। মনে পড়েছে আনন্দ?

আনন্দ। তিনি ত আপনার পিতা রাজা শুদ্ধোদন!

বুদ্ধ। মোহাচ্ছন্ন হয়োনা আনন্দ—তথাগতের পিতৃকুল বুদ্ধ - শাক্য নয় রাজা শুদ্ধোদন ছিলেন সিদ্ধার্থের পিতা বুদ্ধের নয়।

আনন্দ। মোহ যে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন প্রভু।

বুদ্ধ। যাও, ও অলঙ্কার নদীতে নিক্ষেপ ক'রে এস। (আনন্দের প্রস্থান) আবার দেখতে এসেছি কপিলবস্তু—সিদ্ধার্থের জন্মস্থান। একি মায়া? পুত্র রাহুল ভিক্ষু হয়েছে, তার মা গোপা আমার মা গৌতমী ভিক্ষুণী। সমস্ত শাক্য রাজকুমার রাহুলের আর তাদের স্ত্রীসকল মা গৌতমী ও গোপার অনুগমন করেছে। সমস্ত রাজকুমারী ভিক্ষুণী শাক্যবংশ,—শাক্যবংশ। (নেপথ্যে সঙ্গীত)

চলে আয় চলে আয়,
এই বেলা, ওরে বেলা যে যায়,
আপন বলিতে যেথানে যা কিছু
সঁপে দেগো ওই রাঙা পায়॥

বুদ্ধ। গোপা!

গোপা। হে আমার সর্ব্বস্ব!

বুদ্ধ। তথাগতকে এরূপ কথায় সম্বোধন করতে নেই। যে হেতু তুমি অর্হত্ব লাভ করেছ।

গোপা। আপনি জগতের সর্ব্বস্ব। আমি জগৎ ছাড়া এখনও হতে পারিনি।

বুদ্ধ। জগতের কোন্ অংশে এখনও তুমি আবদ্ধ আছ গোপা?

গোপা। যে অংশে তথাগত দেহাভিমান নিয়ে প্রবেশ করেছিলেন।

(বুদ্ধ মস্তক অবনত করিলেন)

শাক্যসিংহ! আপনার সেই বংশের বিলোপ সম্ভাবনা হয়েছে। দেখে আমি কাতর হয়েছি।

বুদ্ধ। যা অসৎ তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তোমার কাতর হওয়া অন্যায় হয়েছে দেবি!

গোপা। অন্যায় করা স্ত্রীজাতির স্বভাব। হে সুগত! মানব দেহ ধারণ ক'রে যে বংশকে আপনি আলোকিত করেছেন, সে বংশের বিলোপ দেখতে আমার প্রাণ কেঁদে উঠছে।

বুদ্ধ। সেই জন্যই কি তুমি আমাকে প্রণাম করতে বিরত হয়েছ?

গোপা। আর্য্যা গৌতমী আপনাকে এই কথা বলতে এসেছিলেন, কিন্তু আপনার শ্রীচরণ স্পর্শমাত্র তাঁর বলবার কামনা পর্য্যন্ত নির্ব্বাণ হয়ে গেল। পাছে আমারও সেই অবস্থা হয়—

বুদ্ধ। বুঝেছি। গোপা! শাক্যবংশের রক্ষা বাসনা বিরাটমনে জেগে উঠেছে—তুমি আশ্বস্ত হও।

গোপা। (পাদমূলে মস্তক রাখিয়া) হে সুগত! সর্ব্ব প্রকারে আপনি আমাকে কৃতার্থ করলেন। আমার সমস্ত বাসনার নির্ব্বাণ হল। হে লোকনাথ, যুগে যুগে তোমার অনুসরণ ক'রে তোমাকে আবদ্ধ করেছি। আর করব না। এই শেষ দেখা। আজ আমার সকল সংস্কার পরিনির্ব্বাণে সমাপ্ত হ'ক—আদেশ করুন।

বুদ্ধ। তথাস্তু।

গোপা। হে প্রিয়, হে প্রিয়তম! আর আমি তোমার শ্রীমুখ দেখতে পাব না।

বুদ্ধ! ওকি দেবি, তোমার সত্য উপলব্ধি হয়েছে, তবে রূপ দেখবার জন্য এত ব্যাকুল হচ্ছ কেন? যার উৎপত্তি আছে, তার বিনাশ আছে জেনে রাখ।

গোপা। না না, তুমি যে অমৃতাকার!

বুদ্ধ। কল্পে বুদ্ধ একবার আসে, সেই সঙ্গে একবার আসে গোপা।

গোপা। পরিনির্ব্বাণ—পরিনির্ব্বাণ—পরিনির্ব্বাণ।

[গোপার প্রস্থান।

বুদ্ধ। শাক্যবংশ—শাক্যবংশ! তোমাকে রক্ষা করতে তোমার উপর করুণাময়ীর দৃষ্টি পড়েছে। অর্হত্ত্ব লাভ ক'রেও সে বংশের মায়া ত্যাগ করতে পারলে না। সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ ক'রেও নারী, তুমি পুরুষকে পাশে আবদ্ধ করতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করনা। আনন্দ-আনন্দ! (আনন্দের প্রবেশ) মাতা গৌতমীকে এবং সেই সঙ্গে স্ত্রীজাতিকে প্রব্রজ্যা ভিক্ষা দেওয়ার অনুরোধ ক'রে আমার এই মহদ্ধর্ম্মের বড়ই তুমি অনিষ্ট সাধন করেছ।—ভীত হয়োনা বৎস,

প্রকৃতি ধর্ম্মের ভিতর দিয়ে প্রবেশ ক'রে আপনার কার্য্য সাধন করেছে। সদ্‌ভাবে চললে আমার ধর্ম্ম যদি হাজার বৎসর জীবিত থাকিত, স্ত্রী-জাতিকে সংঘে প্রবেশ করিয়ে তার অর্দ্ধেক পরমায়ু কমে গেল। দুঃখ ক'র না। সর্ব্বদাই মনে করবে, এ জগতে তোমাকে দুঃখ দেবার বস্তু নাই। রত্ন-বলয় অনোমা-গর্ভে নিক্ষেপ করেছ ?

আনন্দ। নিক্ষেপ ক'রেছিলুম।

বুদ্ধ। তারপর ?

আনন্দ। তরঙ্গের মাথায় চেপে এ আমার কাছে আবার ফিরে এলো।

বুদ্ধ। আবার গিয়ে নিক্ষেপ কর।

(আনন্দের প্রস্থান। বুদ্ধ সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া শয়ন করিলেন)

উপকের প্রবেশ

উপক। তাইত হতভাগাটা আমাকেত বড়ই চিন্তায় ফেললে ! এখানে এমন একজন লোকও যে দেখতে পাচ্ছি না ছাই, যাকে স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করি। এখনও ত বুঝতে পারলুম না কোথায় এলুম, নিকটে লোকালয় আছে কিনা। হতভাগার আসবার অপেক্ষায় স্থান ত্যাগও যে করতে পারছি'না ! এদিকে ক্ষুধা পূর্ণ মাত্রায় জ্বলে উঠলো।

বুদ্ধ। শাক্যবংশ—শাক্যবংশ !

উপক। কেহে—কেহে ?

বুদ্ধ। কিন্তু কেমন ক'রে কি ভাবে তার রক্ষা হবে, গোপা, এক প্রকৃতি ভিন্ন আর কেউত্ বলতে পারে না।

উপক। কোথা থেকে কথা কইছ কে হে ? (চারিদিকে অন্বেষণ)

বুদ্ধ। প্রকৃতি পরিচালক—তথাগত সাক্ষী।

উপক। আরে গেল, আমি তার কথা শুনতে পাচ্ছি, সে আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না? ওই যে ঝোপের পাশে ক্যাপড় মুড়ি দিয়ে একটা কে পড়ে রয়েছে। পাগল নাকি? কেহে তুমি?

বুদ্ধ। বুদ্ধ।

উপক। (নিকটে যাইয়া) গৈরিকের আবরণ দেখছি। কি বললে—বুদ্ধ?

বুদ্ধ। সম্যক্ সম্বুদ্ধ।

উপক। মানে কি?

বুদ্ধ। সমস্ত বিষয় থেকে নির্লিপ্ত হয়ে সকল বাধা অতিক্রম করে আমি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করেছি।

উপক। সন্ন্যাসী বলেই বোধ হচ্ছে। তবে অত্যন্ত কঠোর সাধন ক'রে লোকটার দেখছি মস্তিষ্ক খারাপ হ'য়ে গেছে। বা-বা-বা! একেবারে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ ক'রে ফেলেছ! তা হ'লেত ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেয়েছ হে—গুরুর কাঁধে চেপেছ।

বুদ্ধ। আমার গুরু নেই।

উপক। গুরু নেই!

বুদ্ধ। আমার তুল্য নেই। নরলোকে দেবলোকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

উপক। একবারে বদ্ধ পাগল! বেশ, সর্ব্বজ্ঞ প্রভু, একবার মুখটা খোল। (বুদ্ধ মুখ খুলিলেন) বা-বা-তুল্য নেইত বটে! মুখখানি যে বেশ চাকচিক্যময়—মাথাটিও তাই—মুণ্ডিত কিন্তু তৈলাক্ত। বাবাজি বুঝি অতি ভোজনে কিছু চলচ্ছক্তি রহিত হয়ে পড়েছ?

বুদ্ধ। ঠিক বলেছ ভাই, আমি সমস্ত জগৎটা ভোজন ক'রে ফেলেছি। এখন আমি গমাগমস্থ—গমনাদি শূন্য।

উপক। কি ভোজন করেছ বললে—জগৎ? চতুষ্পদের মধ্যে খাট, জলচরের মধ্যে নৌকা, খেচরের মধ্যে ঘুড়ী—এ গুলোও তা হ'লে বাদ পড়েনি?

বুদ্ধ। আমি জগতের সার অমৃত পান করেছি।

উপক। গঞ্জিকা? (বুদ্ধ নিরুত্তর রহিলেন) কিরে পাগলা এইবারে প্রাণের কথাটা কয়ে ফেলেছি—কেমন? বলি, এই রকম আবরণে লোক সকলকে প্রতারণা করছ কতদিন? আর আমার কথার উত্তর দেবে না? বেশ, এই কথাটির উত্তর দাও—তার পর আর তোমাকে প্রশ্ন করব না।

বুদ্ধ। জিজ্ঞাসা কর।

উপক। এ বনের নিকটে কোন জনপদ আছে?

উপালীর প্রবেশ

উপালী। প্রভু-প্রভু! প্রভুহে!

উপক। কিরে?

উপালী। মিলেছে—মিলেছে—

উপক। মিলেছে উপালী?

উপালী। মিলেছে বলে মিলেছে—সুন্দর নগর—কপিলবস্তু। শুনলুম তার অতিথি শালার উনুনে দিন রাতই হাঁড়ি চ'ড়ে আছে।

উপক। কিরে পাগল, ক্ষুধার্ত্ত থাকিস্ ত আমাদের সঙ্গে আয়।

উপালী। উনি কে প্রভু?

উপক। স্বয়ং বিধাতা।

উপালী। বলেন কি!

উপক। আর বলাবলি কি—এত কালের ব্রহ্মচর্য্যে, যোগ সাধনে, শমদম

তিতিক্ষায় আমি যা অর্জন করতে পারিনি, একটিবার গাঁজা টেনেই উনি সেই সর্ব্বজ্ঞত্ব অর্জন করেছেন। কিরে পাগলা যাবি ?

উপালী। দোহাই প্রভু, বিধির বিপাকে কাল থেকে দু'জনে অনাহারে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি—আর জ্যান্ত বিধাতাকে সঙ্গে নেবেন না।

উপক। তাহ'লে তুমি এগিয়ে যাও। অনোমা তীরে আমাদের তল্পী তল্পা সব পড়ে রয়েছে।

উপালী। আঃ—সেগুলো অন্যমনস্কে হাতে ক'রে আনতে পারেন নি! এই বিনা মাহিনার সেবকের জন্য ফেলে রেখে এসেছেন!

উপক। মূর্খ! গুরু-সেবায় বিরক্তি প্রকাশ করলে কোনও কালে তোমার সিদ্ধিলাভ হবে না। শেষকালে এই হতভাগ্যের মত পাগল হ'তে হবে।

[উপক, উপালীর প্রস্থান।

আনন্দের প্রবেশ

আনন্দ। হে সুগত—উপর্য্যুপরি তিনবার নিক্ষেপ করলুম।

বুদ্ধ। অনোমা নিলে না ?

আনন্দ। কই নিলেনা ত প্রভু!

বুদ্ধ। তবে যে স্থান থেকে পেয়েছ—সেইখানেই ওকে নিক্ষেপ ক'রে চলে এসো। (আনন্দের রত্নবলয় নিক্ষেপ)

[উভয়ের প্রস্থান।

উপকের প্রবেশ

উপক। তবেরে বিটলে, তুমি সর্ব্বজ্ঞ তোমাকে আমি এতক্ষণ পরে চিনতে পেরেছি। কই সে ? পালিয়েছে। সেও আমাকে চিন্‌তে

পেয়েছে। চিনেই সরে পড়েছে। তাইত, ভণ্ডটাকে হাতের কাছে পেয়ে শিক্ষা দিতে পারলুম না। আমাকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ অশ্রাব্য কথা গুলো শুনিয়ে চলে গেল! এরই মধ্যে কতদূর যাবে! এইখানেই আছে। একবার চিমটেপেটা ক'রে তার সর্ব্বজ্ঞত্ব দূর ক'রে দিচ্ছি!

[উপক অগ্রসর হইতে গিয়া চরণে বলয় স্পর্শ করিল। পায়ের দিকে চাহিয়াই বিস্মিতের মত দাঁড়াইল। বলয় তুলিয়া চোখের কাছে ধরিল]

একি অদ্ভুত রকমের উজ্জ্বল! এরই নাম কি 'রত্ন? উঃ! কি চোখ-মাতানো দীপ্তি! (চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ) পাগলটাত এইখানেই ছিল! সেকি দেখতে পায়নি? পেলে কি এমন সামগ্রী সে হেলায় পরিত্যাগ করতে পারে? (মাথা নাড়িয়া) কখন দেখিনি—বোধ হয় অমূল্য। নিলে এ জীবনে আর প্রাণধারণের জন্য ভিক্ষাবৃত্তির প্রয়োজন হয় না। কি করি? নাঃ—আমি সন্ন্যাসী, লোষ্ট্র-কাঞ্চনে আমার সমজ্ঞান করাই কর্ত্তব্য (বলয় ভূমিতে রক্ষা করিয়া কিছুদূর বিপরীত মুখে চলিয়া আসিল) কিন্তু এতকালের সন্ন্যাসে আমার লাভ হ'ল কি? উদরান্নের জন্য ভিক্ষাপাত্র হাতে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরেইত জীবনের বারোআনা ভাগ অতিবাহিত হয়ে গেল। অবশিষ্ট সিকি অতিবাহিত হ'ল কাল কি খাব তার চিন্তায়। (আবার ফিরিল। পতিত বলয়কে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিল) রাখলে চিরদিনের জন্য অন্নচিন্তা দূর হয়ে যায়! নিশ্চিন্ত হয়ে এক জায়গায় ব'সে সাধন ভজন করতে পারি। বুঝি এ দিয়ে রাজ্য কেনা যায়। কিন্তু এই দ্রব্য দেখেও সে যদি পরিত্যাগ ক'রে গিয়ে থাকে? সে যদি ত্যাগ করতে পারে আমি পারব না। (ভূমিতে রক্ষা) কিন্তু সে ত্যাগ করবে—সেই ভণ্ড? নৈরঞ্জনা নদী-

তীরে সাধন করতে গিয়ে পেটের জ্বালায় যে গোপকন্যা নন্দবালার দুগ্ধ আর সুজাতার পায়সান্নের লোভ ত্যাগ করতে পারেনি, সে এই অপূর্ব্ব অলঙ্কারের লোভ ত্যাগ করবে? হতভাগ্য মুখ ঢেকে পড়েছিল, দেখতে পায়নি? আমি চিরদিন সাধু-সাধক তাই ভগবান আমার দৃষ্টিপথে একে নিক্ষেপ ক'রেছেন। (নেপথ্যে—প্রভু?) তাইত কি করি কি করি? (বলয় উত্তোলন) থাক্, পরিত্যাগ করতে হয়, এর পর বিচার বিবেচনা ক'রে করব। হে নারায়ণ! অন্য কোনও দুরভিসন্ধি মনে নেই—শুধু নির্জ্জনে ব'সে নিশ্চিন্ত হয়ে তোমাকে স্মরণ করব। (বলয় বস্ত্রাভ্যন্তরে গোপন করিল)

উপালীর প্রবেশ

উপালী　কই প্রভু?

উপক। এই যে তোমারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি প্রিয়তম?

উপালী। (মুখের দিকে চাহিয়া রহিল)

উপক। (কিঞ্চিৎ ভীতবৎ) অমন ক'রে চেয়ে রইলে কেন বৎস?

উপালী। হঠাৎ আপনার সুরটা এমন নরম হয়ে গেল কেন প্রভু?

উপক। (সহাস্যে) তোমার গুরুভক্তিতে, উপালী!

উপালী। (মাথা নাড়িল)

উপক। (অধিকতর ভীতবৎ) তুমি আমার জন্য কতই না কষ্ট সহ্য করছ।

উপালী। (সন্দিগ্ধভাবে) নাও চল। সে পাগলটা কোথা গেল?

উপক। পালিয়েছে।

উপালী। (কপালে হাত দিয়া) নাও, চল।

উপক। কপালে হাত দিলে যে ?

উপালী। থাকলে আমারও লাভ হ'ত।

উপক। (সঙ্কুচিত ভাবে) কি ?

উপালী। পাকা হত্তুকি ! (উপকের হাস্য) হাসি নয় প্রভু, খেলে পেটের জন্য তার দুনিয়া ঘুরতে হ'ত না।

উপক। তা-তা তা—না খেলে কি মানুষ বাঁচেনা !

উপালী। তুমি যা পেয়েছ, ওই একটু পেটে পড়লেই বাঁচে।

উপক। আমি কি পেয়েছি ? পাপিষ্ঠ, নরাধম, অকৃতজ্ঞ পাষণ্ড। (প্রহার)

উপালী। প্রভু, এইবারে দেখছি, আপনার হত্তুকির নেশা ধরেছে।

উপক। (তল্‌পী কাড়িয়া) দূর হ'—আর তুই আমার চেলা ন'স।

[বেগে প্রস্থান।

উপালী। নিশ্চয় একটা বিষম কিছু ক'রেছ ! বেশ, যাও। তুমি মেরেছ বেশ করেছ। শুনেছি গুরু প্রহার করলে শিষ্যের লাভ হয়। বস্, তবে আর কি ! [প্রস্থান

কুহেলির শূন্যে আবির্ভাব

গীত

ভুলের উপরে ভুল
ভুল পথে ভুলে চলি।
ভুলেরি বসনে ঢাকিয়া অঙ্গ আপনারে থাকি ভুলি।
ভুল যেন আমার সকল সার,
ভুল যেন আমার গলার হার,
ভুলের ফুলে হাসি কাঁদি, ভুলেরি জলে গলি,
ভুল-তরঙ্গ রঙ্গ আমার—নাম কুহেলি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নগরোপকণ্ঠ—আশ্রম

অনুরুদ্ধ ও উদায়ী

অনু। রাজা ভয়ে ও চিন্তায় অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছেন। আপনাকে একবার যেতেই হবে।

উদায়ী। ভগবান তথাগতের করুণায় পরম শান্তির আস্বাদ পেয়েছি। আবার আমাকে বাসনাদগ্ধ সংসারে কেন টানছ অনুরুদ্ধ?

অনু। তবে কি আপনার তথাগতের বংশ নির্ম্মূল হবে?

উদায়ী। নির্ম্মূল করাত ভগবানেরই অভিপ্রায়। শাক্যবংশের প্রায় সমস্ত কুমার কুমারী ভগবান তথাগতের আশ্রয়ে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেছে। অবশিষ্ট যে কয়জন গৃহে আছ, তোমাদেরও কোন্ শুভমুহূর্ত্তে তিনি আকর্ষণ করবেন তার ঠিক কি।

অনু। সে যখন করবেন, তখন আপনাকে অনুরোধ করতে আসব না। এখন এ বিপদ থেকে রাজাকে রক্ষা আপনাকে করতেই হবে।

উদায়ী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বংশও ধ্বংস হয়েছিল। যে বংশে পূর্ণ-পুরুষের আবির্ভাব হয়, সে বংশ থাকে না। যদিই বা থাকে, তা প্রতিপদের চন্দ্রের মত অমার অন্তরালেই থেকে যায়। শুধু শুক্ল পক্ষ নাম, তাতে চাঁদের আলো থাকে না।

অনু। আপনি কি শাক্যবংশকে দুর্ব্বাসার মত অভিশাপ দিতে লাগলেন নাকি?

উদায়ী। না না বৎস—আমি ধ্বংসের কারণ দেখছি—দেখে ভয় পাচ্ছি। যে দম্ভ যদুবংশে প্রবেশ ক'রে তার উচ্ছেদ করেছে, সেই দম্ভ শাক্যবংশেও প্রবেশ করেছে।

অনু। এখন উপদেশ দেখার সময় নয়—উঠে আসুন—এসে রাজাকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করুন।

উদায়ী। (নীরব রহিলেন)

অনু। পারবেন না ?

উদায়ী। তথাগত এখানে আমাকে থাকতে আদেশ না করলে এখনি আমি এ শাক্যস্থান পরিত্যাগ করতুম।

মহানামের প্রবেশ

মহা। কিন্তু তুমিই আমাকে এই মহাবিপদে নিক্ষেপ করেছ উদায়ী ! তোমারই পরামর্শে আমি কোশলরাজকে দাসীকন্যা দান ক'রেছিলুম।

উদায়ী। ক'রেছিলেন রাজা তাই আজও নিরুপদ্রবে রাজ্য-শাসন করছেন। না করলে, সেই সময়েই শাক্যবংশের উচ্ছেদ হ'ত।

মহা। এখন দেখছি সেইটে হওয়াই ভাল ছিল, উচ্ছেদ হ'লে এই বৃদ্ধ বয়সে তোমার এরূপ অধঃপতন আমাকে দেখতে হ'ত না। (উদায়ী ঈষৎ হাসিলেন) হাসছ কি, তুমি যতিই হও, কি স্বয়ং বশিষ্ঠই হও, তোমাকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি না। যদি, শাক্যবংশের ধ্বংস হয়, তোমাকে এই শাক্যপুরে বসে বসে তা দেখতে হবে। নইলে এ বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় বল।

উদায়ী। একমাত্র উপায়—কোশল-রাজকুমারকে নিয়ে এক পংক্তিতে আপনাদের ভোজন করা।

মহা। দাসীপুত্রের সঙ্গে এই সব শাক্যকুমার একসঙ্গে ভোজন করবে?

উদায়ী। ওরাত করবেই—আপনাকেও করতে হবে। প্রথমাগত দৌহিত্রের সঙ্গে একত্র পান ভোজন এ রাজ্যের প্রথা।

মহা। সে আমার দৌহিত্র?

উদায়ী। এ প্রশ্ন আমাকে করছেন কেন রাজা? প্রশ্ন নিজেকেই করুন এবং নিজেই তার উত্তর দিন। আপনার ঔরসজাত কন্যার গর্ভে কুমার বিদুরথ জন্মগ্রহণ করেছেন। বিষয়ার চক্ষে আপনি তার মাকে অন্ত্যজা বলতে পারেন, কিন্তু নিরপেক্ষ দেবতার চক্ষে সে আপনার কন্যা—বিদুরথ আপনার দৌহিত্র।

মহা। তা হ'লে সে শাক্যবংশীয় বল।

উদায়ী। নিশ্চয়। যে শাক্যবংশের রক্ত ভগবান তথাগতের দেহে অবস্থান করছে, বিদুরথের দেহের ভিতরেও ছুটোছুটি করছে—সেই রক্ত।

মহা। তোমারি মতিচ্ছন্ন হয়েছে। (উদায়ী সহাস্যে মুখ অবনত করিলেন) অন্য কেউ হলে উদায়ী, এখনি আমি তার রসনাচ্ছেদ ক'রে দিতুম।

মুদ্গলের প্রবেশ

মুদ্। কি—কি—কি হয়েছে মহারাজ?

অনু। বড়ই বিপদ উপস্থিত হয়েছে ভাই—সেই বিশ বৎসর পূর্ব্বের বিপদ আবার নূতন মূর্ত্তিতে ফিরে এসেছে।

মুদ্। সেই দাসীকন্যার ছেলেটা তার দিদিমার মনিব-বাড়ী দেখতে এসেছে? তাতে বিপদ কি?

অনু। কি কর্ত্তব্য জানবার জন্য রাজা তোমার পিতার কাছে এলেন। তিনি এমন পরামর্শ রাজাকে দিলেন যে, শুনে আমাদের কানে আঙুল দিতে হ'ল।

মুদ্। ওঁর কাছে আসাই যে মহারাজের ভুল হয়েছে। বাবার কি আর বিষয় বুদ্ধি আছে! বাবার কাছে আসবার আগে রাজা অন্ততঃ আমাকে একবার ডাকতে পারতেন।

অনু। এ বিপদ থেকে তুমি আমাদের উদ্ধার করতে পারবে?

মুদ্। এ আবার বিপদ কি?

অনু। কি বলছ—বিপদ নয়?

মুদ্। রাজকুমার! আমি রাজনীতি বিশারদ উদায়ীর পুত্র। বাবা যতি হ'য়ে কুটবুদ্ধি ত্যাগ করেছেন—আমিত যতি হইনি।

[উদায়ীর প্রস্থান।

মহা যাও সচিব। রাজ্যের বহু উপকার করেছ বলে এবং সেই জন্য আজও পর্য্যন্ত তোমার প্রতি শ্রদ্ধা হারাইনি ব'লে তোমার এই অসংযত প্রলাপ গুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে শুনতে হ'ল। কি মুদ্গল, এ বিপদ নয়?

মুদ্। আমিত একটা বিরাট হাসির ব্যাপার দেখছি রাজা!

মহা। আমার এই দারুণ ভীতি যদি হাসিতে পরিণত করতে পার, তাহ'লেই বুঝব তুমি উদায়ীর পুত্র।

মুদ্। কিন্তু আপনাকে আমি যা করতে বলব, আমার নির্দ্দিষ্ট গুটি কয়েক বন্ধু ছাড়া পুরবাসীর আর কেউ না তা জানতে পারে।

মহা। বেশ।

মুদ্। বিশেষতঃ কার্য্যসিদ্ধির পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত (উদায়ীর গমন পথের দিকে চাহিয়া ঈষত্তুচ্ছ কণ্ঠে) যতি গুলো যেন পুরমধ্যে প্রবেশ না করে। কেন না ও গুলো প্রবেশ করলে মন্ত্র গোপন থাকবে না।

মহা। অনুরুদ্ধ! আজ হ'তে বিদূরথের এখান থেকে চলে না যাওয়া পর্য্যন্ত যাতে কোনও যতি এ নগরে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে।

অনু। করব পিতা।

মুদ্। কিন্তু রাজা, দেখবেন, অন্যদিকে তার অভ্যর্থনার যেন কোনও ত্রুটি না হয়।

মহা। তুমি কি আমাকে পাগল মনে করেছ মুদ্‌গল। একদিকে সে আমার দাসীর দৌহিত্র বটে, কিন্তু অন্য দিকে সে সম্রাট-পুত্র। সে ম্লেচ্ছ হ'লেও তার কাছে আমাকে মাথা হেঁট করতে হ'ত।

মুদ্। তা হ'লে দু'পাঁচদিনের জন্য আপনাকে আমার ইচ্ছানুযায়ী চলতে হবে।

মহা। চলব।

মুদ্। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

মহা। বেশ মুদ্‌গল, তোমার আমার—সমস্ত শাক্যের বিষম পরীক্ষার দিন। যদি আমাদের উত্তীর্ণ ক'রে নিজে উত্তীর্ণ হ'তে পার, তা হ'লে বুঝবো তুমি মতিমান উদায়ীর পুত্র   [প্রস্থান।

অনু। যতিগুলো থাকলে রহস্য প্রকাশ কি ক'রে হবে বুঝতে পারলুম না যে ভাই!

মুদ্। (হাস্যে) সময়ান্তরে-সময়ান্তরে। কাল আমাকে মন্ত্রী হ'তে হবে। এতশীঘ্র আমার বুদ্ধির ঘরে সিঁদ দিতে এসোনা ভাই। সময়ান্তরে-সময়ান্তরে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কানন পথ

উপক

উপক। কিন্তু যদি সে দেখে থাকে? দেখেও যদি সে সামগ্রী স্পর্শ না ক'রে অবহেলায় সে চলে যায়, তা হ'লে সত্যই কি সে সর্ব্বত্যাগে তৃষ্ণার উচ্ছেদ ক'রে পরম জ্ঞান লাভ করেছে? (মাথা নাড়িয়া) যা অসম্ভব ওই পাগলের মুখ থেকে সেই কথা শুনে আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? সে পাগল—নিশ্চয় পাগল! নইলে এতবড় দাম্ভিকের মত কথা কয়? মানুষের ভিতরে নেই বললেও কথাটা সাজতো। হতভাগাটা বললে কিনা দেবতাদের ভিতরেও তার তুল্য নেই! পাগল—দুর্ম্মদ পাগল সে। অশাস্ত্রীয় পাপ কথা শুনে তৎক্ষণাৎ তার জিভটা কেটে ফেলাই আমার কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু—[বলয় বাহির করিয়া নিরীক্ষণ করিতে গিয়া শুনিতে পাইল, 'কর্ম্মসূত্র—কর্ম্মসূত্র'। অমনি সভয়চমকে লাফাইয়া উঠিল। সত্বর বলয় গোপন করিয়া শব্দের বিপরীত মুখে ছুটিল। যাইতে যাইতে দূরে যেন কাহাকে দেখিয়া পথ পার্শ্বস্থ তরুকুঞ্জে আত্মগোপন করিল।]

বুদ্ধের প্রবেশ

বুদ্ধ। কর্ম্মসূত্র—কর্ম্মসূত্র। (অন্যদিক দিয়া আনন্দের প্রবেশ) ক্ষণেকের জন্য, আরও আমাদের এখানে অপেক্ষা করতে হবে আনন্দ! উদায়ীকে সংবাদ পাঠিয়েছি। এতদিন পরে সে সংঘের

শরণ নেবার অধিকারী হয়েছে। তোমাকে বড় চিন্তান্বিতের মত দেখছি আনন্দ।

আনন্দ। হে সুগত, চিন্তার হাত থেকে আমি নিস্তার পাচ্ছি না। আমাকে মুক্ত করুন। এখনও ত বুঝতে পারছি না প্রভু, বলয় জলে ডুবলো না কেন?

বুদ্ধ। বলয় একটা সূত্রে বাধা ছিল, তাই সেটা মগ্ন হয়নি।

আনন্দ। কই, আমি ত তা দেখতে পাইনি।

বুদ্ধ। আমি দেখেছিলুম, আনন্দ।

আনন্দ। সূত্র ছিল? তিন তিন বার অলঙ্কারটাকে জলে নিক্ষেপ করলুম, তবু সে সূত্র আমি দেখতে পেলুম না?

বুদ্ধ। আমার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না?

আনন্দ। (পদতলে পড়িয়া) সত্যমূর্ত্তি ভগবন!

বুদ্ধ। সে দৃষ্টিশক্তি এখনও তোমার হয়নি—তুমি কেমন করে দেখবে! তার নাম কর্ম্মসূত্র। আনন্দ! তোমার চক্ষুতারকা হ'তে যে রশ্মির স্ফুরণ হয়েছিল, তাই দিয়েই সে সূত্রের সৃষ্টি হয়েছে। তার নাম লোভ (আনন্দ শিহরিল) চক্ষু সব দেখে, কেবল নিজেকে দেখতে পায় না। দেখতে হ'লে দর্পণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাতে হয় কি জান আনন্দ, চক্ষু নিজের স্বরূপ দেখতে পায় না। সব বিপরীত দেখে। তাই দেখেই নিজের স্বরূপ মনে করে তার কত আনন্দ। ভীত হচ্ছ কেন বৎস, তুমি ভাগ্যবান। আজ তোমার বিষম পরীক্ষার দিন চলে গেল। ও বলয়ের ভিতর পাপ-পুরুষ মার প্রবেশ করেছিল। (আনন্দ আবার শিহরিল) নির্ভয় আনন্দ, নির্ভয়—তোমার একান্ত গুরুভক্তিই আজ তোমাকে বিপন্মুক্ত করেছে।

আনন্দ। করুণাময় সুগত! আপনার শ্রীচরণ কৃপায় এখন বুঝতে পারছি। নদীতে সে বস্তু নিক্ষেপ করবার সময় সত্যই আমার মায়া হয়েছিল। আপনার নিক্ষেপের আদেশে সত্যই মনে মনে আমি ক্ষুণ্ণ হয়েছিলুম। ভেবেছিলুম, এ বহুমূল্য অলঙ্কার জলে ফেলে দিয়ে লাভ কি? তথাগতের মুখ থেকে যখন এমন আদেশ বেরিয়েছে, তখন একে ফেলে দেওয়াই কর্ত্তব্য, তবু আমার মন নিঃসংশয় হ'তে পারলে না। ভাবলুম, এই অলঙ্কারের বিনিময়ে যে অর্থলাভ হয়, তাতে ত অনেক লোকের উপকার হয়?

বুদ্ধ। মার তোমাকে মোহগ্রস্ত করেছিল আনন্দ!

আনন্দ। তবে কি অলঙ্কার জলেই নিক্ষেপ করিনি?

বুদ্ধ। বুঝে দেখ।

আনন্দ। এখন বুঝতে পেরেছি, মোহগ্রস্ত অবস্থায় আমি তাকে নিক্ষেপ করতে পারিনি। অথচ মনে হয়েছে আমি নিক্ষেপ করেছি।

বুদ্ধ। তাই হয়েছে আনন্দ। যক্ষ তোমার দৃষ্টিতে নিক্ষেপের অভিনয় দেখিয়েছে।

আনন্দ। কিন্তু প্রভু, মাটিতে নিক্ষেপের সময় ত আমার কোনও ভ্রম হ'ল না।

বুদ্ধ। গুরুবাক্যে নিষ্ঠা তোমার অস্ত্রের কাজ করলে সেই দুরন্ত যক্ষ পালিয়ে গেল।

আনন্দ। পালিয়ে গেল কোথা?

বুদ্ধ। সেই অলঙ্কারে ভিতরে আবার আত্মগোপন করেছে।

উদায়ীর প্রবেশ

উদায়ী। হে মায়ামনুষ্যাকৃতি করুণানিধি! আমাকে শাক্যপুর থেকে

মুক্তি দাও। কপিলবস্তুর দ্বারে এসে তুমি অতিথি হ'লে আমি তোমার সৎকার করতে পারলুম না। কপিলবস্তুর বায়ু প্রতারণা বিষে কলুষিত হয়েছে।

বুদ্ধ। এই যে তোমার স্নেহের সৎকার পেলুম উদায়ী! তুমি আজ শাক্যপুর থেকে মুক্ত। আমার সঙ্গে চলে এসো। ধর্ম্মশরণ, সঙ্ঘশরণ, বুদ্ধশরণ।

ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

[উদায়ী ও আনন্দ উক্তবাক্য পুনরুচ্চারিত করিল।]

[সকলের প্রস্থান।

উপক। (অন্তরাল ইহতে বাহির হইয়া—বুদ্ধের গমন পথের দিকে চাহিল—চারিদিক চাহিল— তার পর বলয় বাহির করিল) এই অলঙ্কার ওই ব্যক্তি অবহেলায় নিক্ষেপ করে গেছে? ও যদি নিক্ষেপ করতে পারে আমি পারিনা? সোনা মাটী, মাটী সোনা। (বার বার উচ্চারণ করিল দুই একবার নিক্ষেপের চেষ্টা করিল) সোণা মাটী মাটী সোণা (পায়ের কাছে নিক্ষেপ করিল। দুই একপদ দূরে গেল। আবার ফিরিয়া দেখিল) নাঃ! পথের ধারে ফেলেদিই? (পথপ্রান্তে নিক্ষেপ করিয়া কিছুদূর চলিয়া গেল। পুনর্ব্বার ফিরিয়া, দেখিয়া হাতে তুলিয়া) নাঃ! আর না দেখতে হয় —নদীতেই একে নিক্ষেপ করব। ওই লোকটা একে ত্যাগ করতে পারে—আমি পারিনা? সোনা মাটী—মাটী সোনা। (বারম্বার উচ্চারণ করিতে করিতে প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

অনুপিয় প্রদেশ—দূরে প্রাসাদ ও উদ্যান

বিদুরথ ও মুদ্গল

বিদু। আজ তাহ'লে আমাকে এইখানেই বিশ্রাম করতে হবে?

মুদ্। না কুমার, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। আপনার আসার সংবাদ যদি আপনার মাতামহ তিনদিন পূর্ব্বেও পেতেন, তা হ'লেও আপনার আসবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা আপনাকে পুরমধ্যে আবাহন করতে পারতুম। আজ প্রাতঃকালে মাত্র দূত আপনার আসার সংবাদ দিয়েছে। অনুগ্রহ ক'রে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই প্রদেশে অবস্থান করুন। আপনার যোগ্য না হ'লেও আমাদের চোখে অতি সুন্দর অট্টালিকা এখানেও আছে। আপনার মহামান্য পিতা দিগ্‌বিজয় সূত্রে যখন এ রাজ্যে আসেন, তখন নগরে না থেকে এইখানেই অবস্থিতি করেছিলেন। প্রাসাদের নাম অনুপিয়—রাজা শুদ্ধোদন পুত্র সিদ্ধার্থের জন্য এই বিলাসভবন রচনা করেছিলেন। এর তলদেশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে রাজতরঙ্গিণী রোহিণী; চারিপাশে অসংখ্য ফুলরাশি মাথায় করে পর্ব্বতের উপত্যকা। ঠিক পরেই কপিলবস্তু। রাজপ্রাসাদ আর ওই অট্টালিকা পরস্পরে মুখামুখী ক'রে যেন নীরব আলাপে যে যাকে সম্ভাষণ করছে। এখানেও রাজা তাঁর সাধ্যমত আপনার পরিচর্য্যার আয়োজন করেছেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা—তা হ'তেও আর বেশি দেরি নেই সম্রাট-পুত্র!

বিদু। আমাকে সম্রাট-পুত্র বলছ কেন?

মুদ্। অন্য কোনও উপাধি ত আমি জানি না।

বিদু। জান বইকি ভাই'!

মুদ্। কি আপনি বলতে যাচ্ছেন আমি বুঝতে পারছি না যুবরাজ!

বিদু। তুমি ত শাক্যবংশ?

মুদ্। অবশ্য সে পবিত্র বংশে জন্মাবার গৌরব অনুভব করি।

বিদু। মায়ের দিক দিয়ে আমিও সে বংশে জন্মাবার গৌরব অনুভব করি। শোন মন্ত্রি-পুত্র! সম্রাট পুত্রের গর্ব্ব নিয়ে আমি এখানে আসিনি। সে আসার অবস্থা আর একরূপ হ'ত। এসেছি আমি মাতুল কুলের সঙ্গে পরিচিত হ'তে। আমার মাতামহকে দেখে কৃতার্থ হ'তে। মাতুলকে দেখবো, তোমাদের সকলকে ভাই ব'লে উল্লাস করব! সেইজন্য দুহ একজন বন্ধুর সঙ্গে অনাড়ম্বরে একরূপ ছদ্মবেশেই এসেছি।

মুদ্। (অবনত মস্তকে অবস্থিতি)

বিদু। বুঝতে পারলে ভাই?

মুদ্। তাহ'লে আপনার আগমনে রাজা উৎসবের কোনও আয়োজন করবেন না?

বিদু। কিছু না। আমার ইচ্ছা, রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব্বে নগর-বাসী যেন আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানতে না পারে।—কি ভাই, আমার কথা গুলো শুনে তুমি যেন বড়ই বিষণ্ণের মত হয়ে যাচ্ছ—না?

মুদ্। কিন্তু রাজকুমার, উৎসবের যে সমস্ত আয়োজন হয়ে গেছে!

বিদু। এরই মধ্যে হয়ে গেছে?

মুদ্। আপনার আগমন বার্ত্তা পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই নগর মধ্যে তা প্রচারিত হয়ে গেছে। লোক সব আপনাকে দেখতে দলে দলে

রোহিণী পার হয়ে আস্‌ছিল, শুধু রাজার আদেশে তারা আসতে পেলেনা।

বিদু। কেন?

মুদ্‌। রাজা এবং রাজপুত্র সর্ব্বাগ্রে আপনাকে অভ্যর্থনা করবেন। তারপর অভিবাদন করবে যত শাক্যবংশীয় প্রধান, তারপর যত কুমার। সর্ব্বশেষে প্রজা।

বিদু। উৎসবটা কিরূপ হবে?

মুদ্‌। সম্রাটপুত্র করদ রাজ্যে অতিথি হ'লে যেরূপ হওয়া উচিত। অবশ্য শাক্যরাজের অবস্থার অনুরূপ। আপনার পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে রাজভবন আলোকমালায় সজ্জিত হবে—

বিদু। শোভাযাত্রা হবে?

মুদ্‌। তা না হলে উৎসব হ'ল কি যুবরাজ?

বিদু। আমি যুবরাজ তোমাকে কে বললে?

মুদ্‌। আপনিই বলুন—আমি না জেনে অনুমানে বলেছি।

বিদু। শাক্যবংশের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ব'লে আমার পিতা আমার অন্যান্য ভাইদের, এমন কি পাটরাণীর পুত্রকেও বঞ্চিত করে আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেছেন। এমন কি তাঁর জীবদ্দশাতেই আমাকে রাজ্য দিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করাই তাঁর অভিপ্রায়।

মুদ্‌। তবে? আপনি ভারতের ভাবী সম্রাট—আপনার আগমনে করদ রাজ্যে উৎসব হবে না?

বিদু। করদ বলছ কেন ভাই, শাক্য রাজকন্যাকে বিবাহ করবার পর থেকে পিতা ত এ রাজ্য থেকে কর আদায় করেন না।

মুদ্‌। এখন করদ না হই অধীন ত বটে। আপনার পিতা কর

না নিতে পারেন, আপনিও না দিতে পারেন, কিন্তু আপনার পুত্র কি তাঁর পুত্র যেদিন এখান থেকে কর চাইবেন, সেইদিনই ত মাথা হেঁট করে আমাদের কর দিতে হবে।

বিদূ। অতদূর ভেবেছ, তুমি মন্ত্রিপুত্র বটে! তা তোমরা যা মনে কর, আমি কিন্তু কি মনে ক'রে এসেছি শোন। আমার অন্যান্য ভায়েরা তাদের যে যার মামার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ পায়, আদর পায়। তাদের মাতুল মাতামহ দৌহিত্রের তত্ত্ব নেয়। মাঝে মাঝে উপঢৌকন পাঠায়। কিন্তু মহৎ বংশের দৌহিত্র হয়েও আমার সে ভাগ্য হয়নি। এই ষোল বৎসর আমার বয়স হ'ল, এর ভিতরে মাতামহ কিম্বা মাতুল কেহই আমার কিম্বা আমার মায়ের খোঁজ নেয়নি। এদেশ থেকে এই ষোল বৎসরে এমন একটা পাখী পক্ষী পর্য্যন্ত কোশলে উড়ে যায়নি যাকে মামার দেশের সংবাদ জিজ্ঞাসা করি। সেইজন্য ভায়েদের উপর আমার ঈর্ষা। যৌবরাজ্য লাভ করেও সে ঈর্ষা আমার দূর হ'ল না। আমার ভায়েরা যখন তখন মামার বাড়ীর কথা নিয়ে আমাকে রহস্য করে। তাই আমি জানতে এসেছি, আমার মামার বাড়ী আছে কিনা। পিতার প্রিয়তম পুত্র, তিনি আমাকে আসতে দেননি। মায়ের একমাত্র পুত্র—অতি দূরদেশ অতি দুর্গম পথের বিভীষিকা দেখিয়ে তিনি আমাকে নিরস্ত করবার বহু চেষ্টা ক'রেছেন। তবু আমি এসেছি। আমি শোভা-যাত্রা ক'রতে আসিনি; আলোক দেখতে আসিনি; রাজা, রাজ-পুত্রের অভ্যর্থনা পেতে আসিনি; এসেছি মাতামহ মাতুলের এবং সেই সঙ্গে তোমাদের স্নেহ ভিক্ষা করতে।

মুদ্। এই কথা রাজাকে বলিগে।

বিদূ। এখনি গিয়ে বল। আমি কি প্রত্যাশা ক'রেছিলুম জান মন্ত্রি-

পুত্র ? যেমনি আমার আগমন-বার্ত্তা তাদের কর্ণ গোচর হবে, অমনি মাতামহ, মাতুল আমাকে আলিঙ্গন করতে, স্নেহাশ্রুতে আমাকে অভিষিক্ত করতে এখানে ছুটে আসবেন।

মুদ্‌। তাদের স্নেহহীন মনে ক'রনা ভাই। তাঁরা তোমাকে কি ভাবে গ্রহণ করবেন বুঝতে না পেরে উৎসবের আয়োজন করেছেন।

বিদূ। যাও ভাই নিষেধ ক'রে এস—আমি উৎসব দেখতে চাই না, আদর পেতে চাই।

মুদ্‌। বেশ, চললুম ভাই।

বিদূ। এ কথা শুনেও যদি মাতামহ উৎসবের আয়োজন করেন, তা হ'লে শুনে রাখ আমি কপিলবস্তুতে পদার্পণ করব না।

[প্রস্থান।

ছদ্মবেশে অনুরুদ্ধের প্রবেশ

মুদ্‌। (অগ্রগমন ও নেপথ্যাভিমুখে নিরীক্ষণ) একটু এগিয়ে দেখে এস দেখি, ছোঁড়াটা কোথা গেল। (অনুরুদ্ধের প্রস্থান) তাইত, ছোঁড়াত আমাকে বিষম সমস্যায় ফেল্‌লে। 'কপিলবস্তুতে পদার্পণ করব না।' আমরা ত তাই চাই। তোর পদার্পণে শাক্যপুরীকে অপবিত্র দেখা কার ইচ্ছা? তবে অভিমানে পদার্পণ করবে না, আর আমার কৌশলে পদার্পণ করতে পারবে না;—এ দুয়ে যে অনেক প্রভেদ! তাইত কি করি? অশেষ বুদ্ধিমান উদায়ীর পুত্র আমি, কোথাকার ওই বোকা ছোঁড়াটা এসে কপিলবস্তুতে আমাকে অপদস্থ ক'রে যাবে? (মুখ বিকৃত করিয়া) মাতামহ এসে ওঁকে আলিঙ্গন দেবে। স্নেহাশ্রু বর্ষণ করবে। 'ভাই' বললুম তাইতেই সাতবার জলের কুলকুচো ক'রে মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে।

নীচ দাসী-কন্যার গর্ভে জন্মেছে ; বাপও নামে ক্ষত্রিয়, হিসাব করলে জাত খুঁজে পাওয়া যায় না, উনি হ'লেন আমাদের ভাই! থুঃ—থুঃ। ওঁর সঙ্গে আমাদের আবার এক পংক্তিতে ব'সে খেতে হবে! তার চেয়ে শাক্য জাতি রোহিণীগর্ভে ডুবে মরুক না কেন। কি করি? বাবার বুদ্ধিকৌশলে একবার শাক্যজাতির মর্য্যাদা রক্ষা হ'য়েছে! ওই মূর্খটার বাপ শাক্যরাজকন্যা মনে করে একটা দাসীকন্যাকে বিবাহ ক'রে নিয়ে গেছে। আমি মর্য্যাদা রাখতে পারব না! তাহ'লে আমার জীবনের মূল্য কি?

নগরপালের প্রবেশ

মূদ্। ভিক্ষুগুলোর নগর প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেছেন?

ন, পা। প্রয়োজন হ'লনা।

মূদ্। কেন?

ন, পা। কোনও যতি কিছুদিন এদিকে আসবেনা।

মূদ্। বলেন কি!

ন, পা। মহাপ্রজাবতী গৌতমী, আর মা গোপা উভয়ে দেহত্যাগ করেছেন।

মূদ্। বলেন কি? আপনি ঠিক জেনেছেন?

ন, পা। আমি নিজে গিয়ে জেনে এলুম।

মূদ্। (স্বগত) উল্লাস! উল্লাস! পেটের ভিতরে চলে যা, পেটের ভিতরে চলে যা।—(উল্লাসদমনের অভিনয় প্রকাশ্যে সবিষাদে) হায় হায় হায় হায়! মা মা ঠাকুর মা ঠাকুর মা!—কিন্তু দেখুন একথা কারও কাছে প্রকাশ করবেন না।

ন, পা। কি করব জানবার জন্যইত আপনার কাছে এলুম।

মুদ্। কিছুতেই না—কিছুতেই প্রকাশ না। তাহ'লে সমস্ত উৎসবটা একেবারে পণ্ড হ'য়ে যাবে। অন্ততঃ আজ আপনি পর্য্যন্ত এ খবরটা ভুলে যান।

ন, পা। যেখানে যে সঙ্ঘে যত যতি ছিল, সব আজ অনোমাতীরে জড় হয়েছে।

মুদ্। বাঁচা গেছে! তবু—তবু সাবধান।—বাবাকে সেখানে দেখলেন?

ন, পা। দেখলুমইত বটে! তিনিত মস্তক মুণ্ডন ক'রে যতিবেশ ধারণ ক'রেছেন।

মুদ্। নিশ্চিন্ত—নিশ্চিন্ত: যান্, বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে নগর রক্ষা করুন। কোন যতি, কোন যতি যেন নগর মধ্যে প্রবেশ না করে?

ন, পা। আপনার পিতা যদি আসেন?

মুদ্। আঃ কোন যতি—কোন যতি—সেখানে 'বাবা' শব্দ প্রবেশ করাচ্ছেন কেন?—বাবা যতি নয়—যতি বাবা নয়।

ন, পা। বুঝতে পেরেছি।

মুদ্। বাবা যদি আসেন, তাকে বলবেন, 'আপনার মস্তক কেশাবৃত ক'রে মুখে শ্মশ্রু গুম্ফের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ক'রে তবে নগরে প্রবেশ করুন।' যান্।　　　　　　　　　　[নগরপালের প্রস্থান।

(মুদ্গলের উচ্চহাস্য)

কাঁদবো কাঁদবো মা প্রজাবতী গৌতমী—কাঁদবো মা শাক্যবংশের কল্যাণময়ী রাহুল-জননী এখন একটু হাসি। যেহেতু ম'রেও তোমরা শাক্যবংশের কল্যাণ ক'রে গেল।

অনুরুদ্ধের প্রবেশ

অনু। কই ভাই দেখতেত পেলুম না?

মুদ্। চুলোয় যাক। তুমি এক কাজ কর। যত প্রকারের প্রলোভন দিয়ে পার অনুপিয় প্রাসাদ পূর্ণ করবার ব্যবস্থা কর।

অনু। কবে?

মুদ্। আজ—এখনি।

অনু। আমিত তোমার কথা বুঝতে পারছিনা।

মুদ্। তবে আমার সঙ্গে চলে এসো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমাকে বোঝাই সে সময় আমার নেই। এখনি আমাকে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে।

অনু। বলি, ভাই মঙ্গলের কথাত?

মুদ্। যতিদের নগর প্রবেশ নিষেধ করেছিলুম. কেন এইবারে শুনবে রাজকুমার?

অনু। কেন?

মুদ্। এই, বাবাকে নগর থেকে তাড়াবার জন্য। বাবা থাকলে ওই নীচটার সঙ্গে এক পংক্তিতে আমাদের খেতে হ'ত। না খেলে আমাদের কাউকেও বাঁচতে হ'তনা। বাবা সাধু হয়েছেন, তিনিত আর প্রতারণার কথা কইতে পারতেন না!

অনু। তাহলে আমরা খাওয়ার দায় থেকে বেঁচে গেলুম?

মুদ্। এখনও তোমাকে পূর্ণ আশ্বস্ত করতে পারছিনা। তবে একদিকে সম্রাটপুত্র অন্যদিকে যে, তার পিতা শ্রেষ্ঠবুদ্ধিধর উদাসী।

অনু। এই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট আশ্বাস মুদ্গল! কে ওখানে আছ?

নগরপালের প্রবেশ

ন, পা। প্রভু, দেখলুম সম্রাট-কুমার অনুপিয় টিলার উপরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

অনু। আপনি এসেছেন, ঠিক হয়েছে।—একবার একটু অন্তরালে যান।—ভাই মুদ্গল, একটু আভাস তোমার কাছে ভিক্ষা করি! তোমার কথায় বোধ হচ্ছে বিদূরথকে আজ পুরী-প্রবেশ করাচ্ছ না।

মুদ্। শুধু আজ, এ যাত্রা প্রবেশ করতে না হয়, তার উপায় ঠিক করছি।

অনু। আসুন—(নগরপাল সমীপে আসিল) আপনার অধীনে যেখানে যে বুদ্ধিমান মন্ত্র-গোপনশীল অনুচর আছে—সকলকে অবিলম্বে কতকগুলি সুন্দরী যুবতী সংগ্রহে নিযুক্ত করুন। তাদের মধ্যে অন্ততঃ একটি পরমাসুন্দরী হওয়া চাই। সংগ্রহ ক'রে অনুপিয় প্রাসাদে উপস্থিত করুন।

ন, পা। জাতি?

অনু। যে জাতি হ'ক,—দাসকন্যা শবরকন্যা, চণ্ডাল-কন্যা—যে জাতি হ'ক।

মুদ্। অবশ্য, শাক্য কুমারী না হয়।

ন, পা। আমি কি এতই মূর্খ মন্ত্রী-পুত্র—সে বোধ আমার নেই।

অনু। আর মন্ত্রি-পুত্র কেন, তুমিই এখন শাক্যরাজ্যের মন্ত্রী

ন, পা। অদ্য রাত্রির জন্য

অনু। এ কথা আবার প্রশ্ন করছেন!

ন, পা। বড়ই অল্প সময়

মুদ্। রূপের রাজ্যে বাস করছেন বন্ধু। এ দেশের এক একটা শবর-কন্যার রূপের কাছে অন্য দেশের রাজ-কন্যার রূপ লাঞ্ছিত হয়।

ন, পা। এমন সুন্দরী যদি পাই শাক্য-অন্তঃপুরেও যার তুল্য না থাকে?

হুদ্। তা হ'লে ত আপনি শাক্য-কুলকে পোনেরো আনা বিপদ থেকে মুক্ত করবেন।

অনু। ঘৃতাচী উর্ব্বশী, তিলোত্তমাকেও যদি রূপে পরাস্ত করে, তবু।

ন, পা। আমি রাজকুমার, আমি মন্ত্রী।

অনু। শাক্যকুলের মর্য্যাদা রূপে নষ্ট করতে পারে না।

পঞ্চম দৃশ্য

নদীতীরস্থ উপত্যকা

উপক

উপক। সোণা মাটী—মাটী সোণা! ঠিক ফেলে দেব, ও যদি লোভ ত্যাগ করতে পারে আমি পারিনা? সোণা মাটী—মাটী সোণা। (বস্ত্রের ভিতর হইতে বলয় বাহির করিল) এইত রোহিনীর জল করচে টলটল। এইত তার তীরে এলুম! এইবারে নিক্ষেপ। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া দর্শন) উঃ! সন্ধ্যা হয়ে এলো—আলোক চলে যাচ্ছে—কিন্তু এখনও এ মনির কি দীপ্তি! তা হ'ক, এখনি আমি একে রোহিণী-গর্ভে নিক্ষেপ করতে পারি। তবে আমাকে একটু ভাবতে হ'ল! নিক্ষেপ করলেইত গেল! একবারে লোক চক্ষুর অন্তরালে চিরকালের মত চলে গেল। তখন যদি মনে অনুতাপ আসে, আর রোহিণী একে ফিরিয়ে দেবে না। নিক্ষেপ করব কেন? ওই পাগল নিক্ষেপ করেছে বলে? আমিও ত পাগল মন্দ নই! এতকালের সাধন তপস্যায় আমি ত্যাগ শিখতে পারলুম না,

শেষকালে শিখতে হবে আমাকে ওই বেদমার্গ ত্যাগকারী নাস্তিকের কথায়? বলে কিনা আমার গুরু নেই, দেবলোকে আমার তুল্য নেই। হুঁ—আমিও ত পাগল মন্দ নই! এই মহামূল্য রত্ন জলে নিক্ষেপ ক'রে কি এমন পরমজ্ঞানের কার্য্য হবে? এর সাহায্যে কত ক্ষুধার্ত্তের অন্ন সংস্থান হয়, কত আশ্রয়হীন যে আশ্রয় পায়! ঠিক—ঠিক—মনে পড়েছে! ওর শিষ্যও ত এই কথা বলেছিল। 'এই অলঙ্কারের বিনিময়ে যে অর্থ লাভ হয়, তাতেত অনেক লোকের উপকার হ'তে পারে! কই পাগল ত উত্তর দিতে পারলে না!

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

নেপথ্যে। কি অদ্ভুত! একি মানবী গাইছে?

উপক। আরে ম'ল, এত নির্জ্জন দেশে এলুম, এখানেও মানুষ! উহুঁ, এখনও ঠিক হ'ল না। ভয় কি আত্মারাম—ভয় কি! সোণা মাটী মাটী সোণা। (বারবার উচ্চারণ করিতে করিতে বস্ত্রাভ্যন্তরে বলয় রক্ষা করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইল)

বিদুরথের প্রবেশ

বিদু। মানবী গাইছে—না মোহিনী? তরঙ্গের নৃত্যের সঙ্গে সুর বেঁধে এই অপূর্ব্ব তটিনী সন্ধ্যার গায়ে কি পুষ্পোপহার নিক্ষেপ করছে! (সঙ্গীত নিস্তব্ধ হইল) কে তুমি? সন্ন্যাসী দেখছি না?

উপক। তুমি মিথ্যা দেখনি—আমি সন্ন্যাসী।

বিদু। সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসী! তুমি কি শুনতে পেয়েছ?

উপক। তোমার কথা?

বিদু। না না! এক অদ্ভুত সঙ্গীত?

উপক। (স্বগত) যদি বলি পাইনি, তাহ’লে এখনি যুবক আমাকে অশ্রদ্ধা করবে। (প্রকাশ্যে) তুমি পেয়েছ ?

বিদু। অদ্ভুত—অদ্ভুত, সন্ন্যাসী। এ জীবনে ওরূপ সঙ্গীত আমি আর কখন শুনিনি।

উপক। তোমার জীবন কতটুকু বালক ?

বিদু। তবু এই জীবনে এত গান শুনেছি আমি—এত বিভিন্ন কণ্ঠের—রাগ ক’রনা সন্ন্যাসী, আমার মনে হয়, তোমার এই দীর্ঘ জীবনেও তুমি তা শোননি।

উপক। (হাস্য)

বিদু। হাসলে যে ?

উপক। বোধ হচ্ছে, তুমি কোনও রাজার পুত্র। দেশ বিদেশের ভাল ভাল গায়ক গায়িকা অর্থলোভে তোমার পিতার সভায় গান করেছে।—

বিদু। তাই সন্ন্যাসী।

উপক। আমরা সন্ন্যাসী—ধ্যানে বসলে কত সূক্ষ্ম জগতের গান শুনতে পাই। সমস্ত রাজ্য বিনিময় করলেও—রাগ কর’না রাজপুত্র, তোমার পিতাও শুনতে পাবে না।

বিদু। তুমি শুনেছ ?

উপক। নিত্যই শুনতে পাই।

বিদু। ভণ্ডামী রাখ, এখন শুনেছ ?

উপক। আরে ম’ল বেটা গোঁয়ার গোবিন্দ।—যদি বলি শুনেছি ?

বিদু। তাহ’লে বলতে হবে কে গাইলে ?

উপক। তাইত, বেটাত না শুনে ছাড়বে না ! কার নাম করি ? নদী-তীর—বললে এমন গান জীবনে শুনিনি।—কি বলি !

বিহু। তুমি শোননি সন্ন্যাসী।

উপক। বলতে আমার আশঙ্কা হচ্ছে।

বিহু। কেন?

উপক। তুমি রাজার পুত্র, তায় যুবক।

বিহু। তাতে কি?

উপক। ফের সে গান শুনলে তুমি মাথা ঠিক রাখতে পারবে না, বিশেষতঃ দৈব বিড়ম্বনায় যদি তাকে দেখতে পাও।

বিহু। তাহ'লে কি হবে?

উপক। একবারে পাগল হয়ে যাবে।

বিহু। পাগল হ'ব না সন্ন্যাসী।

উপক। (হাস্য)

বিহু। (ঈষৎ ক্রোধে) পাগল হ'বনা—তুমি বল।

উপক। এ-এ নাগিকন্যা।

বিহু। স্থেৎ—মিথ্যাবাদী সন্ন্যাসী।

উপক। আচ্ছা বাবা, তাই যদি বোধ হয়ে থাকে, পথ ছেড়ে দাও, আমি অন্যত্র যাই।

বিহু। সত্য নাগ-কন্যা?

উপক। আবার সে কথা কেন—সারাদিন উপবাসী। সন্ধ্যায় একটু—ধ্যান করতে নদীতীরে এলুম, তাতেও বিঘ্ন হ'ল। পথ ছেড়ে দাও, কিছু ভিক্ষা সংগ্রহ করে জীবন রক্ষার চেষ্টা করি।

বিহু। আমার বাসায় চল সন্ন্যাসী।

উপক। অন্যত্র যদি না পাই, আর ক্ষুধার তাড়না যদি সহ্য করতে না পারি, তখন।

বিহু। সত্যই নাগ-কন্যা?

উপক। তোমার কাছে এখনও ত কিছু যাচ্ঞা করিনি রাজপুত্র !

[প্রস্থান।

বিদু। সত্যইত, আমার কাছে কিছু ত প্রার্থনা করলে না! কি ওর মিথ্যা বলবার প্রয়োজন ? তবু ওর কথায় আমার বিশ্বাস হ'ল না কেন ? (পাদচারণ) নাঃ, আর বোধ হয় শোনা গেল না।

শত্রাজিতের প্রবেশ

শত্রা এইযে এইযে। একি করছ বিদূরথ! তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য তোমার মাতুল এসে বহুক্ষণ ধ'রে তোমার প্রতীক্ষা করছেন, আর তুমি এখানে পালিয়ে রয়েছ !

বিদু। এগিয়ে গিয়ে বল ভাই, আমি যাচ্ছি।

শত্রা। আবার যাচ্ছি কেন, কতক্ষণ তোমার অন্বেষণ করছি তা জানো ? এক সাধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ নাহ'লে তোমাকেত খুঁজেই পেতুম না !

বিদু। যাচ্ছি যাচ্ছি ভাই, তুমি একটু এগিয়ে যাও।

শত্রা। এরূপ বিলম্ব করবার তোমার উদ্দেশ্য কি।

বিদু। চল।

শত্রা। প্রাসাদ পরিত্যাগ ক'রে কতদূর এসেছ তা বুঝতে পেরেছ ? সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল—আর একটু বিলম্ব করলে পথই খুঁজে পাবেনা।

বিদু। ঠিক বলেছ সন্ধ্যা হয়েছে লক্ষ্য করিনি। (পরপারে আলোক প্রজ্বলিত হইল চমকিতের মত চাহিয়া) দেখত ভাই, হঠাৎ কোথায় আলো জ্বলে উঠলো।

শত্রা। বোধ হয় আমাদের বিলম্ব দেখে অনুচরেরা আলো নিয়ে আমাদের খুঁজতে আসছে।—নাহে ভাই, নগরে আলো জ্বল্লো।

বা ! বা ! দেখে যাও ভাই, দীপমালা দিয়ে কপিলবস্তুকে কি সুন্দর সাজিয়েছে ?

বিদু। শত্রাজিত আমি যাবনা।

শত্রা। সে কি !

বিদু। মাতুল—(কণ্ঠ সংশোধন করিয়া) রাজা মহানামের পুত্রকে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন কর।

শত্রা। একি পাগলের মত বলছ বিদুরথ !

বিদু। তুমি বলগে যাওনা। বললেই সে ব্যক্তি বুঝতে পারবে।

শত্রা। এ রকম অর্থহীন কথা ব'ল না. ভাই—মাতুলের অসম্মান ক'রনা।

বিদু। বার বার এরূপ কথা বললে, আর আমি উত্তর দেবোনা।

শত্রা। এতে বাবারও মহৎ নামে আঘাত পড়বে। (বিদুরথ মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল) বেশ, আমি কি করব বল। (বিদুরথ পদচারণ করিতে লাগিল) তাও বলবে না। এরা কোনও রকমে আমার পরিচয় জানতে পেরেছে। উত্তর দাও আর না দাও, আমি পিতার নাম-গৌরব নষ্ট করতে পারব না, বিদুরথ। (প্রস্থানোদ্যত)

বিদু। আর শোন (শত্রাজিৎ ফিরিল) যদি তুমি কপিলবস্তুতে রাজার আতিথ্য গ্রহণ কর—

শত্রা। করতেই হবে বিদুরথ। এতে যদি আমার অন্যায় হয়, কোশলে ফিরে পিতার কাছে তার উত্তর দেবো।

বিদু। তা হ'লে রাজাকে বল, তিনি তাঁর পুত্র ও স্বজনদের নিয়ে কাল প্রাতে অনুপিয় প্রাসাদে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

শত্রা। আমি তোমার দৌত্য করতে আসিনি বিদুরথ, তোমার অনুরোধে সঙ্গে এসেছি।

বিদু। ব'লে অন্যায় করেছি ভাই—ক্ষমা কর।

শত্রা। আমিও সম্রাট প্রসেনজিতের পুত্র।

বিদু। ভুল করলুম—ক্ষমা চাইলুম—আর কেন ভাই শত্রাজিৎ।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

পট-পরিবর্ত্তণ

রোহিণী জলে ভাসমানা নাগ-কন্যাগণ মধ্যে চিত্রা

গীত

খেলবি নাকি খেলবি নাকি ওগো সই খেলবি নাকি।
দোলা ঢেউ সাধছে এত দুলবি নাকি দুলবি নাকি ॥
ঠোঁট দু'টি ওই উঠছে ফুলে,　　চোখ দু'টি তোর দেখনা তুলে
আকাশ পাতাল যেমন মাতাল খুঁজছে ওকি
কোথাকি ধরবি নাকি,　কারে কি'বলবি নাকি, বলিবি নাকি ॥

[জলবালাগণ সাঁতার দিতে লাগিল। চিত্রা প্রথমা সখীকে তীরে যাইবার জন্য টানিতে লাগিল।]

চিত্রা। চল্‌না, তীরে উঠি।

১ম, না, ক। না—না।

চিত্রা। কেন গো, ভয়কি—এখানে আছে কে? দেখ্‌ দেখি কেমন এ নির্জ্জন অধিত্যকা!

১ম, না, ক। তা হ'ক, উঠতে হবে না। কি জানি রাজকুমারী, শেষে কি হ'তে কি হয়ে যাবে। অত অন্যায় সাহস ক'রে কাজ নেই। ঘর থেকে আমরা অনেক দূরে এসেছি। তা বুঝেছ?

চিত্রা। ভয়েই মলি। এখানে কে আছে? যদিও এক আধ জন

থাকতে পারত, কপিলবস্তুতে উৎসব হচ্ছে ব'লে তাও নেই। সমস্ত নগরময় আলো দেখছিস্ না।

১ম না, ক। তাতো দেখছি—তবু ভাই ভয় করে। আমরাও নারীর মত মাটির ওপরে হাঁটতে পারব না। কিরে—তোদের কারও তীরে উঠতে ইচ্ছা আছে?

সকলে। না বাপু!

১ম, না, ক। ইচ্ছে থাকলেই বা উঠতে ভরসা হয় কই সখী। সাঁতার না জানা মানুষের জলে পড়লে যে অবস্থা হয়, হাঁটতে না জানা আমাদেরও ডাঙ্গায় উঠে সেই অবস্থা।

চিত্রা। তবে আর কি করব, ফিরে চল।

১ম, না, ক। তোমার হাতে ওটা কি রাজকুমারী?

চিত্রা। একগাছা বালা। রোহিণী দেবী আমাকে উপহার দিয়েছে।

১ম, না, ক। বা—বা! দেখি—এ অতি চমৎকার ত দেখতে!—তোরা দেখেছিস্?

সকলে। দেখি—দেখি সত্যই ত গো! এত অতি চমৎকার!

১ম, না, ক। এর জোড়া নেই?

চিত্রা। কোথায় আছে—আছে কি না আছে রোহিণী দেবী জানে না। কপিলবস্তুর রাজকুমার সিদ্ধার্থের হাতের বালা এ। তিনি রাজ্যৈশ্বর্য্য স্ত্রীপুত্র সব পিছনে ফেলে যেদিন প্রথম বৈরাগ্য নিয়েছিলেন, সেদিন নাকি গায়ের এই সব অলঙ্কার ফেলে দিয়ে গিছলেন। তাঁর বাপ্ পুত্রশোকে কাতর হয়ে তার সেই সমস্ত অলঙ্কার আবার রোহিণীর জলে ফেলে দিয়েছেন।

১ম, না, ক। তা দেবে বইকি ভাই। অমন মহাপুরুষের গায়ের জিনিষ আর কোনও মানুষে কি পরতে পারে!

চিত্রা। কিন্তু আমরা পারি। (হাস্য)

১ম, ন, ক। তা, আমরা ত আর মানুষ নই।

চিত্রা। মানুষও নই, পশুও নই, দেবতাও নই, ভূত প্রেতিনীও নই—এ কি অভিশাপের জন্ম ভাই !

১ম, না, ক। তা মানুষই না হয় না হলুম, মাটিতে মানুষের মত চলতে ফিরতে না হয় না পারলুম, প্রাণটাও মানুষের বটে ! তা ভাই, এক গাছা বালা নিয়ে কি হবে ?

চিত্রা। আর এক গাছা কেউ দেয় ভাই।

১ম, না, ক। দিতে ত মানুষ। দিলে তাকে তুমি কি দেবে রাজকুমারী ?

চিত্রা। যা চায়—আমাদের রত্নাকরের গর্ভে কোন রত্নের ত অভাব নেই।

১ম, না, ক। যখন তুমি আছ। (হাস্য) মানুষ বিয়ে করতে সাধ হ'ল নাকি ?

চিত্রা। দোষ কি ?—তবে বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই হয় তিনি বিপত্নীক, নয় আমি বিধবা। ডেঙ্গায় উঠলে আমি হাঁপিয়ে মরব, জলে ডুবলে তিনি।

১ম, না, ক। এরই মধ্যে যে তার ওপর ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে দিলে গো ! সে 'কে'টাকে এর মধ্যে কোথাও দেখছ নাকি ?

চিত্রা। দেখিনি এইবারে দেখব।

১ম, না, ক। তা হ'লে তার নাম শুনেছ ?

চিত্রা। শুনিনি—এইবারে শুনবো। (হাস্য) সত্যি ভাই, তোরা কি ভয় দেখাচ্ছিস, আমার কিন্তু ভাল লাগছে না। সেই না-দেখা, না-শোনা, না-ভাবাটিকে দেখতে আমার ভারী ইচ্ছে হচ্ছে।

১ম, না, ক। একান্ত দেখতে ইচ্ছে হয়েছে, দেখ। কিন্তু ভাই ভুলে যেন বেশীদুর গিয়ে প'ড় না।

চিত্রা। তোরা ?

১ম, না, ক। আমাদের ভাই, সব দেখা, শোনা, ভাবা। আমরা একটু জল দুলিয়ে সাঁতার কাটি।

(চিত্রা ব্যতীত সকলে অন্তর্হিত হইল)

ষষ্ঠ দৃশ্য

নদীতীরস্থ উপত্যকা—অপরাংশ

চিত্রা

চিত্রা। বাবা কি বকবে ? বাবাই ত সিদ্ধার্থের জন্মস্থান দেখতে পাঠিয়েছে। বললে যিনি একদিন মীনরূপে সাগরের ভিতরে অবতীর্ণ হয়েছিল। সেই ভগবান বুদ্ধরূপে কপিলবস্তুতে অবতীর্ণ হয়েছেন। করুণাবতার বুদ্ধের জন্মস্থান দেখতে এলুম, আমার ভয় কি ! ওরা বোকা—ভয়েই ম'ল। ভয়ের জন্য এমন সুন্দর স্থান দেখতে পেলে না। তাইত এমন দেশ—এমন সোণার দেশ—এই উচু নীচু রূপোর পাহাড়—তাতে ফোটা ফুলের ঢেউ—লাল, নীল, পীত, জরদা, সোণালী বা—বা ! যেন জমাট বাঁধা হাসির ফোয়ারা—সাঁতার কাটতে ইচ্ছে হচ্ছে।—আর একটু যাই না—এই ত আমার হাতে সিদ্ধার্থের বালা—এই হবে আমার রক্ষা কবচ। যাইনা। (অগ্রসর)

চিত্রা। গীত

প্রাণ আমার কইতে কি চায়—
কোন্ গোপনে কারসনে।
চোখ আমার দেখতে কি চায়—
কোন্ ফোটাফুল কোন্ বনে।
তরঙ্গের কোন্ দোলনে দুলে,
মলয়ের কোন্ ভোলনে ভুলে,
হৃদয় আমার চায় গো আলস
কোন্ হৃদয়ের বন্ধনে।
অধর আমার পরশ পাগল
কোন্ অধরের চুম্বনে॥

[পশ্চাতে নদীর দিক হইতে অতি সন্তর্পণে দাসগণ উপস্থিত হইল ও জলের আকারে চিত্রার প্রত্যাগমন পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। চিত্রা চলিতে চলিতে দূরে কি যেন দেখিয়া সভয়-চকিতা যেই ফিরিতে আসিল অমনি দাসগণকে দেখিয়া বিষম ভয়ে চীৎকার উঠিল—ওগো! রক্ষা কর।" কে করুণাময় কোথায় আছ রক্ষা কর।" বলিয়া মুর্চ্ছিতাবৎ ভূমিতে পড়িল) বিদুরথ বিদ্যুৎ বেগে উপস্থিত হইয়াই বহিষ্কৃত অস্ত্র উত্তোলন করিয়া বলিল—"সরে যা—সরে যা—সরে যা।

১ম দাস। তোমার জন্যইত ধরেছি রাজা!

বিদু। বেশ, আমার কাছে রেখে চলে যা। (দাস গণের প্রস্থান) ওঠ দেবি,—নির্ভয়ে তোমার জলাশ্রয়ে চলে যাও। আর তোমার দিকে কেউ চাইতে সাহস করবে না। কি দিতে এসেছিলে বোধ হয় ফুল—যদি অপেক্ষা করতে সাহস কর এনে দি।, (চিত্রা

বিদূরথের মুখের দিকে চাহিল) না—না—ভয়ে তোমার মুখ বিশীর্ণ —তুমি মৃতপ্রায়। তুমি চলে যাও।—ভয় নেই—ভয় নেই— আমিই চলে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

(চিত্রা উঠিল। তীরে ফিরিল ও বিদূরথের গমন-পথের দিকে ক্ষণেক চাহিয়া দাঁড়াইল !]

সখীর প্রবেশ ও গীত

ফুলের তোড়াহস্তে বিদূরথের প্রবেশ পশ্চাতে উপক

উপক। তুমি নাগকন্যার গান শুনতে পাও, তাকে দেখতে পাও—তার জন্য তুমি আবার ফুল নিয়ে যাচ্ছ ! (হাস্য)

বিদূ। এতে হাসবার কি আছে ?

উপক। সে এই ফুল হাতে ক'রে নেবে ?

বিদূ। যদি কোনও ত্রুটি না ক'রে থাকি, নিশ্চয় নেবে।

উপক। তুমি চৈতন্য-বিহীন উন্মাদ।

বিদূ। অবিশ্বাসী সন্ন্যাসী ? যা নিজে না জান, পরকে তাই উপদেশ দাও ?

উপক। বেশ, দেখাও বালক—তারপর সন্ন্যাসীকে তিরস্কার ক'র।

বিদূ। বেশ, এসো।

উপক। এইত এসেছি—ওইত নদী।

বিদূ। (নদীতীরে দাঁড়াইয়া) দেবি, যদি কোনও গর্হিত কাজ না ক'রে থাকি, আর একবার দেখা দাও।

উপক। (হাস্য) নাও—চলে এসো। হয়েছে-হয়েছে—বুঝেছি, চলে এস। রাজপুত্র ! তোমার কি কেউ আপনার নেই ! বিঘোরে জলে

ডুবে মরতে এসেছ ; একজন আত্মীয়ও তোমার সংবাদ নিতে এলোনা ?

বিদু। বিশ্বাস করলে না ? (পুষ্প নিক্ষেপ, পুষ্প ভাসিয়া চলিল।)

উপক। ওঃ ! চারখানা হাত বার ক'রে ধ'রে নিয়েছে।

বিদু। হ !

উপক। নাও, আর কেন বালক, চলে এস। নাগকন্যা গর্ত্তে ঢুকে খোলস ছাড়তে গেছে।

বিদু। (পদতলে বলয় স্পর্শ—তুলিয়া) পেয়েছি—পেয়েছি !

উপক। (সবিস্ময়ে) কি পেয়েছ ?

বিদু। নিদর্শন। (বলয় দেখাইল) উপক চমৎকৃত হইল। আর কোথাও এর তুল্য দেখেছ ?

উপক। (বস্ত্রাভ্যন্তরে বলয়ের অস্তিত্ব পরীক্ষা করিল)।

বিদু। স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন সন্ন্যাসী ? আমি চৈতন্য-বিহীন উন্মাদ ?

উপক। না।

বিদু। ভয়ে বলছ ?

উপক। না।

বিদু। এরূপ অপূর্ব্ব বলয় আর কোথাও দেখেছ ?

উপক। (কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া) দেখেছি।

বিদু। দেখেছ !

উপক। দেখেছি।

বিদু। দেখাতে পার ?

উপক। পারি।

বিদু। কবে পার ?

উপক। এখনি বল, এখনি।

বিদু। এখনি পার? (উপক বলয় দেখাইল) দাও সন্ন্যাসী।—না দিলে এখনি কেটে ফেলব।

উপক। এই কি তোমার কৌতুহল তৃপ্তির পুরস্কার?

বিদু। আমি কোশলরাজের উত্তরাধিকারী—দু'দিন পরে আসমুদ্র হিমাচল রাজ্য আমার। যদি তাও চাও, এর বিনিময়ে দিতে আমি প্রতিশ্রুত হচ্ছি।

উপক। ওসব ঠকাবার কথা।

বিদু। দাও, নইলে কেটে ফেলবো।

উপক। বেশ, এখন নাও—(প্রদান)

বিদু। প্রতিশ্রুত হচ্ছি, সাধ্যের অতীত যদি না হয়, ভবিষ্যতে এর বিনিময়ে যা চাইবে তাই দেবো সন্ন্যাসী।—এখন দেখছি ত্রুটি করেছি, তাই দেবি, আমার দত্ত পুষ্পোপহার তুমি নিলে না। এই নাও, তোমার সামগ্রী গ্রহণ কর।

উপক। একি করছ—নিক্ষেপ?

বিদু। দেখা দাও আর না দাও, আমি চোর অপবাদ থেকে মুক্ত হই। (বলয় নিক্ষেপ)

উপক। হাঁ-হাঁ করলে কি—করলে কি?

(নদীগর্ভ হইতে বলয়-ভূষিত হস্তদ্বয় উত্থিত হইল)

বিদু। সন্ন্যাসী! সন্ন্যাসী!

উপক। (বিহ্বল দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কপিলবাস্তু—রাজোদ্যান—কক্ষ

মহানাম ও ধারক

মহা। এরা কি ক'রে উঠলো এখনও বুঝতে পারলুম না।

ধারক। মুদ্‌গল যখন আশ্বাস দিয়ে গেছে, তখন একটা না একটা ব্যবস্থা সে করবেই।

মহা। রাত্রির যে প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেল!

ধারক। যাক্‌না। রাজকুমার, মন্ত্রিপুত্র—দু'জনের কেউ যখন এখনও পর্য্যন্ত ফেরেনি, তখন আপনার চিন্তিত হবার কোনও কারণ নেই।

মহা। ছোঁড়াটা বলেছে কি জানো, আলো জ্বাললে নগরে আর সে পা দেবে না।

ধারক। তাই যদি তার জেদ, আলো না জ্বাললেই হ'ত।

মহা। এই দেখ! তোমরা ত সে সময় সকলেই ছিলে।

ধারক। আপনি কি আমাদের কারও পরামর্শ নিলেন? মুদ্‌গল বললে আলো জ্বালা হ'ক, আপনিও বললেন হ'ক, আপনার পুত্রও বললে হ'ক—আমরা যখন কিছু জানলুম না, শুনলুম না—না হ'ক বলি কেমন ক'রে?

মহা। রাত্রিকালে এলে, ছোঁড়াকে প্রতারিত করবার যথেষ্ট সুবিধা

ছিল হে—দিনমানে তাকি আর হবে ! শেষ বয়সে একটা অন্ত্যজের সঙ্গে এক পংক্তিতে খেতে বসতে হ'ল দেখছি।

ধারক। ব্যাকুল হবেন না—ব্যাকুল হবেন না।

মহা। ধারক ! বৃদ্ধ বয়সে মান গেল, সম্ভ্রম গেল, জাত গেল—ধর্ম্ম গেল।

ধারক। কিছু যাবে না মহারাজ, কিছু যাবে না।

মহা। যেমন কাল সে অন্ত্যজটার সঙ্গে এক পংক্তিতে আহারে বসব, অমনি পরশু সমস্ত দাসী-পুত্র একজোট হয়ে শাক্য-পুত্রদের সঙ্গে আহারে বসবার আবেদন করবে। তার পরদিন ওদের সব মাতামহ, মামা, মামাতো ভাই—দাস, শবর, চণ্ডাল—সকলে ছুটে এসে বলবে, রাজা, আমাদের তা হ'লে পংক্তিতে বসাতে দোষ কি ! গেল ধারক—সব গেল।

ধারক। কোথাও কিছু নেই মহারাজ, ভয় সৃষ্টি ক'রে কাতর হচ্ছেন কেন ?

মহা। সংখ্যায় তারা অনেক—যদি সকলে মিলে বিদ্রোহী হয়—

ধারক। কেউ বিদ্রোহী হবে না। আপনি স্থির হ'ন।

মহা। বংশ বাঁচাতে গেলে জাত যায়, জাত বাঁচাতে গেলে বংশ যায়।

ধারক। উদাসীর পুত্র যখন আপনাকে আশ্বাস দিয়ে গেছে, তখন তার ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আপনি স্থির হ'তে পাচ্ছেন না, এই যে বড় দুঃখের কথা মহারাজ ! (নেপথ্যে দুন্দুভিধ্বনি) আসবে না ? রাজা, সে আসবে না ?

মহা। জেনে এস—জেনে এস।

ধারক। শাক্যের উচ্ছিষ্ট খেতে পেলে সে কৃতার্থ হয়, আলো জ্বাললে আর এ নগরে সে পা দেবে না ? (দুন্দুভিধ্বনি)

মহা। আরে জেনে এস—জেনে এস।

ধারক। আমাদের সম্ভ্রম, বৃদ্ধ বয়সে আপনি নষ্ট করবেন দেখছি।

মহা। আরে গর্দ্দভ, আগে জেনে এস। জেনে এসে তিরস্কার কর।

[ধারকের প্রস্থান।

(নেপথ্যে দুন্দুভিধ্বনি) দুন্দুভি-দুন্দুভি! মুদ্‌গল নিশ্চয়ই তা হ'লে একটা সুরাহা বার ক'রেছে। আজই তাকে আমি মন্ত্রী বলে সম্বোধন ক'রব।

মুদ্‌গলের প্রবেশ

মুদ্। মহারাজ!

মহা। মন্ত্রিন্—মন্ত্রিন্!

মুদ্। এখন নয় মহারাজ, এখন নয়। যখন আপনি নিজেকে সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত মনে করবেন, তখন যদি আপনি আমাকে ওই উপাধি দিতে ইচ্ছা করেন, ভৃত্য তা বহুমানে গ্রহণ করবে মহারাজ!

মহা। তোমার মুখ দেখেই বুঝেছি, আমি বিপন্মুক্ত হয়েছি।

মুদ্। আমিও তাই মনে করছি। শুধু তাই নয়, এত সহজে যে আমাদের বিপদ কেটে যাবে, তা আমি বুঝতে পারিনি।

মহা। ছোঁড়া কি এসেছে?

মুদ্। না মহারাজ, সে আসেনি!

মহা। তবে?

মুদ্। আসেনি—আর আসবেও না।

মহা। তবে ও কিসের দুন্দুভিধ্বনি মুদ্‌গল?

মুদ্। কোশলের যুবরাজ কপিলবাস্তুতে অতিথি হ'য়ে আসছেন। ও তাঁরই অভ্যর্থনার আয়োজন।

মহা। হেঁয়ালি ব'লনা, খুলে বল, খুলে বল।

মুদ্। কোশলের যুবরাজের সঙ্গে আমাদের একত্র পান-ভোজনে কি আপনার আপত্তি আছে?

মহা। ওই ছোঁড়াই ত যুবরাজ?

মুদ্। না পাটরাণীর পুত্র। তিনি আবার অবন্তীর কন্যা।

মহা। ছোঁড়ার সঙ্গে এসেছে?

মুদ্। এসেছিল ছদ্মবেশে—আপনার আশীর্ব্বাদে ধরে ফেলেছি। নাম তার শত্রাজিৎ।

মহা। বল কি মুদ্গল!

মুদ্। তার সঙ্গে একত্র ভোজনে আপনার আপত্তি আছে?

মহা। কিছু না—কিছু না। সম্রাট্পুত্র—ভবিষ্যৎ সম্রাট—অবন্তীর দৌহিত্র—কোনও আপত্তি নেই মুদ্গল!

মুদ্। তা হ'লে সত্বর সজ্জিত হয়ে আসুন। পদ্মরাগ-কুঞ্জে আমরা তাঁর অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেছি।

মহা। তার বেশ?

মুদ্। সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না মহারাজ! কেবল দেখবেন, তাঁর সম্বর্দ্ধনার ত্রুটি না হয়।

মহা। কোনও ত্রুটি হবে না বৎস! যেরূপ ভাবে তোমরা সম্বর্দ্ধনা করতে বলবে—সেইরূপ ভাবেই তার সম্বর্দ্ধনা করব। কেবল একবার বল মুদ্গল, সেই অন্ত্যজটার হাত থেকে আমি নিস্তার পেয়েছি।

মুদ্। আপনার নিস্তার—একথা বার বার বলছেন কেন মহারাজ, শাক্যবংশের নিস্তার বলুন। আপনি কি মনে করছেন আমরাই সেই অন্ত্যজটার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে আহার করব! জীবন

থাকতে তা যে পারব না মহারাজ, তাতে শাক্যবংশের ধ্বংস হয়, তাও স্বীকার।

মহা। বস্—বস্—নিশ্চিন্ত। যুবরাজকে আনবার কিরূপ ব্যবস্থা করেছ?

মুদ্‌। যতদুর সমারোহ আমাদের সাধ্যে আছে। সর্ব্বদা তার সঙ্গে থেকে পরিচর্য্যা করতে রাজকুমারকে অনুরোধ ক'রে এসেছি।

মহা। বস্—ব-স্—আরও নিশ্চিন্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কপিলবাস্তু—পদ্মরাগকুঞ্জ

নর্ত্তকীগণ

গীত

প্রাণ বঁধু হে——
কোথা মধু কিবা দিব আর!
শুখা'য়ে গিয়াছে হাসি ফুরা'য়েছে রূপরাশি
বহিতে নারি গো আর যৌবন ভার।
আকাশে বিলা'য়ে দিছি মধু ভরা হাসি গো,
নদীজলে ভেসে গেছে যত রূপ রাশি গো,
হৃদয়ে বিরহ জ্বালা ফুরায়েছে মধু মেলা,
শুখা'য়ে গিয়াছে প্রেম হার!

মনে যদি ছিল তব ফিরিয়া আসিতে গো—
এতদিন আস নাই, কেন আস নাই গো ?
সকলি বিলা'য়ে দিছি, বিরহে বরিয়া নিছি,
ছিঁড়িয়াছে হৃদিবীণা তার।

(অনুরুদ্ধ, ধারক ও শাক্যপ্রধানগণ কর্তৃক সসম্ভ্রমে আনীত হইয়া শত্রাজিৎ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন)

শত্রা। আপনাদের দত্ত পরিচ্ছদ পরতে পারলুম না। কিছু মনে করবেন না শাক্য-রাজপুত্র !

অনু। আপনার মুখে সমস্ত কথা শুনে আমাদের মনে করবার কিছু নেই। তবে পিতা দেখে কি মনে করবেন, আমি বলতে পারি না সম্রাট-পুত্র ! দেখে ক্ষুণ্ণ হবেন ত নিশ্চয়ই।

শত্রা। সমস্ত কথা বুঝিয়ে তাঁকে ক্ষুণ্ণ হ'তে আপনাকে নিষেধ করতে হ'বে।

অনু। যথাসাধ্য চেষ্টা করব সম্রাট-পুত্র !

শত্রা। এই পরিচ্ছদে আপনাদের এই অভ্যর্থনা গ্রহণ করতে আমার লজ্জা হচ্ছে।

১ম নর্ত্ত। কেন রাজা, আপনার মূর্ত্তি আর উপাধিই আপনার পরিচ্ছদ।

১ম প্রধান। ঠিক বলেছে—ঠিক বলেছে।

অনু। নর্ত্তকীরাই আজ আমাদের সকলের কথা প্রকাশ করেছে।

ধারক। . ওই জয়লাভ করলে।

নর্ত্ত। আমাদের রাজার সরল পরিচ্ছদের সুমুখে এই পরিচ্ছদে দাঁড়াতে আমাদেরই এখন লজ্জা হচ্ছে।

শত্রা। তোমার কথার যোগ্য পুরস্কার ত আমার কাছে নেই সুন্দরী !

১ম, ন। আছে বইকি রাজা,—আপনার পদধূলি।

সকলে। হো-হো-হো-হো।

ধারক। না এবারে এ বেটি অকাট্য উত্তর দিয়েছে।

মহা। (নেপথ্যে) কই অনুরুদ্ধ ?

(সকলের সসম্ভ্রমে অবস্থিতি)

মহানাম ও মুদ্গলের প্রবেশ

মহা। কই আমাদের সম্রাট-পুত্র ? একি ! একি করেছ অনুরুদ্ধ !

অনু। অনেক অনুরোধ করেছিলুম পিতা, কোনও বিশেষ কারণে উনি রিচ্ছদ গ্রহণ করতে পারলেন না।

শত্রা। ছদ্মবেশে ভাইয়ের সঙ্গে এ হিমালয়-প্রদেশ দেখতে এসেছি। আমার পরিচয় আপনাদের জানবার কোনও উপায় ছিল না।

মহা। আমাদের সৌভাগ্য জানিয়ে দিয়েছে।

শত্রা। আমার ভাইকে প্রতিশ্রুতি করিয়ে এসেছিলুম। ঠিক জানি সে বলেনি। কি ক'রে আপনারা জানলেন, আমি বিস্মিত হচ্ছি।

১ম, ন। ভিতরে আগুন আছে, ছাই বলে না ; কিন্তু কোনও কালে তাকে চেপে রাখতে পারে না।

মহা। উঃ ! ভারী কথা বলেছিস ত বেটি ! আমাদের কারও মনে ত এ উত্তর জাগেনি।

ধারক। প্রথম থেকেই ও বেটি এই রকম বলছে মহারাজ !

মহা। বেশ, বেশ। এ বুনো পাহাড়ে দেশের তুইই মুখ রক্ষা করলি।

উপঢৌকন পাত্র লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ

(মহানাম পাত্র হস্তে লইয়া সিংহাসন সম্মুখে অবনত মস্তকে দাঁড়াইলেন। সকলে মস্তক অবনত করিল।)

শত্রু। একি করছেন রাজা ?

মহা। করতে হয়, করতে হয়। যখন জেনেছি আমার সম্রাটের পুত্র, তখন এ অবশ্য কর্ত্তব্য করতে হয়।

(শত্রাজিৎ করদ্বারা পাত্র স্পর্শ করিল। ভৃত্য লইয়া প্রস্থান করিল)

শত্রু। বেশ, যা করতে হয়, তাতো করা হয়ে গেল।—এইবারে আমিও সম্রাট পুত্র 'নই আপনিও রাজা নন। আপনি আমার মাতামহ—আমি আপনার দৌহিত্র। (সিংহাসন হইতে অবতরণ ও মহানামকে অভিবাদন)

মহা। ভাই, ভাই! এমন মহৎ তুমি, এমন মধুর তুমি! (আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ) ওরে আমার বাক্য হরে যায়—বাক্য এনেদে।

সকলে। ধন্য—ধন্য।

শত্রু। কি মাতুল ?

অনু। এসো প্রিয়তম, বুকে এস। (আলিঙ্গন ও শত্রাজিতের অভিবাদন)

ধারক। ধন্য ভারতেশ্বর-পুত্র। ভবিষ্যতে ভারতেশ্বর হবার যোগ্য আপনার মত আর কেউ আছে আমাদের মনে হয় না।

মুদ্। নেই বলুন। এরূপ আনন্দের মিলন দেখব, আমি কল্পনাতেও আনিনি মহারাজ!

মহা। কিন্তু ভাই—এইত তোমাকে সম্রাটপুত্রের মর্য্যাদা দিলুম, আবার আলিঙ্গন ক'রে তোমার মাথায় স্নেহাশ্রু বর্ষণ করলুম—কিন্তু, তোমার ভাই কি করলে!

শত্রু। সে পাগল।

মহা। এই স্নেহ ত তার জন্যেও তুলে রেখেছিলুম।

শত্রু। শুধু পাগল বলা ভুল হয়—হতভাগ্য।

মহা। না-না—পাগল-পাগল। তবে কি জন্য যে তার অভিমান হ'ল সেটা যে বুঝতে পারলুম না ভাই।

শত্রু। খেয়াল—খেয়াল।

মহা। ~~কখন~~ তুমি ভাই যদি দয়া ক'রে—

শত্রু। ওকি বলছেন মাতামহ!

মহা। তার জন্য মনটা বড় পাগলের মত হয়েছে ভাই!

শত্রু। যদি সে আসত মাতামহ, তা হ'লে এখনি গিয়ে তাকে আমি নিয়ে আসতুম। কিন্তু একবার যখন সে না বলেছে, তখন কিছুতেই সে আর আসবে না।

মহা। তোমার বাবা—

শত্রু। বাবা ভারত-সাম্রাজ্যের ঈশ্বর—তিনি অবিবেচক নন। আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন, তিনি কিছু মনে ক'রবেন না। আমি ত ফিরব—ফিরে যা যা ঘটেছে, সবত তাঁকে বলব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

মহা। শুনেছি সে নাকি—

শত্রু। বাবার প্রিয়তম পুত্র—এই কথা বলছেন? সে বাবার প্রিয় বলে কি, তার অন্যায় কাজ গুলোও তাঁর প্রিয় হবে?

মুদ্। নিশ্চিন্ত হ'তে বলছেন উনি, আপনি নিশ্চিন্তই হ'ন না।

মহা। বেশ, নিশ্চিন্ত।

মুদ্। তবে একটা কথা সম্রাট-পুত্র! আপনার ভাই আমাকে বলেছেন। তাঁর কাছে কথাটা প্রকাশ না পায়—অভয় দেন ত বলি।

শত্রা। সে যুবরাজ, এই কথাত ?

মুদ্। ওই কথা।

শত্রা। আপনাদের বংশের সঙ্গে তার সম্বন্ধ আছে বলে পিতার ইচ্ছা ভবিষ্যতে সে রাজা হয়। কিন্তু সে কথার মীমাংসা ত পিতার জীবদ্দশায় নয়। আমি পাটরাণীর পুত্র, মাতামহ অবন্তীরাজ, মেসো কৌশাম্বী-পতি—মগধরাজ আমার মাতুলের ধর্ম্মভাই—সুতরাং আমার মামা—

মুদ্। বুঝতে পেরেছি, ভবিষ্যৎ-সম্রাট !

শত্রা। তার উপর প্রজা—

মুদ্। আর বলতে হবে না।

শত্রা। এক সহায় তার শাক্য। তা যদি আপনারা তার সাহায্য করেন, আমার সঙ্গে যুদ্ধ হবে।

অনু। শাক্য কখন অধর্ম্মের সাহায্য করেনা।

মহা। মন থেকে সে আশঙ্কা একেবারে তুলে দাও প্রিয়তম !

মুদ্। সে উনি তুলে দিয়েছেন। এখন রাত্রি ঢের হয়ে গেল।

মহা। হাঁ হাঁ—ঠিক-ঠিক ! এস ভাই, আমার গৃহে তোমাকে আমাদের সঙ্গে ভোজনের নিমন্ত্রণ করি।
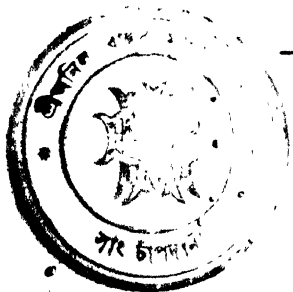
তৃতীয় দৃশ্য

অনুপিয় প্রদেশ—অপরাংশ

বুদ্ধ ও আনন্দ

বুদ্ধ। মা গৌতমীর পরিনির্ব্বাণ দেখলে ?

আনন্দ। শুধু তাঁর বলছেন কেন ভগবন্! তাঁর দেখলুম, আমার মায়ের দেখলুম, শাক্য-কুল-বধূদেরও দেখলুম।

বুদ্ধ। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া তাঁদের সুসম্পন্ন হয়েছে ?

আনন্দ। মতিমান্ উদায়ী সুসম্পন্ন করিয়েছেন।

বুদ্ধ। এস আনন্দ,এইবারে আমরা শাক্যস্থান পরিত্যাগ করি।—ওকি, চোখে অশ্রু কেন আনন্দ ?

আনন্দ। সংবরণ করতে পারছি না প্রভু! (বুদ্ধ হাসিলেন) প্রজাবতীও আমাকে রোদন করতে নিষেধ করেছিলেন।

বুদ্ধ। কি বলেছিলেন ?

আনন্দ। বললেন, 'আনন্দ! তুমি বুদ্ধ-সেবী। আমার এই শুভদিনে তোমার দুঃখ করা উচিত নয়।'

বুদ্ধ। তবে আর শোকাশ্রু কেন ? আনন্দ নাম সার্থক কর আনন্দ!

আনন্দ। আরও বললেন—যে আচার্য্যকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ দেখতে পায়নি, তোমরা তাঁর নিকট জ্ঞান শিক্ষা করছ। তিনি তোমাদিগকে জরা-ব্যাধি-মরণ রূপ মহাদুঃখের হাত থেকে মুক্ত করেছেন। আমিও সেই দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভ ক'রে এমন স্থানে চলেছি, চক্ষু যেখানে গমন করতে পারে না।

বুদ্ধ। চক্ষু দেখতে গিয়ে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসে, কর্ণ শুনতে গিয়ে বধির হয়, বাক্য বলতে গিয়ে নীরব হয়। সূর্য্যের জ্যোতি নাই, চন্দ্র-বহ্নির ভাতি নাই। অন্ধকার ?—তাও নাই। নিরলোক-নিরন্ধকার, রূপ-অরূপ, সুখ-দুঃখ বিরহিত অবস্থা। পরিনির্ব্বাণ—পরিনির্ব্বাণ।—আর কিছু বলেছেন আনন্দ ?

আনন্দ। বলেছেন। আপনাকে তিনি অজর অমর হবার আশীর্ব্বাদ করেছিলেন।

বুদ্ধ। আমি তাতে কি উত্তর দিয়েছিলুম বলেছিলেন ?

আনন্দ। আপনি ব'লে ছিলেন—"মা ! বুদ্ধ দিগকে এরূপ বাক্যে প্রসন্ন করবার চেষ্টা করবেন না—এ তাঁদের স্তুতিবাক্য নয়।"

বুদ্ধ। সত্য, এ তাঁদের স্তুতিবাক্য নয় আনন্দ ! বীর্য্যবান, সংযতাত্মা স্বকার্য্য সাধনে দৃঢ়-পরাক্রমশালী সমস্ত শিষ্য মণ্ডলীকে ধর্ম্মপথে সাহায্য কর, এই হচ্ছে বুদ্ধের একমাত্র বন্দনা।—

আনন্দ ! আর প্রভু শোক করব না।

বুদ্ধ। ক'রনা—জগত থেকে মারের আশ্রয় স্থান তুলে দেওয়াই হচ্ছে তথাগতের উদ্দেশ্য। চক্ষুর জল ফেলে সে উদ্দেশ্যের ক্ষতি ক'রনা।

আনন্দ। ক্ষতি কি করলুন ভগবন্ ?

বুদ্ধ। মারের আশ্রয় নেবার যত স্থান আছে, শোকাশ্রুও তার মধ্যে একটি। (আনন্দ চক্ষু মুছিল) স্ত্রীজাতি স্বভাবজাত মমতাবশে পরিনির্ব্বাণমুখেও সেই পাপ-পুরুষের বাসের একটু সাহায্য ক'রে গেল।

আনন্দ। হে সুগত! শুনে ভয় পাচ্ছি, অথচ বুঝতে পাচ্ছি না।

বুদ্ধ। পরিনির্ব্বাণের আবার কামনা কি? কোথায় কে চায়, কে দেয়? পরিনির্ব্বাণ আপনি আসে, যখন সমস্ত সংস্কারের বিলোপ হয়, সমস্ত কামনার অন্ত হয়। তৈল-শূন্য দীপ আপনিই নির্ব্বাপিত হয়, তাকে কাতর-কণ্ঠে কাউকে বলতে হয় না, ওগো আমায় নিবিয়ে দাও। নির্ব্বাণ-মুখে যদি সে ব'লে; ওই কথা ধ'রে তার ওই সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম কামনার ভিতরে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম আকার নিয়ে মার প্রবেশ করে।

আনন্দ। তাই হ'ল নাকি প্রভু?

বুদ্ধ। তথাগত-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অর্দ্ধেক পরমায়ু কমে গেল।—দুঃখ ক'রনা অর্থাৎ—সুখ দুঃখের পারে যাও—সত্য মিথ্যার পারে যাও। নাও চল, শাক্যস্থান পরিত্যাগ করি।—শাক্যবংশ—শাক্যবংশ!

আনন্দ। শাক্যবংশ ব'লে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কেন প্রভু?

বুদ্ধ। আমার নয়—তোমার মা গোপা পরিনির্ব্বাণমুখে শাক্যবংশের বিলোপ আশঙ্কায় তার মমতার সমস্ত শ্বাস আমাকে দান ক'রে গিয়েছিলেন—সেটা বেরিয়ে গেল আনন্দ!

আনন্দ। তা হ'লে কি শাক্যবংশের বিলোপই তথাগতের অভিপ্রায়?

বুদ্ধ। কর্ম্ম—কর্ম্ম—কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী শাক্যবংশের অধিকাংশ কুমার কুমারীই সংসার ত্যাগ ক'রে সঙ্ঘের শরণ নিয়েছে। অবশিষ্ট যারা, কর্ম্ম বিপাকে তাদের প্রবৃত্তি দিন দিন এত নীচ হ'য়ে আসছে যে, ধর্ম্ম আর তাদের আয়ত্তের ভিতরে রাখতে পারছে না। কি ক'রে তাদের রক্ষা হবে বৎস?

আনন্দ। তবে কি মায়ের দীর্ঘশ্বাস বৃথাই বাতাসে মিশে যাবে? সে

নিশ্বাস ।ক কর্ম্ম জগতের কোনও স্থানে সামান্য মাত্রও আঘাত করবে না ?

বুদ্ধ। তা হ'লে কিছু দিন তোমাকে শাক্যস্থানে থাকতে হবে আনন্দ। সমস্ত দেখে শুনে শেষে আমাকে অনুরোধ ক'র।

[বুদ্ধের প্রস্থান।

আনন্দ। নিজের জালে নিজেই আবদ্ধ হলুম। তথাগতের ইচ্ছা— আর ত আমি তাঁর অনুসরণ করতে পারি না।!

বিদুরথের প্রবেশ

বিদু। কে যায় ?

আনন্দ। ভিক্ষু।

বিদু। (নিকটে আসিয়া মুখ দেখিল)

আনন্দ। মুখে কি দেখছ বালক ?

বিদু। দেইছি. সত্যই তুমি ভিক্ষু কি না।—তুমি ঠিক ভিক্ষু বটে।

আনন্দ। মুখ দেখে ঠিক বুঝতে পারলে ?

বিদু। তোমার মুখ বড় শান্ত—বড় সৌম্য।

আনন্দ। তোমার পরিচয় জানতে পারি কি ?

বিদু। দেবার সময় নেই। (প্রস্থান করিতে ফিরিয়া) এ পথে আর কোনও লোক দেখেছ কি ভিক্ষু ?

আনন্দ। এরূপ প্রশ্ন কেন করছ ভাই ?

বিদু। (হাস্য) ভাই ? ভিক্ষুর ভাই আমি ?

আনন্দ। ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল, রাজা থেকে ভিখারী ভিক্ষুর ভাই। কথা শুনে তোমার কি রাগ হ'ল ভাই ?

বিদু। না—না। তোমার কথা বড় মধুর লাগছে। আমি একজন

এমন লোককে খুঁজছি, যে আমার একখানা পত্র নিয়ে কপিলবস্তুতে যেতে পারে।

আনন্দ। আমি পারি না?

বিদু। তোমার ত কোনও কামনা নেই।

আনন্দ। কেমন ক'রে বুঝলে?

বিদু। আছে কি না আছে বললা।

আনন্দ। যদিই না থাকে, তাতে তোমার পত্র নিয়ে যাওয়ার বাধা কি?

বিদু। তুমি ত কোনও পুরস্কার নেবে না। আমি রাজার পুত্র, আমি তোমার কাছে অনুগ্রহ নেবো কেন?

আনন্দ। বেশ, তোমার ভালবাসা আমাকে দিও।

বিদু। ও কথার কোনও মানে নেই। তুমি কিছু আমার না করলেও মনে কর আমি তোমাকে ভালবেসেছি।

আনন্দ। বেশ ভাই—আমাকে দু'টি খেতে দিও।

বিদু। আমি এখানে পরের বাড়ী অতিথি।

আনন্দ। তোমার বাড়ীতে আমি যদি অতিথি হ'তে চাই?

বিদু। আমার বাড়ী কোথায় জানো?

আনন্দ। কেমন ক'রে জানবো, তুমি বল।

বিদু। কোশল।

আনন্দ। পত্র দাও—আমি তোমার বাড়ীতে অতিথি হ'তে প্রতিশ্রুত হচ্ছি। (বিদুরথ চক্ষু মুদিয়া ক্ষণেক চিন্তা করিল) আর চিন্তা কিসের ভাই—পত্র দাও এবং কাকে দিতে হবে বল।

বিদু। রাজাকে।

আনন্দ। দেবো—পত্র দাও। (বিদুরথের পত্র দান) উত্তর নিয়ে আসব?

বিদু। প্রয়োজন নেই।

উপালীর প্রবেশ

উপালী। খুব বেঁচে এসেছি। (আনন্দকে দেখিয়া ভীত সূচক শব্দ)

আনন্দ। ভয় নেই—আমি ভিক্ষু।

উপালী। ভিক্ষু ত ভূতের মতন অন্ধকারে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

আনন্দ। দাঁড়িয়ে ত থাকছি না ভাই, পথ চলছি।

উপালী। তা চেঁচাতে চেঁচাতে চলতে হয়। তুমি কি মনে করেছ এ পথে এ রাত্রে আর কেউ চলবে না?

আনন্দ। সন্ন্যাসী দেখছি, তোমার এত ভয়?

উপালী। হেঃ-হেঃ-হেঃ—ভয় তোমাকে কে বললে—ওরূপ আমি মাঝে মাঝে করি। করলে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। এক সঙ্গেই পূরক বিরেচক হয় কিনা! তা স্বামীজির কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

আনন্দ। কপিলবস্তু।

উপালী। হাঁ-হাঁ—অমন কাজও করো না করো না। ফিরে যাও।

আনন্দ। কেন?

উপালী। যাওয়ার কথা ত ছেড়েই দাও—কপিলবস্তুর আবার নাম পর্য্যন্ত মুখে এনো না।

আনন্দ। আমার যে যাবার নিতান্ত প্রয়োজন।

উপালী। অপঘাত মৃত্যুর ইচ্ছা থাকে যাও।

আনন্দ। গেলে একবারে অপঘাত মৃত্যু?

উপালী। আজ যতিদের নগরে প্রবেশ নিষেধ। ঢুকতে ত তারা দেবেইনা। বাধা না মেনেও ঢুকতে যাও, হাড় ক'খানা রেখে আসতে হবে।

আনন্দ। এমন কারও ঘটেছে ?

উপালী। এই আমারইত ঘটবার যোগাড় হয়েছিল। অদৃষ্টে অপঘাত নেই তাই বেঁচে এসেছি।

আনন্দ। তোমায় তারা লাঞ্ছনা করেছিল ?

উপালী। লাঞ্ছনা ? মেরে ফেলেছিল আরকি ? কোশল রাজের দুই ছেলে এসেছে। ভাগ্যে আমি তাদের চিনতুম। তাদের দোহাই দিয়ে বেঁচে গেছি।

বিদ্রু। মন্ত্রি-পুত্রকে আমার ভায়ের পরিচয় তুই তা'হলে দিয়েছিস্ উপালী ?

উপালী। য়ঁ্যা—য়ঁ্যা—(পলায়ন)

আনন্দ। ও ব্যক্তিকি তবে প্রকৃত সন্ন্যাসী নয় ?

বিদ্রু। তা আমি কেমন ক'রে জানবো ? তবে ওর ভয় দেখে বোধ হ'ল নয়। ও আমার পিতার ক্ষৌরকার ছিল। আমারই ভয়ে কোশল ত্যাগ করেছে। তা এখানে আমাকে দেখে ও পালালো কেন সন্ন্যাসী ? কোশলে ওকে দেখলে কেটে ফেলব বলেছিলুম। তা এস্থান ত কোশল নয় ! সত্যের মর্ম্ম জানেনা, ও কেমন ক'রে সন্ন্যাসী হ'ল ?

আনন্দ। ভিক্ষুর কৌতূহলী হওয়া দোষের কথা। তবে ভাই তুমি যখন সত্যের কথা তুললে তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হ'ল। কি অপরাধে তুমি ওকে কেটে ফেলবে বলেছিলে ?

বিদ্রু। জন্মথেকে আমার মাথায় এক মণিচিহ্ন ছিল।

আনন্দ। অর্থাৎ, সম্রাট হবার ভাগ্য নিয়ে তুমি জন্মেছিলে।

বিদ্রু। আমার মস্তক মুণ্ডন করতে গিয়ে ও সেটা কেটে দিয়েছে।

আনন্দ। তোমার ক্ষতি ক'রেছে সম্রাট-পুত্র !

বিদু। সকলে তাই বলে—তুমিও তাই বলছ—তবু হতভাগাটার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে কেন সন্ন্যাসী ? তুমি ওকে কৃপা করতে পার ?

আনন্দ। সত্যগ্রহী তুমি, যখন তোমার মনে কৃপার কথা উঠেছে ; তখন ও কৃপা পেয়েছ জেনে রাখ ভাই !

বিদু। হাঁ হাঁ কৃপা কর সন্ন্যাসী, হতভাগ্যকে কৃপা কর।

আনন্দ। এখন ভাই, তুমি আমাকে কৃপা কর।

বিদু। (সবিস্ময়ে) মানে কি ?

আনন্দ। আমাকে এই পত্র নিয়ে যাবার দায় থেকে তুমি নিষ্কৃতি দাও।

বিদু। ওর কথা শুনে তোমার ভয় হ'ল ?

আনন্দ। ভয় আমার নয়, তোমার জন্য। এ পত্রের ভিতর কি লেখা আমাকে জানাতে কি তোমার অপত্তি আছে ?

বিদু। কিছু না। রাজা ও রাজপুত্রদের কাল প্রাতঃকালে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আদেশ করেছি।

আনন্দ। বুঝতে পারছি, কোন একটা কারণে তাদের উপর ক্রোধে তুমি এই কার্য্য করেছ। তারা যদি না আসে ?

বিদু। আসবেনা ?

আনন্দ। যদি না আসে !

বিদু। (কিয়ৎক্ষণ অবনত মস্তকে পাদচারণ) তুমি দিয়ে এস।

আনন্দ। যদি তারা আমায় লাঞ্ছনা করে ?

বিদু। তাদের শাস্তি দেব।

আনন্দ। যদি আমাকে মেরে ফেলে ?

বিদু। তাদের মেরে ফেলবো।

আনন্দ। কাদের ?

বিদু। যারা তোমাকে মেরে ফেলবে।

আনন্দ। যদি রাজা মারেন?

বিদু। বারবার এক প্রশ্ন করছ কেন সন্ন্যাসী! রাজা কি, যদি শাক্যবংশ তোমার হত্যার অপরাধী হয়, শাক্যবংশ ধ্বংশ করবো।

আনন্দ। (হাস্য) তুমি বালক। (পত্রনিক্ষেপ ও প্রস্থান)

বিদু। (পুনরায় অবনত মস্তকে পাদচারণ) ঠিক বলেছ সন্ন্যাসী আমি বালক। (পত্র ছিন্ন করিয়া নিক্ষেপ ও প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

অনুপিয় প্রাসাদ —কক্ষ

অম্বা, চম্পা ও সখীগণ

সখীগণের গীত

নেশায় চাওয়া নেশায় গাওয়া গান,
নেশায় হাসি নেশায় হৃদয় দান।
নেশায় চলা　　নেশায় নেশায় সঙ্গ,
নেশার কোলে　　নেশায় অবশ অঙ্গ,
নেশায় নেশায় গন্ধ ছড়ায় এ কোন্ ফুলের প্রাণ!
তাকে ধরে আন, ওগো ধরে আন, ওগো ধরে আন, ওগো ধরে আন।

অম্বা। যা আজকের মতন তোরা বিশ্রাম নে। আর সে আসছে না। আর ঘুমুতে না পারিস, একটা বিরহের গান গা।

চম্পা। তাইত দেবি! এ কোথায় এলুম, কেন এলুম, কার জন্য এলুম কিছুইত বুঝতে পারলুম না। [সখীগণের প্রস্থান

অম্বা। আমি বুঝতে পেরেছি। গা সই গা—বিরহ নায়ক, অম্বা

নায়িকা। চাঁদ পূর্ব্বাকাশ ছেড়ে চললো—কোয়াসা—লজ্জার মত ওই দেখ্ তার মুখে। আকাশের মর্ম্মবেদনা কাঁদতে কাঁদতে এখনি পৃথিবীর বুকে নেমে আসবে। তখন বিরহের কথা শুনতে পাবনা, চোখে যদি জল থাকে তার—দেখতে পাব না। বিরহ নায়ক, অম্বা নায়িকা। (হাস্য) বুঝতে পারলিনি ?

চম্পা। যাও, তুমি কত রঙ্গই জান !

অম্বা। না, না—ওরে রঙ্গ নয়। আমি সত্য বলছি—সখি, ওরে, জীবনে প্রথম আমার প্রাণের কথা। কোথায় এসেছি বুঝেছিস্ ? সিদ্ধার্থের বিলাস-ভবন।

চম্পা। বল কিগো !

অম্বা। কেন এসেছি বুঝেছিস্ ? আমি চেয়েছিলুম।

চম্পা। না, না !

অম্বা। হাঁরে। সিদ্ধার্থ অন্ততঃ একদিনের জন্যও এস্থানে বিশ্রাম নিয়ে গেছেন—এখানে কি আমি মিছে বলছি !

চম্পা। এ অসম্ভব ইচ্ছা জেগেছিল কেন দেবি ?

অম্বা। কেন ? হাসির কথা। তখন আমার বয়ঃসন্ধি—কৈশর যৌবনের গায়ে সবেমাত্র ঢলেছে। চারিদিক সুন্দর দেখছি—গাছ, পালা, লতা, পাতা, পাতার আড়ালে পাখী—দেখছি সব কেবল সুন্দর, আকাশ সৌন্দর্য্য ভাসিয়ে তুলেছে—মেঘের কোলে কোলে দুরন্ত সৌন্দর্য্য—দুরন্ত তার চাওয়া, দুরন্ত তার কওয়া। হাসি দুরন্ত, কান্না আরও দুরন্ত—তার ভিতর থেকে এক এক বার লুকিয়ে-দেখা চাঁদ—সে বড় দুরন্ত ! ঠিক এমনি সময়ে আমার বাপ্—না না আর তাকে বাপ্ বলছি কেন—বাপ্ হ'লে কি সই, তার কন্যার এই তরল যৌবনটাকে বন্যার স্রোতে ভাসিয়ে দিতে সম্মত হ'ত ? উদ্যান-

পাল—উদ্যানপাল। সে এসে আমাকে বললে "অম্বা তোকে নায়িকা হ'তে হবে।" নায়িকা হওয়া মানেটা কি তখন তার কাছে জেনে নিলুম। সে আমাকে বুঝিয়ে দিলে। তখন আমার ইন্দ্রিয় গুলোর নূতন ধরণের উল্লাস—গাইছে তারা নূতন ধরণের গান, ফুটছে নূতন রকমের ফুলে, ভাসছে নূতন রকমের জলে—আমি বললুম 'হব'।—তবু তবু—একবার তাকে বললুম—'কি বাবা, নায়িকা মানে ত কুলটা। আমি নায়িকা হ'লে তোমার কুলের মর্য্যাদা যে নষ্ট হ'বে।' সে তখন বললে—"আমি তোমার বাবা নই।" অবাক হয়ে তার মুখের পানে চাইলুম। নিষ্ঠুর উদ্যানপাল দেখে হেসে উঠলো। সই, সেই প্রথম দেখলুম কুৎসিৎ! বললে সে কি কথা!—প্রথম শুনলুম কুৎসিৎ—"কে তোমার মা বাপ আমি জানি না। আমগাছের তলায় আমি তোমাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। সেই জন্যই তোমার নাম অম্বপালি।"

চম্পা। এ কথা এতদিন পরে কেন বললে দেবি?

অম্বা। তারপর থেকে এর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল কুৎসিৎ দেখা অভ্যাস করেছি। সই! এইবারে যেন আবার—আবার—সেই সুন্দর—সেই সুন্দর—কতকাল পরে সই, আমার সে হারান সুন্দর ফিরে আসছে। তার নাম বিরহ।

চম্পা। তাইত দেবি, তোমার সুখ দেখে আমরা সকলেই যে ঈর্ষায় ফেটে মরতুম গো! রূপ তোমার আছে, স্বীকার করব বইকি! কিন্তু তা হ'লেও বেশ্যা ত! বেশ্যার এত ঐশ্বর্য্য—এত মান—রাণীর যা নেই!

অম্বা। এত ঐশ্বর্য্য, এত মান। কিন্তু দিলে কারা জানিস্—সব কুৎসিৎ।—কেমন আমাকে দেখছিস্ বল'দেখি সই! ঠিক বলিস্, গোপন করিস্‌নি।

চম্পা। (দাড়ী ধরিয়া) দেখলে আমাদেরই ভুলতে ইচ্ছে করে।

অম্বা। এই সুন্দর—এতকাল কেবল কুৎসিতেই ভোগ করেছে।

চম্পা। তা এ অভাগার জীবন নিতে স্বীকার করলে কেন?

অম্বা। কেন করলুম, ওইটে কেবল বলতে পারি না। ঐশ্বর্য্যের লোভে? না। তৃষ্ণার তাড়নায়? না। ভাল লেগেছিল বলে? না। লাগেনি বলে? না। তবু একবার সে উদ্যান-পাল বুড়োকে বলেছিলুম, 'বাবা, আমার বিয়ে দাও না কেন?' বুড়ো বললে, "সমস্ত রাজকুমার তোকে পাবার জন্য পাগল হয়েছে।—রাজা পাগল হয়েছে। কার সঙ্গে তোর বিয়ে দেব?"

চম্পা। রাজা পর্য্যন্ত?

অম্বা। বুঝলুম সই, একজনকে আশ্রয় করলে, যে যাকে হত্যা ক'রে একদিনে শাক্যকুল নির্ম্মূল হয়—

চম্পা। তা হ'লে শাক্যকুলের প্রতি মমতায় এই হীনবৃত্তি অবলম্বন করেছ বল।

অম্বা। না না—তাও নয়—এই যে বললুম সই, কেন করলুম, ওইটে কেবল বলতে পারলুম না। কুৎসিত—কুৎসিত—একের পর এক—সর্ব্বশেষে সবার চেয়ে কুৎসিত—

চম্পা। কে—রাজা?

অম্বা। আসতে পারলে না—আসতে চেয়েছিল। আমি ব'লে পাঠালুম, 'যদি অনুপিয় প্রাসাদ আমাকে পুরস্কার দিতে পার, তা'হলে এস।' সিদ্ধার্থের লীলাস্থান—জানি সে দিতে পারবে না—এই প্রাসাদ পুরস্কার চেয়েছিলুম। রাজা সাহস করলে না।—সেই সময় আরশীতে একবার ভাল ক'রে নিজের মুখ খানা দেখে নিয়ে ছিলুম। সত্যি সই, মন যোগানো কথা বলনিনি ত? সত্যিই কি আমি সুন্দর?

চম্পা। মন যোগান কথা কেন দেবি, পাগল যে সেও তোমাকে দেখে বলবে সুন্দর—অন্ধ যদি তোমার চিবুকে হাত দেয়, অমনি বলে উঠবে সুন্দর। তোমার রূপ পরশ দিয়ে কথা কয়।

অম্বা। কিন্তু সেদিন দেখলুম আমি কুৎসিত। প্রতিবিম্বটা আমাকে দেখেই যেন চোখ রাঙিয়ে বলে উঠলো, 'আমার সুমুখ থেকে দূর হ।'

চম্পা। আম'ল! বুড়ো রাজাও তোমার কাছে আসতে চেয়েছিল।

অম্বা। সিদ্ধার্থের বর চাওয়াটা আমার বড়ই ধৃষ্টতা হয়েছিল না?

চম্পা। কেন, ভুল কিসে? সেই রাজাইত জেদ ক'রে তোমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলে।

অম্বা। কেন দিলে?

চম্পা। কেন দিলে, এক জায়গায় চোখ বুজে পড়ে ভাবা যাক্‌গে চল।—সে বুঝি রাজার রাজা।

অম্বা। রাজার রাজা বিরহ—কখনত ভোগ করিনি, আস্বাদ জানতুম না। এত মিষ্টি! শুনতুম রাজকুমার গুলো আমার জন্য হা-হুতাশ করে। শুনে আমার রাগ হ'ত। এখন ত দেখছি রাগ করে ভুল করেছি সই! প্রাণকে সরস করবার এমন বস্তু ত আর নেই!

চম্পা। যা বলেছ, ঠিক, আমারও প্রাণটা কেমন নরম হ'য়ে আসছে। তবে কার জন্য এ বিরহ যদি জানতে পারতুম! তা হ'লে বুঝি প্রাণটা গ'লে যেত। তবে, রাগ ক'র না দেবি, এখন চোখ দুটো বড় জড়িয়ে আসছে।

অম্বা। অন্যায় করেছি সই, তোকে ধ'রে রেখে। সকলেই বুঝতে পারছি, অপেক্ষায় ঘুমিয়ে পড়েছে—তুইও যা।

চম্পা। আর তুমি?

অম্বা। আর একটু জাগি না।

চম্পা। তোমার খেয়াল।

অম্বা। তুই কি মনে করছিস্ কেউ আসবে না? বুঝতে পারছিস্ না, সেই কুৎসিতটা আসবে।

চম্পা। কে—রাজা?

অম্বা। নইলে এ কি? কোশলের যুবরাজ নগরে এলো—যে যেখানে স্ত্রী পুরুষ আছে উৎসবে যোগ দিয়েছে। আর উৎসবের রাণী—আমি এই নির্জন দেশে শূন্যতার সঙ্গে আমোদ করতে এসেছি। বুঝতে পারছিস্ না এ প্রতারণা। সে বৃদ্ধ আমার লোভ ত্যাগ করতে পারেনি।

চম্পা। না—না।

অম্বা। না কেন, নিশ্চয়।

চম্পা। না, না, —তুমিও চলে এসো।

অম্বা। তবে কি জানিস্, আমি নিত্য সধবা। আর এটা সিদ্ধার্থের পরিত্যক্ত বিলাস-ভবন। এর ঘরে ঘরে বাসনা-তরঙ্গ বেঁধে রেখে, পূর্ণ বৈরাগ্য অঙ্গে মেখে নরশ্রেষ্ঠ চলে গেছে। এখানে যে আসবে সেই হবে আমার মধুর! (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া হাস্য)

চম্পা। তাইত দেবি, যা বললে তাই ঠিক। (চলিয়া যাইতে অম্বার ইঙ্গিত) আমরণ! সত্য সত্যই এ ছার জীবনটার উপর ঘৃণা হচ্ছে।

[প্রস্থান।

ধারকের প্রবেশ

অম্বা। আসুন—আসুন।

ধারক। একি অম্বা, মনমরার মত ঘুরে বেড়াচ্ছ যে?

অম্বা। মনের যে খোরাক মিলছে না, কেমন ক'রে সে বাঁচবে!

ধারক। বলিস্ কি গো!

অম্বা। আর বলাবলি কি, এই দেখুন না কেমন সেজে গুজে বেড়াচ্ছি। এতক্ষণ দেখবার লোক ছিল না। ভাগ্যে আপনি এলেন!

ধারক। বলিস্ কি গো!—কুমার?

অম্বা। এই যে আপনিই কুমার। রাজবয়স্যের কি বয়স হয়? আসুন, কাছে আসুন। আপনাকে নিয়েই অবশিষ্ট রাতটা আমোদে কাটিয়ে দিই! দোরের দিকে চাচ্ছেন কি? দোরের ও পাশে অন্ধকার। যা কিছু আলো এখন আপনার কাছে। বসুন—বসুন—রাতটা মিছে যায়, একটা গান শুনুন।

ধারক। বুড়োর সঙ্গে আর রহস্য করেনা অম্বা!

অম্বা। সেকি মশাই আপনি বুড়ো ন'ন এইটে বুঝিয়ে তবে কি আপনার সঙ্গে রহস্য করতে বলেন?

ধারক। রহস্য নয়, সত্য বল অম্বা, কোশল রাজকুমারের সঙ্গে তোমার কি দেখাই হয়নি?

অম্বা। অমন যুবা—অমন সুন্দর রাজপুত্র কপিলবস্তুতে এলো! আলাপ করবার জন্য সেজে গুজে বসে র'ইলুম! না জানি হ'ত সে আলাপ কতই মধুর! মনে হ'ল কেউ কারও কাছ থেকে আমরা যেন চোখ ফেরাতে পারছিনা। আপনাদের তা দেখা সহ্য হ'লনা। ভাবলুম আরও না জানি কত বেশি মধুরের সঙ্গে মেশামেশি করতে আমাকে এখানে নিয়ে এলেন। ওমা, এসে দেখি সে আপনি! লজ্জা কি? বসুন। বৃদ্ধ তরুণীর মিলন দেখতেই এ চাঁদিনী রাত্রি এসেছে। নবীন বসন্তই আজ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফেলে বৃদ্ধ হয়ে গেল?

ধারক। তাইত অম্বা, আমিত ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছিনা। যার

বিলাস সম্ভোগের জন্ত এই চরম আয়োজন—কপিলবস্তুর প্রাণ পুষ্প অম্বা—সেই নেই ?

অম্বা। বুঝতে পারছেন না ? কপিলবস্তুর রাজপুরুষ আজকাল এত বোকা হয়েছে ? বেশ আপনার বয়স্তকে নিয়ে আস্থন।

ধারক। আমার বয়স্ত ?

অম্বা। তিনি বড় বুদ্ধিমান—এলেই বুঝতে পারবেন।

ধারক। আমার বয়স্ত—কাকে উদ্দেশ ক'রে বলছ অম্বা ?

অম্বা। ও ! বলতে ভুল হয়ে গেছে—আপনি তার বয়স্ত।

ধারক। কে—রাজা ?

অম্বা। তাকে নিয়ে আস্থন !

ধারক। তিনি কোথায় ?

অম্বা। আহা, বেচারি বাইরে দাঁড়িয়ে বড়ই কষ্ট পাচ্ছেন !

ধারক। এ তুমি কি বলছ ?

অম্বা। আঃ ! বোকা হওয়াটা বড়ই অন্যায় রকমের অভ্যাস ক'রে ফেলেছেন। নিয়ে আস্থন—দোষ কি ? আমার চোখে আজ সব স্থন্দর লাগছে। আপনারই মুখে যখন ফিরতে দেখছি যৌবনের রেখা, তখনত তাঁর নব যৌবন।

ধারক। তুমি কি মনে করেছ, এ আমার প্রতারণা ? (অম্বা অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল) না অম্বা, না মা—আমি তোমাকে প্রতারণা করতে আসিনি —ঈশ্বরের নামে শপথ করছি—

অম্বা। (ধারকের পদতলে পড়িল) আর আমি কপিলবস্তুতে ফিরব না।

ধারক। ফিরতে হবে, না। রাজা তোমাকে এই অনুপিয় প্রাসাদ উপহার দিয়েছেন। শাক্যকুল আজ বিপন্ন।

অম্বা। বিপন্ন ?

ধারক। যদি তুমি মুক্ত করতে পার এই অম্লুপিয় প্রদেশ—এই দেবতা-বাঞ্ছিত উপত্যকাও তোমার।

অম্বা। আমিত কিছুই বুঝতে পারছিনা।

ধারক। এখানেত বলতে পারব না মা। কেউ শুনতে পেলে সর্ব্বনাশ হবে। কোন একটা অতি নির্জন—অতি নির্জন স্থান—কেননা বলতে সময় লাগবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

অম্লুপিয় প্রদেশ

পথ

উপালি

উপালি। গুরুম প্রহার খেয়ে যা যৎকিঞ্চিৎ লাভ হয়েছিল সে লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়েছিল আরকি। ওরে বাবা একেবারে বাঘের মুখে পড়েছিলুম।

পশ্চাৎ হইতে বিদুরথের প্রবেশ

বিদু। আমাকে দেখে পালিয়ে এলি কেন উপালি ?

(উপালির ভীতি প্রদর্শন বিদুরথের ধারণ)

ভয় কিরে।

উপালি। প্রভু। প্রভু।

বিদু। এখানে আমাকে তোর কিসের ভয়? কোশলে তোকে দেখতে পেলে কেটে ফেলব বলেছি। এস্থান ত কোশল নয়। আমাকে কখন মিথ্যা কইতে দেখেছিস্?

উপালি। না প্রভু সত্যের মুর্ত্তি তুমি।

বিদু। তবে? সত্যে তোর বিশ্বাস নেই তুই কেন এ আবরণ নিয়েছিস্? এই একটু আগে আর একজন সন্ন্যাসী দেখলুম তারও সত্যে বিশ্বাস নেই। শুধু তাই নয় ভেতরে প্রচণ্ড লোভ, কিন্তু, সেটা নিজেকেও শোনাতে যেন ভয় পাচ্ছে। নে, ভয় কি—বোস্।

উপালি। আর তোমাকে ভয় নেই প্রভু। চল কোশলে চল।

বিদু। সেখানে তোকে দেখলে যে আমি কেটে ফেলব।

উপালি। আমাকে এখনি কেটে ফেল।

বিদুরথ। কেনরে?

উপালি। আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।

বিদু। তুই কি জেনে শুনে আমার মাথার মণি কেটে দিয়েছিলি?

উপালি। কেটে ফেল প্রভু, দয়া করে আমাকে কেটে ফেল।

বিদু। বুঝতে পেরেছি অর্থের প্রলোভনে তুই একাজ করেছিস্।

উপালি। এত অর্থ-লোভ সম্বরণ কর্ত্তে পারিনি। মা উপদেশ দিলে, স্ত্রী পাগল করে তুল্লে।

বিদু। টাকা পেয়েছিস্?

উপালি। পেয়ে তবে কেটেছি।

বিদু। তাইত উপালি? সেই টাকা তোর ভোগ হলনা—আমার জন্য উপালী—কোশলে যাবি?

উপালি। যেতে ইচ্ছা হয় প্রভু, আমার স্ত্রীর সে ভালবাসা আমি কোন মতেই ভুলতে পারছি না। আমাকে ভিন্ন সে আর কিছু জানত না

বিদু। বলিস কিরে? এমন ভালবাসা ?

উপ। আমার শোকে হয়ত এতদিনে সে মরে গেছে, নয় মর মর হয়েছে।

বিদু। যা ভাই তুই কোশলে যা।

উপালি। আর আপনি ?

বিদু। উপালি! পাটরাণীর পুত্রই ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ যুবরাজ। শাক্য-বংশের দৌহিত্র বলে আমি তার জন্মগত অধিকারটা কেড়ে নেব ? যা উপালি তুই কোশলে যা।

উপালি। এর মানে দয়াময় তুমি আর কোশলে যাবেনা।

বিদু। কথার খেলাপ কেমন করে করব উপালি! যেদিন আমার কথার খেলাপ হবে, সেদিন বুঝি এ দেহ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। (উপালি স্তম্ভিতের মত বিদুরথের মুখের পানে চাহিয়া রহিল) দেখ ভেবে দেখ্ তুই যদি কোশলে থাক্‌তে চাস্ আমি যাবনা (উপালি পদতলে পড়িল) পায়ে পড়ে কি হবে, মনের কথা বল।

উপালি। এই দেবতার মাথার মণি কেটে নিয়েছি! ভারতকে কাঙ্গাল করেছি !

বিদু। কি ?

উপালি। তুমি তোমার কোশলে ফিরে যাও।

বিদু। তুমি না গেলেত আমাকে যেতেই হবে।

উপালি। আমি যাবনা

বিদু। স্ত্রী তোর শোকে মরে যাবে।

উপালি। মরুক, আমি যাবনা।

বিদু। এই মর্কট বৈরাগ্য নিয়ে পথে পথে ঘুরবি, লাভ কি হবে?

উপালি। তাইত প্রভু!

বিদু। বেশ একবার দেখে আয় তোর শোকে তারা ম'রল কি বাঁচল।

উপালি। যাব প্রভু?

বিদু। এখনি যাস্‌নে আয়। এইত বুঝতে পারলি কোশলের বাহিরে আমি তোর বন্ধু, ভিতরে যম। নে আয় শীঘ্র ফিরে আমাকে যাতে সংবাদ দিতে পারিস্ তার ব্যাবস্থা করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

উপকের প্রবেশ

উপক। বার বার যখন অনুরোধ করছে তখন কি করি? নিতে ইচ্ছা নেই, সোণা মাটী. মাটী সোণা! কিন্তু না নিলেও ত নিস্তার নেই। যেরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ যুবক সে ত না দিয়ে ছাড়বেনা! এবার নেবনা বললেই হয়ত বলে বসবে কেটে ফেলব। আর বলাও যা, কচাৎ করে মাথাটা কেটে ফেলাও তা। একান্ত জেদ ধরেছে নেওয়াই যাক্। এতেত আমার লোভ নেই। সোণা মাটী,—মাটী সোণা। একলক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা ও বাবা ওই অতটুকুর দাম! একত্র করলে কি রকম দেখায় একবার দেখাই যাক্‌না। লোভ ত নেই একটু টাকা নিয়ে লীলা করতে দোষ কি? সোণা মাটী—মাটী সোণা। একলক্ষ সোণার টাকা একটিপি মাটী। এক জায়গায় জড় ক'রে যত গরীব দুঃখীকে খবর দেবো, তারা সব মুঠো মুঠো সেই টিপি থেকে মাটী তুলে নিয়ে যাবে, আমি দেখে আনন্দ করব। উঃ সেই পাগলটাকে দেখতে পাই তাকে দেখিয়ে দিই ওই মাটীতে লোকের উপকার হয় কিনা? নেওয়াই যাক্—একলক্ষ সুবর্ণ-মুদ্রা

(চমকিয়া) মুদ্রা কি ? মাটী ! সোণা মাটী—মাটী সোণা]।
(বার বার উচ্চারণ)

উপালির প্রবেশ

উপালি। হেঃ হেঃ প্রভু, প্রভু সত্য সত্যই তুমি ?

উপক। কৈরে উপালি ! আয়—আয়—আয়। (উপালির প্রণাম)

উপালি। হেঃ হেঃ—পদধূলি দাও।

উপক। তোকে আমি মেরেছিলুম উপালি ?

উপালি। সে ত একবার পিঠে ঠেক্‌লো কি না ঠেকলো বুঝতে পারিনি।

উপক। অভিমান ক'র না বৎস।

উপালি। বারংবার প্রহার কর প্রভু !

উপক। অভিমান ক'রনা—অতিমান ক'রনা। গুরুর প্রহার—তোমার মঙ্গল হবে।

উপালি। হবে কি আগেই তা হয়ে গেছে। গুরুর মত আদর, উদর পূরে আহার, দক্ষিণা—থলে পূরে টাকা। সর্ব্বশেষে, এ জীবনে আর কখন যা দেখতে পাবনা, মনে করেছিলুম, তাই সেটা এখনও পায়নি, পেতে চলেছি।

উপক। কি ?

উপালি। আপনার দাসী—

উপক। আমার দাসী ! পাষণ্ড গুরুর সঙ্গে তুমি কুৎসিৎ রহস্য করতে এসেছ ? দূর হ'য়ে যা। তোমাকে ত ত্যাগ করেছি, আবার তুমি আসছ কেন উপালী ?

উপালী। হত্তুকির নেশা এখনও যায়নি প্রভু ?

উপক। আবার সেই ধৃষ্টতা—(পদাঘাত)

উপালি। আজ্ঞে এটা যদি তোমার দাস হয় আমার স্ত্রী কি হ'বে?

উপক। ও! ক্ষমা কর্ উপালী তোর গুরুকে। আমি বুঝতে পারিনি।

উপালি। বোঝবার শক্তি বুঝি হারিয়েছ প্রভু। তবে কি তোমাকেই উপলক্ষ্য ক'রে একথা বল্লে?

উপক। কে?

উপালি। কোশলের রাজকুমার, কুমার কেন—যুবরাজ—ভবিষ্যতের সম্রাট।

উপক। (চমকিয়া) কি বললে?

উপালি। তার কাছে অপরাধ ক'রে, তারই ভয়ে আমি দেশত্যাগ করেছিলুম। আজ ভাগ্যবশে দেখা, আমার দুর্দ্দশা দেখে তার দয়া উথ্‌লে উঠ্‌লো। সে করুণার কথা—থাক্।

উপক। ভাঁড়ামি করতে হ'বে না—শিগ্‌গির বল্ কি বল্লে।

উপালি। তা'হলে তুমি! বল্লে, সে বল্লে কি শুনবে? বল্লে—"একটা ভণ্ড সন্ন্যাসিকে দেখলুম—তার সত্যে বিশ্বাস নেই। ভিতরে প্রচণ্ড লোভ, কিন্তু নিজের কাছেও সে কথা বল্‌তে সাহস হচ্ছে না।"

উপক। এতবড় আস্পর্দ্ধা তার—এই কথা আমাকে বলে। আমি লোভী? দাঁড়া উপালি—ক্ষণেক দাঁড়া। এখনি আমি কান ধ'রে তাকে এখানে এনে তোর সুমুখে ক্ষমা চাওয়াচ্ছি। লোভী আমি না সে। লোভী, কামী, ভণ্ড, পশু।

[প্রস্থান।

উপালি। তার সুমুখে বলনা, সুমুখে বলনা, সুমুখে বলনা।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

অমুপিয় প্রদেশ

প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান

নেপথ্যে চিত্রার সঙ্গীত

ওগো আমাব সাধের তুমি মর্ম্মঘরের প্রাণ,
ওগো আমাব প্রাণের হাসি অধর-ঝরা গান,
ওগো আমার আপন-হারা,
নয়ন কোণের অশ্রু ধারা,
ওগো আমার সকল-চোরা সব গোপনের দান।
ওগে আমার সকল দুখেব চিব-অবসান॥

বিদুরথের প্রবেশ

বিদু। সেই কণ্ঠ সেই অদ্ভুত!—(চমকিয়া) করেছি কি? এসে পড়েছি এত দূরে? এতবড় আকর্ষণ? এইত আত্মহারা হয়েছি! একি আকর্ষণ! ওই হাসির রাজত্ব নিয়ে চাঁদ, ওই জগতের সমস্ত স্পন্দন পুষ্পাকারে পরিণত ক'রে তারা, ঘন নিলীমার ওড়নায় দিগন্তের কাহিনী-বওয়া, ওই আকাশ—সব ওই সঙ্গীতের টানে ছুটে আসছে! আর আমি? এইত পাগল হ'তে চলেছি। দাঁড়া এইখানে দাঁড়া বিদুরথ! তবু—তবু—তবু? এই তোর গণ্ডী—এর ওপারে তুই পা দিতে পাবিনি। আমি পাগল হ'ব না। আমি মাতামহকে দেখতে এসেছি, মাতুলকে দেখতে এসেছি, শাক্যকুলের সঙ্গে [illegible] এসেছি পরিচয়—পাগল হ'তে আসিনি। ফিরে চল্ বিদুরথ। (কর্ণে

অঙ্গুলি দিয়া, দাঁড়াইল) নাঃ ! (অঙ্গুলি অপসারণ) বধির হব কেন ? তাহ'লে ত ওই সুরই আমাকে জয় করলে ! [প্রস্থান ।

অম্বা ও ধারক

ধারক । তাইত মা, বুকের ভিতর এত যাতনা লুকিয়ে ওই সব দুর্বৃত্ত শাক্যকুমার গুলোকে নিয়ে তুমি এত উল্লাস দেখিয়েছ !

অম্বা । যাতনা ? পিতা ! তবে শুনুন—আপনাতেই জীবনে প্রথম আজ পিতৃমূর্ত্তি দেখছি । শুনুন পিতা, শুনুন, আত্মরক্ষায় অপারগ আপনার এই কন্যার দেহের উপর সেই নরপশুগুলোর যখন তখন অত্যাচারে শাক্যবংশের ধ্বংস কামনা আমার মনে জেগে উঠেছিল। আর সে ধ্বংস করতুম আমি—আপনার এই অসহায় দুর্ব্বল কন্যা । সেই সব লালসা-জীর্ণ পশু গুলোকে চোখের ইঙ্গিতে মেরে ফেলতুম । যদি না সিদ্ধার্থ এ বংশে জন্মগ্রহণ করতেন ।

ধারক । মা ! তোমার মুখের পিতৃ-সম্বোধন শুনে উল্লাসে বুক ভরে গেল । এ উল্লাস ভেঙে দিয়ো না ।

অম্বা । দেব না পিতা । রাজাকে আমার অসংখ্য প্রণাম জানিয়ে বলবেন, যদি তাকে মুগ্ধ করতে না পারি, আজ আমার রূপ নিয়ে শেষ অভিনয় ।

ধারক । তুমি পারবে, তুমি পারবে । তোমার আজকের এই মুখশ্রী—জানিনা জগতে এ শ্রী আর আছে কি না ।

চম্পার প্রবেশ

চম্পা । দেবি—দেবি !

অম্বা । এসেছে ?

চম্পা। এমন সুন্দর ত কখন দেখিনি !

অম্বা। পদধূলি দিন। আর আমি আপনার সঙ্গে যাব না।

ধারক। তোমার কল্যাণ হ'ক। (অম্বার প্রণাম

[প্রস্থান।

অম্বা। আমার মুখটা আর একবার দেখ্ দেখি সই।

চম্পা। একি রাণী, তোমাকেও ত আর কখন এমনটি দেখিনি। রূপের রোহিণীতে, তার সমস্ত তরঙ্গ নিয়ে নদী রোহিণী যেন প্রবেশ করেছে।

অম্বা। যুবরাজের শয্যার পার্শ্বে আমার শয্যা—পুষ্প রাশিতে ভরিয়ে দে—ভরিয়ে দে।

(উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান)

উপকের প্রবেশ

উপক। লোভী ? আমি লোভী ? বেশ, আমি লোভী। তা হ'লে ঠক্‌বো কেন ? একলক্ষ স্বুবর্ণ-মুদ্রা তার মূল্য। বল্‌লে কে ? ওই ধূর্ত্তই ত। মূল্য যদি তার বেশী হয় ? দশলক্ষ হয় ? মূল্যই যদি নিতে হয় কম নেব কেন ? এক না নিতুম, না নিতুম, চুকে যেতো।—আমার নেওয়া না নেওয়া দুইই যখন সমান। সোণা যখন আমার মাটী, মাটি যখন আমার সোণা। কিন্তু যখন আমি লোভী আমি কড়ায় গণ্ডায় ঠিক দাম বুঝে নেব। (নেপথ্যে সঙ্গীত। উপক চমকিতের মত দাঁড়াইল। সুরে কাণ রাখিয়া ইতস্ততঃ করিল। সঙ্গীত নিস্তব্ধ হইতে বলিল) আহা ! এই—এই গান ! জীবনেত শুনিনি, এ ত মানবীর গান নয় ! সেই নাগকন্যা। কোথায় গাইলে। আর কি গাইবে না ? (কিছুদূর অগ্রসর হইল) একা, না সেই

ছোঁড়াটা সঙ্গে আছে ? যদি সঙ্গে থাকে ? ও বাবা বেটা যেরূপ গোঁয়ার—কাজ কি ? হ'লেই বা নাগ-কন্তা—কামিনী। ওতে কি আছে ? হাড়ের খাঁচা। অস্থি, মাংস, পুঁজ, রক্ত, বসা।

অম্বার প্রবেশ

অম্বা। কি বললে সন্ন্যাসী ?

উপক। (বিপুল বিস্ময়ে চাহিয়া) য়্যাঁ—য়্যাঁ !

অম্বা। আমি হাড়ের খাচা ? অস্থি, মাংস, পুঁজ, রক্ত, বসা ? (উপকের সম্মুখে স্থির নেত্রে দাঁড়াইল। উপক নির্ব্বাক্, অম্বার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল) এ মুখে কোনও শিল্পীর তুলিকার লীলা দেখতে পেলে না ? ধিক্ তোমাকে সন্ন্যাসী, এত কাল বৃথাই সাধন-ভজন করলে ! (প্রস্থানোদ্যত)

উপক। এক—একবার—

অম্বা। দাঁড়িয়ে থাক। বলবার যদি কিছু প্রয়োজন থাকে, এসে শুনবো।

উপক। একবার ফেরো।

(অম্বা ফিরিল। উপক আবার নির্ব্বাক্. তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল)

অম্বা। (করুণার্দ্রভাবে) সংসার থাকে ফিরে যাও। না থাকে, কর গিয়ে সংসার। এ অপক সন্ন্যাসে নিজেকে প্রতারণা ক'রে, লোক সকলকে প্রতারিত ক'রে ধর্ম্মের গ্লানি ক'র না। (প্রস্থানোদ্যত)

উপক। নাগকন্তা ! আর একবার ফেরো।

অম্বা। (ঈষৎ হাসিয়া) কি বল।

উপক। আমার সে বালা ?

অম্বা। তোমার বালা !

উপক। সেই অপূর্ব্ব—অপূর্ব্ব মণি বসানো—

অম্বা। বল—বল সন্ন্যাসী।

উপক। সেই দু'গাছি বালার মধ্যে এক গাছি আমার।

অম্বা। আর এক গাছি ?

উপক। তা জানি না। যুবরাজ বললে তোমার। ব'লে আমার বালাগাছটি কেড়ে নিলে।

অম্বা। তারপর ?

উপক। দু গাছা রাণীই সে জলে নিক্ষেপ করলে।

অম্বা। সে বালা আমি নিলুম জানলে কেমন ক'রে ?

উপক। বালা পরা ঠিক ওই রকম দুটি হাত জলের উপর ভেসে উঠলো।

অম্বা। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তান্বিতার ন্যায় দাঁড়াইয়া) আপনি কি সেই বালা আবার ফিরিয়ে নিতে এসেছেন ?

উপক। তুমি যদি নাও, নেবোনা। তাকে দেবো না।

অম্বা। সেকি শুধুই কেড়ে নিয়েছে ?

উপক। বলেছিল, "এর বিনিময়ে যদি রাজ্য চাও, দেব।" তারপর এক লক্ষ সুবর্ণ-মুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছে। কিন্তু আমি সন্ন্যাসী, রাজ্য কিম্বা সোণা নিয়ে আমি কি করব ?

অম্বা। আমার প্রতি হঠাৎ এমন দয়া কেন হ'ল সন্ন্যাসী ?

উপক। নেওয়ায় দয়া আমার নয়, দয়া তোমার।

অম্বা। এর উত্তর এখন দিতে পারলুম না সন্ন্যাসী—বড় ব্যস্ত—কাল এসো।

[প্রস্থান।

উপক। কাল কখন আসব—কোথায়—কেমন ক'রে ?

[প্রস্থান।

কুহেলির প্রবেশ

গীত

ছিল ব'সে ছিল ব'সে, ছিল সে ব'সে।
হিল্লোলে দুলে, কোথা আছে ভুলে
ঝরা আঁখি মেলে চেয়ে ছিল সে।
দেখা না পেয়ে, চেয়ে চেয়ে চেয়ে,
সুরে দিক ছেয়ে, ওই যেগো ওই যেগো সে—
কোথা যেন চলেছে ভেসে।

সপ্তম দৃশ্য

অনুপিয় প্রাসাদ—বিলাস-কক্ষ

বিদুরথ

(পাশা পাশি রক্ষিত দুইটি শয্যা। একটি অসজ্জিত, অপরটি পুষ্পভূষিত, বিদুরথ অসজ্জিত শয্যায় শুইয়া)

বিদু। ঘুমত হয় না! অথচ দেহ মন জীর্ণ হয়ে পড়েছে। ওটায় শুলে বোধ হয় ঘুমুতে পারি। (উঠিয়া পুষ্প-ভূষিত শয্যার কাছে দাঁড়াইয়া) ওটা একেবারে কঠোর, আর এটা, যেখানে যত কোমল তাই দিয়ে সাজিয়েছে—ফুল—ফুল—হিমদেশ হ'তে সংগ্রহ করা দেবতা-ভোলানো রত্ন-রাশি এ রকমটা কেন করেছে তাতো বুঝতে পারছি না! একি আমার পরীক্ষা? কিসের পরীক্ষা? আর কেনই বা এ পরীক্ষা? আমার সেবা করবার জন্য এ প্রাসাদে একটাও পুরুষ নেই! তার পরিবর্ত্তে কতকগুলো নারী! সৌভাগ্য

সেগুলো সব ঘুমিয়ে পড়েছে। নইলে—থাক্—ভাবতে গেলে মাথা ঠিক রাখতে পারব না। মাতুল কুলের সঙ্গে আগে আলাপ। তার পর ভাববার যদি কিছু থাকে ভাববো। (শয্যা কর দ্বারা স্পর্শ) উঃ! স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে হাত আমার ঘুমিয়ে পড়ছে।—থাক্—পুষ্প আমাকে ঘুম পাড়িয়ে এই শাক্যস্থানে তার জয় ঘোষণা করবে? আমি এই কঠোরকেই আলিঙ্গন করব।

[মুখ নীচু করিয়া প্রথম শয্যায় শয়ন। অতি সন্তর্পণে প্রবিষ্ট হইয়া অম্বা দ্বিতীয় শয্যায় শয়ন করিল। নেপথ্যে মৃদু-সঙ্গীত। বিদুরথ বিরক্তি ভাব দেখাইয়া উঠিয়া বসিল। পুষ্প-শয্যার দিকে চাহিয়াই শিহরিয়া দাঁড়াইল। শয্যার পার্শ্বে গিয়া নিরীক্ষণ করিল। ডাকিল]—পুষ্পরাণী! একবার ওঠ। উঠে বল, এই সকল পুষ্পের সার নিয়ে তুমি কি আপনাকে রচনা করলে? একবার ওঠ—বল। শুনে আমি এস্থান ত্যাগ করব—তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত দেবো না।

অম্বা। (উঠিয়া বসিল)

বিদু। মুখ তোলো। (অম্বা মুখ তুলিতেই সবিস্ময়ে পিছাইয়া) এই বয়সে এত প্রতারণা কোথায় শিখলি?

অম্বা। (শয্যা ত্যাগ করিয়া) কিসের প্রতারণা রাজকুমার?

বিদু। এত নির্লজ্জা? কথা কইতেও সরম হচ্ছে না?

অম্বা। কিসের প্রতারণা রাজকুমার?

বিদু। তুমি কি জান না? এরই মধ্যে এত বিস্মরণ?

অম্বা। আপনি বলুন।

বিদু। নাগকন্যা সেজে এত অভিনয় করলে—এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

অম্বা। এর উত্তর এখন আমি দিতে পারলুম না রাজকুমার!

বিদু। আর তোর উত্তর দিতে হবে না। শোন্—তোকে দেখে যথার্থই আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম। মনে মনে সঙ্কল্প ক'রেছিলুম, তোকে যদি না পাই, এ জীবনে আমি সংসারী হব না। তোর প্রতারণা আমাকে মোহ থেকে রক্ষা করলে।

অম্বা। (মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইল)

বিদু। আর ভাবছ কেন বালা চলে যাও—মনের দুঃখে তোমাকে কটূক্তি করলুম। আমার এ দেহ ধারণের আশ্রয় স্তম্ভ ভেঙে গেল। যাও, আর সুমুখে দাঁড়িয়ো না। অথবা আমিই চলে যাচ্ছি।

অম্বা। একবার দাঁড়ান।—সেই আমি ?

বিদু। এখনও প্রতারণা ? সেই তুমি। সেই মুখ—সেই কণ্ঠস্বর। তবে তখন নাগকন্যা সেজে তোমার ভয়ের অভিনয়। অভিনয়ে দেহকে কাঁপিয়েছ, মুখকে রক্ত-শূন্য করেছ—আর এখন? (মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া) ত্রিভুবনে বুঝি তোমার রূপের তুল্য নেই।

অম্বা। আছে—ওই রোহিণীর জলে ডুবে আছে রাজকুমার !

বিদু। ভাল কথা, সে বালা কোথায় রেখে এলে ?

অম্বা। এর উত্তর এখন দিতে পারি না।

বিদু। তোমার জন্য একটা লোভী ভণ্ড সন্ন্যাসীর কাছে আমি ঋণে আবদ্ধ হয়েছি।

অম্বা। সে আমি দেব।

বিদু। হাঁ—ওইটি ক'র। তোমাতে এখনও যদি নারীত্বের কিছু মর্য্যাদা থাকে, আমাকে প্রতারণার ঋণে আবদ্ধ রেখো না।

অম্বা। আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন রাজকুমার, আমি রাখব না।

বিদু। (কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টি) ওঃ! তুমি কি—

অম্বা। বলুন কুৎসিৎ।

বিদূ। প্রতারণা করলি কেন—অমনি অমনি দেখলেই যে আমি মুগ্ধ হতুম। নাগকন্যা সেজে আমার জীবনের মেরুদণ্ড ভেঙে দিলি!

[দেখিতে দেখিতে সহসা মুখ ফিরাইয়া প্রস্থান।

চম্পার প্রবেশ

চম্পা। কি হ'ল দেবি ?

অম্বা। ওরে পুষ্পরাশি ছড়িয়ে দে—ছড়িয়ে দে—আমার বাসরসজ্জা ভেঙে গেল। ওয়ে, সে মধু-স্পর্শ প্রসাদের জন্য সমস্ত অপ্সরা হাত পেতে দাঁড়িয়েছে। ছড়িয়ে দে—ছড়িয়ে দে।

চম্পা। উল্লাস না বিষাদ ?

অম্বা। জীবনের সমস্যা মিটে গেল—বিষাদ কিরে? উল্লাসে পাগল আমি। আমি স্থলে, আমি জলে—আমাকে অন্তরীক্ষে তুলে দে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অমুপিয়-প্রাসাদ—উদ্যানাংশ।

উপক

উপক। একি দেখলুম! নিতে এলুম সোণা মাটি, প্রাণহীন। কিন্তু দেখলুম কি? একটা গলিত কাঞ্চনধারা ঢেউ খেল্‌তে খেল্‌তে আমার সুমুখ দিয়ে চলে গেল। সমস্ত স্রোতটা যেন একটা প্রাণে গাঁথা। সে আবার কথা কইলে। বললে—"বিশ্ব-শিল্পীর তুলির লীলা এ যুগে দেখতে পেলে না?" সোণা সোণা ক'রে কি সত্য সত্যই ক্ষেপে গেলুম। তাই সোণা মূর্ত্তি ধ'রে আমাকে তামাসা ক'রে গেল! (মস্তকে নানা ভাবে কর-স্পর্শ)—নাঃ ও মরা সোণা। মাটি সোণা নেওয়া হবে না—কিছুতেই না। কি আমি লোভী! সোণা মাটি, মাটি সোণা, (বার বার উচ্চারণ) ফের্ উপক ফের্! কিসের লোভ! তোকে ফিরতেই হ'বে। পা চ'লা, তোকে চল্‌তেই হ'বে। কিন্তু যদি সে চলন্ত সোণা আবার আসে। আস্‌বে সে ত বলেছে।

অম্বার প্রবেশ

অম্বা। সন্ন্যাসী!

উপক। অাঁ! (শশব্যস্তে ফিরিয়া অম্বার মুখের পানে চাহিল)

অম্বা। যুবরাজ তোমাকে কত অর্থ দিতে চেয়েছেন—বলেছিলে? শীঘ্র বল—আমি এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারবো না। বল অভাগ্য সন্ন্যাসী, এ মুখ দেখে জীবনের সমস্ত সাধন ব্যর্থ ক'র না। (মুখ ফিরাইল) তবে আমার আর অপরাধ নেই—আমি চললুম। দিতে এসেছিলুম—এই দেখ ফিরিয়ে নিয়ে যাই। নেবে না? (দুই পা চলিল)

উপক। এক—লক্ষ—সুবর্ণ—মুদ্রা!

অম্বা। এই নাও সন্ন্যাসী। যুবরাজকে ঋণ-মুক্ত কর। এর মূল্য কত জানিনা। তবে এটা জানি এক লক্ষের কম নয়। এক লক্ষ হতে পারে, দশ লক্ষ হতে পারে, বিশ লক্ষ হ'তে পারে। শাক্য-রাজকোষের যত সব অমূল্য-রত্ন এই হাড়ের খাঁচায় আশ্রয় করে-ছিল—এই নাও। (স্তম্ভিত উপকের হস্তে রত্নাধার দিয়া ত্বরিত-গতিতে চলিল)

উপক। নাগকন্যা!

অম্বা। নাগকন্যা নই।

উপক। দেবি!

অম্বা। দেবী নই।

উপক। নিশ্চয় তুমি দেবী।

অম্বা। উপর দিকে চেয়োনা সন্ন্যাসী, যত পার নীচ কল্পনা কর। আমি পতিতা।

উপক। তোমার অলঙ্কার—

অম্বা। কি বলবার শীঘ্র বলুন, আমি আর বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারব না।

উপক। আমি নেবোনা।

অম্বা। বেশ, নিক্ষেপ করুন—আমিও দত্ত সামগ্রী আর ফিরিয়ে নেবো না।

উপক। দেবি!—

অম্বা। কি আপদ! আর কি আপনার বলবার আছে—(উপকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি) আপনি কি আমাকে পেতে চান?

উপক। স্বর্গ তা হ'লে হাত বাড়িয়ে পাই।

অম্বা। ছি-ছি! আমি পতিতা বটে—কিন্তু তোমার পতনের তুলনা নেই।

উপক। তিরস্কার ক'রনা। আমি আত্মহারা।

অম্বা। না প্রভু, আর তোমাকে তিরস্কার করব না। (প্রস্থানোদ্যত) তুমি তিরস্কারের পারে গিয়েছ!

উপক। ফেলে যেয়োনা।

অম্বা। সঙ্গে যাবে?

উপক। ছায়ার ন্যায়।

অম্বা। যেখানে যাব?

উপক। স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল।

অম্বা। অতদূর যেতে হবে না। যদি রোহিণী-গর্ভে-প্রবেশ করি?

উপক। বেশ যাব।

অম্বা। তবে অলঙ্কার নিক্ষেপ ক'রে আমার সঙ্গে এস।

উপক। (সহাস্যে) তোমার শ্রী-অঙ্গের শোভা!

অম্বা। নিক্ষেপ কর, নিক্ষেপ কর—নতুবা সঙ্গে যেতে দেবো না—(উপক অম্বার দিকে চলিল) সাবধান ভণ্ড! (নিক্ষেপ করিতে গিয়া উপক বিস্মিত নেত্রে রত্ন পরিদর্শন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে অম্বা প্রস্থান করিল। উপক রত্নাধার ভূমিতে রাখিয়া বার বার ইতস্ততঃ করিতে লাগিল)

বিদুরথের প্রবেশ

বিদু। ওরূপ করছ কেন সন্ন্যাসী ? (উপক রত্নাধার তুলিল) বালার মূল্য পেয়েছ ?

উপক। (প্রকৃতিস্থ ভাবে) পেয়েছি।

বিদু। কত ?

উপক। জানি না।

বিদু। আমাকে একবার দেখাতে তোমার সাহস হবে ? (উপক রত্নাধার দেখাইল) —করেছ কি ! একটা পতিতার জীবনের সমস্ত উপার্জন অপহরণ করলে ?

উপক। না,—দিয়েছে।

বিদু। না—দেয়নি। লোভী, ভণ্ড, প্রতারক ! চুরি করেছ। এমন সামগ্রী একটা তুচ্ছ অলঙ্কারের বিনিময়ে নিয়েছ, যা পেলে কোশল-রাজও আপনাকে ভাগ্যবান মনে করে।

[প্রস্থান।

উপক। লোভী, ভণ্ড, প্রতারক ! যুগব্যাপী তপস্যার বিনিময়ে বালা—বালার বিনিময়ে—কোশল রাজের রত্ন-ভাণ্ডারেও যা নেই ! দিলে কে ? তুচ্ছ অর্থের জন্য যার তার কাছে যে দেহ বিক্রয় করে সে। ওরে নিবি ? কে কোথায় আছিস্ নিবি ? রাজার রত্ন ভাণ্ডার নিবি ?

আনন্দের প্রবেশ

(আনন্দ স্থানকে প্রণাম করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল)

উপক। একবার দাঁড়াও।

আনন্দ। (অগ্রসর হইয়া উপককে প্রণাম করিল)

উপক। পূর্ব্বে ও কাকে প্রণাম করলে ভিক্ষু?

আনন্দ। এই স্থানকে।

উপক। স্থানকে!

আনন্দ। গুরুর আদেশ। ভগবান তথাগত যখন সিদ্ধার্থ মূর্ত্তিতে শাক্যবংশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তখন এই স্থান থেকেই তাঁর বৈরাগ্যের প্রারম্ভ।

উপক। আমাকে প্রণাম করলে কেন?

আনন্দ। গুরুর আদেশ। ভগবান তথাগত বলেছেন—"এখানে যাকে দেখতে পাবে তাকেই বৈরাগ্য-মূর্ত্তি জ্ঞানে প্রণাম করবে।"

উপক। আমার হাতে কি দেখছ?

আনন্দ। মনে হচ্ছে বৈরাগ্যের দান।

উপক। যাও। (আনন্দের প্রস্থান) লোভী, ভণ্ড, প্রতারক। কিন্তু এ প্রতারণা কাকে করলুম রাজকুমার! (নিজবক্ষে হস্ত দিয়া) এই এটা কে। নেবে? ওহে ভিক্ষু, নেবে? রাজার রত্ন-ভাণ্ডার—নেবে না? যাও। হে সম্যক্ সম্বুদ্ধ! পাগল ব'লে যে তোমাকে রহস্য করে, দেহ-ব্যবসায়িনী নারীই হচ্ছে তার উপযুক্ত গুরু।—ওরে তোরা নিবি? আয়—কেড়ে নে। পালাসনি—কেড়েনে—কেড়েনে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অনুপিয় প্রাসাদ—অলিন্দ

বিদূরথ

বিদূ। আঃ! রাত্রিটে গেল না ত একটা দুঃস্বপ্নের বোঝা মাথা থেকে নেমে গেল।

শত্রাজিতের প্রবেশ

এস ভাই, শত্রাজিৎ, তোমার প্রতীক্ষায় এক রকম ব্যাকুল ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

শত্রা। আমার প্রতীক্ষায়?

বিদূ। মিছে বলিনি ভাই, একা তোমার কপিলবস্তু যাওয়ায় কিছু-ক্ষণের জন্য আমার মনটা বড়ই অস্থির হয়েছিল।

শত্রা। আমারও আজ বড় সৌভাগ্য বিদূরথ, তুমি আমার চিন্তায় অস্থির হয়েছিলে।

বিদূ। সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না, যা সত্য ঘটেছে তাই বলছি।

শত্রা। অস্থির হবার কারণ?

বিদূ। আমার সম্পর্কে তোমার এখানে আসা। মনে হ'ল পাছে এদের কাছে ঠিক ঠিক মর্য্যাদা না পাও।

শত্রা। তোমার মাতুল-বংশকে এমন হীন মনে করছ কেন বিদূরথ?

বিদূ। হীন মনে করবার জন্য নয় ভাই। ছেলে মানুষের মত অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে একটা কাজ করে ফেলেছিলুম। তোমার সঙ্গে যাওয়া আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ছিল।

শত্রা। সেটা বুঝতে পেরেছ ?

বিদূ। পেরেছি।

শত্রা। কখন বুঝেছিলে ভাই ?

বিদূ। তোমার কপিলবস্তু যাবার কিছুক্ষণ পরেই।

শত্রা। বুঝলে ত গেলে না কেন ? তারা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তোমার অপেক্ষা করেছিল।

বিদূ। তাদের তুমি বুঝিয়ে দিলে না কেন।

শত্রা। কি বোঝাব ?

বিদূ। এ প্রশ্ন তোমার করা উচিত হয় না। শত্রাজিৎ, তুমিত আমার প্রকৃতি জানো।

শত্রা। সে কথা ব'লে তাদের কাছে হাস্যাস্পদ হ'তে ইচ্ছা করিনি। দৌহিত্র এলে, তার সঙ্গে একত্রে পান ভোজন করা এদের কুল-প্রথা সে প্রথা তুমি এসে ভেঙ্গে দিলে। আবালবৃদ্ধবণিতা তোমার আচরণে মর্ম্মাহত হয়েছে।

বিদূ। যাক্, এখন আর অনুশোচনায় ফল নেই। তোমার কথায় বুঝতে পেরেছি, আমার মাতামহ মাতুল তোমার যথেষ্ট সমাদর করেছেন।

শত্রা। যথেষ্ট বললে ভুল হয় ভাই, এরূপ সমাদর আমি নিজের মাতামহ মাতুলের কাছেও পাইনি।

বিদূ। শুনে আমার সকল আক্ষেপ মিটে গেল ভাই। এখন কি করবে ?

শত্রা। কিসের কি করব ?

বিদূ। খাবার।

শত্রা। তুমি কি তোমার মাতামহের গৃহে জল গ্রহণ করবে না ?

বিদু। করতে ত একান্ত ইচ্ছা, কিন্তু সেখানে যে যাবার পথ নিজেই রোধ ক'রে ফেলেছি ভাই !

শত্রা। ওঃ! তোমার সত্যনিষ্ঠা !

বিদু। নিষ্ঠা ঠিক বলতে পারি না ভাই—ওটা একটা আমার খেয়াল। নিষ্ঠা হ'লে যাবার ইচ্ছাও মনে উঠতো না।

শত্রা। সেই জন্যই তোমার সম্বন্ধে তাদের কিছু বলতে পারিনি বিদূরথ ! ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যপতির খেয়াল, কোন কিছু ব'লে শেষে অপ্রস্তুত হব ?

বিদু। ভবিষ্যতের কথা তুমিও জান না, আমিও জানি না শত্রাজিৎ। আর সম্রাট হওয়াটাই যে বিশেষ লোভনীয় বিষয় এটা আমি মনে করি না, যখন শুনলুম, এখানকার যুবরাজ সমস্ত ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হয়েছেন।

শত্রা। বেশ বিদূরথ, বেশ। রহস্য করবার কৌশলও যথেষ্ট শিক্ষা করেছ।

বিদু। যাবে ?

শত্রা। অন্ততঃ আর একটা দিন আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে— এদের সকলের একান্ত অনুরোধ।

বিদু। তবে তুমি থাক।

শত্রা। তুমিইবা যাবার জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? পিতার কাছ থেকে যত দিনের জন্য আমরা বিদায় নিয়েছি, তার ত এখনও অনেক বাকি।

বিদু। আমি কি করব বুঝতে পারছি না।

শত্রা। যদি তোমার মাতামহ তোমাকে সমাদর করতে এখানেই এসে উপস্থিত হন ?

বিদু। তাহ'লে আজকের দিনটে এখানে থেকে যাব ?

শত্রা। আমাকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা—আমি ত এ কথার উত্তর দিতে পারব না। আমি থাকবো বিদুরথ।

(নেপথ্যে কোলাহল)

বিদু। কিসের কোলাহল শত্রাজিৎ।

শত্রা। বোধ হয় শাক্যকুমাররা আসছে। ওই যে তোমার মাতামহও আসছেন। চলে গেলে ওই বৃদ্ধের, মনে কি বেদনারই না সৃষ্টি করতে বিদুরথ।

বিদু। বড়ই মর্য্যাদা রক্ষা হয়ে গেল ভাই। (মাতামহকে অভিবাদন করিবার ভাবে দাঁড়াইল।)

মহা। (নেপথ্যে) কই হে আমার ভাইজি কই ? আমি যে তোমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে এসেছি।

শত্রা। আসুন মাতামহ, আসুন। আপনার দৌহিত্রেরাও আসন পেতে দাঁড়িয়ে আছে।

মহানাম, অনুরুদ্ধ ও শাক্যকুমারগণের প্রবেশ

মহা। ওই কি—ওই কি ভাই শত্রাজিৎ, ওই কি আমার বিদুরথ।

বিদু। মাতামহ ! (অশ্রু মুছিতে মুছিতে প্রণাম করিতে অগ্রসর)

মহা। এস ভাই (চোখ মুছিতে মুছিতে) চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। (গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে) কাছে এস মুখ চুম্বন করি। তুমি যে আমার প্রিয়তমা কন্যা বাসবীর নয়নমণি। কাছে এস ভাই—কাছে এস—বুকে ধরি।

বেগে মুদ্‌গলের প্রবেশ

মুদ্‌। হাঁ হাঁ—প্রণাম করবেন না যুবরাজ, মাতামহকে প্রণাম করবেন

না। (সকলে বিস্মিতের মত দাঁড়াইল) প্রজাবতী গৌতমী দেহত্যাগ করেছেন।

সকলে। কখন—কখন ?

মহা। হায়, হায়, হায়, হায়। মা গৌতমী নেই! যে মা দাদা সিদ্ধার্থকে বুকে করে মানুষ করেছেন, সেই মা গৌতমী নেই!—শাক্যবংশের কল্যাণ-কৌমুদী সত্য সত্যই, কাল-মেঘে গ্রাস করে ফেললে ?

মুদ্। নেই মহারাজ! গত রাত্রে অনোমাতীরে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

বিদু। আমার অদৃষ্ট মাতামহ!

মহা। তা হতভাগা, রাজ্যের মন্ত্রিত্ব করতে চলেছ, ঘটে একটু বুদ্ধি এলো না—একটু অপেক্ষা করতে পারলে না। প্রিয়তমকে বুকে ধরে বুকটা শীতল করতে যাচ্ছিলুম, তোমার তা দেখা সহ্য হ'ল না ?

মুদ্। শাক্য-রাজের মন্ত্রীত অধার্ম্মিক হ'তে পারে না। সে জানে, সে যখন নিজে জেনেছে, তখন রাজাও জেনেছেন। আপনার অশুচি অবস্থায় প্রিয়তমকে বক্ষে ধরলে আপনার বক্ষ শীতল হতে পারে বটে; কিন্তু কুমারের ?

মহা। তা বটে।

মুদ্। আপনিই বলুন রাজকুমার, ভাল করেছি কি মন্দ করেছি ? এ রাজ্যের শুভ কামনা করতে হ'লে কুমারের অমঙ্গল ত প্রার্থনা করি না!

বিদু। ভাল করেছ।

মহা। প্রিয়তম!

বিদু। আর আপনার এখানে মুহূর্ত্ত বিলম্ব করা উচিত নয়, আপনি যখন রাজা আর তিনি রাজমাতা।

মহা। ভাইজিদের নিয়ে এক সঙ্গে আহার করব ব'লে শাক্যকুমারদের নিয়ে এলুম—

বিদু। আমার দুর্ভাগ্য মাতামহ।

শত্রা। বাস্তবিকই তোমার দুর্ভাগ্য ভাই—যখন এরূপ মাতামহের স্নেহ সম্ভোগ তোমার ভাগ্যে ঘটলো না। তোরাম সম্মুখে, এই সকলের সম্মুখে আমি মুক্ত-কণ্ঠে বলছি, শাক্যপুরীতে আমি যে আদর যে স্নেহ পেয়েছি, নিজের মাতুলালয়ে তা পাইনি।

বিদু। নগরে সত্বর ফিরে যান মাতামহ—শোকচিহ্ন ধারণ করুন।

মহা। তা করা ভিন্ন আর উপায় নেই, যেহেতু আমি গোত্রের প্রধান এবং শ্রাদ্ধাধিকারী, তোমরা সকলে আর দাঁড়িওনা। নগরে সংবাদ দাও। এ নগরের শোক, রাজ্যের শোক।

অনু। বাহুর বাঁধনে পরিচয় দেব মনে করেছিলুম, প্রিয়তম!

বিদু। তৎপরিবর্ত্তে স্নেহ-বাক্যের বন্ধন পেলুম মাতুল!

মহা। এমন সুন্দর, এমন মধুর—ছেড়ে যেতে যে পা ওঠে না রে!

বিদু। চলুন মাতামহ, চলুন মাতুল—কিছুদূর আপনাদের অনুগমন করি।

মহা। প্রয়োজন নেই—প্রয়োজন নেই।

অনু। বলাতেই তোমার অনুগমন হয়েছে বৎস!

[বিদুরথ ও শত্রাজিৎ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিদু। এবারে কি করবে শত্রাজিৎ?

শত্রা। যেতে হবে, আর কি করব? অশুচি অন্নত আর গ্রহণ করতে পারব না।

বিদু। তবে প্রস্তুত হও।

শত্রা। এখনি প্রস্তুত।

তৃতীয় দৃশ্য

নদীতীর

অম্বা

(নদীজলের দিকে চাহিয়া)

অম্বা। দেখা পেলুম না, না দেখা দিলি না? শুনতে পেলি না, না শুনলি না? কইতে পারলি না, না কইলি না? যাক্, ফিরব না যখন প্রতিজ্ঞা করেছি; তখন আর ফিরবো না। সত্যবাদী যখন বলেছে, তখন নিশ্চয়ই আমি জলে আছি। সে আমার প্রতিবিম্ব —আমার ছবি, অথবা আমি তার? জানতে ত পারলুম না! তরঙ্গ ছবি গুঁড়িয়ে দিলে—আমার মুখের সুমুখে সে মুখ বার করতে পারলে না। ওরে আমার জলের ভিতরের আমি কথা ক'।— একি জ্যোতির্ম্ময়, একি অপরূপ!

বুদ্ধের প্রবেশ

বুদ্ধ। নদীজলের উপর মুখ রেখে কার সঙ্গে কথা কইছিলে মা? (অম্বা ছুটিয়া বুদ্ধের পদতলে পড়িল) ওঠ মা, ওঠ তোমার সমস্ত পাপ-রাশি অনুতাপের অশ্রুর ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এসে আমার পায়ে পড়েছে তুমি আজ পাপমুক্ত।

অম্বা। তাইত করুণাময়, আমার যে পাপের সংখ্যা ছিল না।

বুদ্ধ। তারা তথাগতের চরণ স্পর্শ করেছে। সমস্ত জগতের বিষ যদি ক্ষীরোদ সাগরে পড়ে তারা সাগরে মিশে অমৃত হয়। যারা তোমাকে পাগলের মত করে তথাগতের চরণে নিক্ষেপ করেছে তাদের পাপ বলছ কেন মা—তারাই তোমার প্রকৃত বন্ধু। (অম্বা

কথা কহিতে গিয়া অতি উল্লাসে অশক্ত হইল। নত-জানু করজোড়ে বুদ্ধের মুখের পানে চাহিয়া রহিল) নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে ব্যাকুল হয়েছিলে কেন মা ?

অম্বা। হে করুণাময় তথাগত, এক সত্যনিষ্ঠ রাজকুমারের কথায়।

বুদ্ধ। দেখতে এসে দিক ঠিক করতে পারনি মা! তোমার প্রতি-বিম্বকে অন্বেষণ করছ কেন? তুমি হাসলে সে হাসবে, তুমি মুখ মলিন করলে সেও মুখ মলিন করবে—কিন্তু যেই তুমি কথা কবে সে মুখ নেড়ে তোমাকে বিদ্রূপ করবে,—কথার অভিনয় দেখাবে—কইবে না। তুমি যার প্রতিবিম্ব, মা তাকেই শুধু অন্বেষণ কর। তুমি তার সঙ্গে যখন কথা কইবে, কথায় শত আশ্বাস বেঁধে সে তোমার উত্তর দেবে। তুমি যখন তাকে গান শোনাবে, শতঝঙ্কারে সেও তোমাকে গান শুনিয়ে দেবে। ঝঙ্কার—ঝঙ্কার! নীরব-নিস্তব্ধ-নির্ব্বাণ —কিন্তু মা সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ, তারা—এক কথায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড—সেই সুর শোনবার জন্য সৃষ্টিকাল থেকে আজিও পর্য্যন্ত পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে করছ কেমন ক'রে পাবে? ওই সদাচঞ্চল রোহিণীর জলে যে তরঙ্গ, তার কোটি-গুণ তরঙ্গ নিত্য উঠছে চিত্তহ্রদে। বাসনার বাতাস তুলছে সেই তরঙ্গ। রোহিণীর জলে ওই সামান্য তরঙ্গের জন্যই যখন তুমি নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেলেনা তখন অত তরঙ্গের বাধা অতিক্রম করে কেমন ক'রে তুমি নিজের স্বরূপ দেখবে?

অম্বা।　　গীত

দেখিতে পেয়েছি পেয়েছি হে—
আমি ধরেছি ধরেছি ধরেছি।

বুদ্ধ। ভাগ্যবতী যাও—পশ্চাতে আর নিরীক্ষণ ক'রনা। নিকটে শ্রাবস্তী-বিহার—সেইখানে—

আনন্দের প্রবেশ

এসো আনন্দ, এসো। মলিনতা মেখোনা তোমায়ও চির-প্রফুল্ল মুখে। শাক্যকুলের সমস্ত পাপ এই ক্ষুদ্র তটিনীর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে, আজ সিন্ধুজলে প্রবেশ ক'রেছে। বল অম্বা, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।

অম্বা। (পুনরুক্তি করিল)

বুদ্ধ। যাও আনন্দ, মহাপ্রজাবতী গৌতমীর করুণার আবরণে মাকে রেখে এস। তাঁর আসনের পার্শ্বে একে স্থান দাও।

[বুদ্ধের প্রস্থান।

আনন্দ। মা প্রণাম করতে সন্তানকে অধিকার দাও।

অম্বা। একি বলছেন সন্ন্যাসী ?

আনন্দ। সন্তানকে স্নেহের সম্বোধন কর মা ! তোমার মতন ভাগ্য এ ভিক্ষু ভিক্ষুণীর সঙ্ঘে আর কারও হয়েছিল কিনা জানিনা। ভগবানের আদেশে মুহূর্ত্তের জন্য আমি তাঁর সঙ্গ ছেড়ে গিয়েছি। এরই মধ্যে কখন তুমি এলে, তাঁকে দেখলে, আর দেবতারও দুষ্প্রাপ্য রত্ন অর্হত্ব লাভ করলে। যা লাভ করতে তথাগতের চরণ প্রান্তে ব'সে এখনও পর্য্যন্ত কত ভিক্ষু কত কাল ধ'রে কঠোর তপস্যা করছে। আজ এক মুহূর্ত্তে তুমি কিনা মহাপ্রজাবতী গৌতমীর আসনের পার্শ্বে স্থানলাভ করলে !

অম্বা। এ প্রশ্ন আমাকে করছ কেন আনন্দ—কর সেই অহেতুক কৃপানিধিকে।

আনন্দ। (প্রণাম করিতে গিয়া সহসা বিস্মিত নেত্রে নদীর পানে চাহিয়াই বলিল) এ কি !

অম্বা। চলে চল আনন্দ ! (চক্ষু হস্তাবৃত করিল)

(নদীগর্ভ হইতে চিত্রার উত্থান)

আনন্দ। একি ! স্থলে তুমি—জলে তুমি ?

অম্বা। চলে চল আনন্দ—

আনন্দ। কে তুমি মা ?

অম্বা। মূর্খ সন্ন্যাসী ! অহেতুক কৃপানিধির দান মমতায় তুমি কেড়ে নিয়োনা। চলে চল—চলে চল।

চিত্রা। ওগো, একবার ফিরে চাও।

অম্বা। তবে তুমি থাক আনন্দ—আমার যাবার পথ ছেড়ে দাও।

আনন্দ। পুত্রের অপরাধ ক্ষমা কর মা—চল। [উভয়ের প্রস্থান।

চিত্রা। একবার চাইলে না ? ওগো তুমি আমার ছবি ! একটা মরম কথা—শুনে যাও গো শুনে যাও।

নাগপতির আবির্ভাব

নাগ। (চিত্রার কেশ ধরিয়া) এই যে শুনে যাচ্ছে ! অভাগিনী কন্যা এমন সর্ব্বনাশ করেছিস্ ! এমন প্রাণীকে ভালবেসেছিস্, যার সঙ্গে তোর মিলন হবার কোনও উপায় নেই ? তুই যার ঘরে গেলে মরে যাবি, যে তোর ঘরে এলে মরে যাবে ! নে চল্ তোকে সাগরে নিক্ষেপ করি, দেখি তোর রূপের ছবি সেখানে কেমন ক'রে ভেসে ওঠে। চল্

(চিত্রাকে লইয়া জল মধ্যে অন্তর্দ্ধান)

বিদূরথের প্রবেশ

বিদূ। ওইত দেখলুম, স্পষ্ট দেখলুম—কে যেন তাকে ধ'রে জলের ভিতরে নিয়ে গেল ! কই, আর ত সে ভাসলো না। মানুষ কি এতক্ষণ জলের ভিতর ডুবে থাকতে পারে ?

শত্রাজিতের প্রবেশ

শত্রা। কি বিপদ্, পথ ছেড়ে আবার তুমি এখানে এলে কেন ?

বিদূ। ভাই, কিছুক্ষণের জন্য আমার অপেক্ষা করতে পারবে ?

শত্রা। কতক্ষণের জন্য ?

বিদূ। আমি একবার অনুপিয় প্রাসাদে ফিরে যাব।

শত্রা। ফিরতে কত দেরি হবে ?

বিদূ। তা ঠিক বলতে পারছি না।

শত্রা। অর্থাৎ, সমস্ত দিন হয়ত তোমার অপেক্ষায় দাঁড়াতে পারি। একদিন পারি, একমাস পারি—কেমন ?

বিদূ। যাও ভাই আমার অপেক্ষায় তোমাকে থাকতে হবে না।

শত্রা। নিশ্চিন্ত করলে বিদূরথ।

[শত্রাজিতের প্রস্থান।

বিদূ। কই, আরত তার অস্তিত্বের কোন চিহ্ন দেখতে পাচ্ছিনা। এ সংশয়ের মীমাংসা না ক'রে দেশে ফেরা যে অসম্ভব হয়ে পড়ল ! আমার কঠোর বাক্যে কি সে জলে ডুবে আত্মহত্যা করলে ?

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

অনুপ্রিয় প্রাসাদ—অলিন্দ

দাসীগণ

(ঝাড়ু ও কলস লইয়া)

১ম, দা। বেশ ক'রে ধুয়ে ফেল্। ঘরের কোথায় কি সকড়ি ফেলেছে তার ঠিক কি। হাঁ হাঁ—ও কোন গলি কিছু বাদ দিস্‌নি। এক পুকুর দুধ—যত পারিস ঢাল্—ভাবনা কি!

বিদুরথের প্রবেশ

বিদু। হাঁ বাছা, তোমরা দুধ দিয়ে এ বাড়ী এমন ক'রে ধুচ্ছ কেন?

১ম, দা। শোননি কাল কোশলের রাজপুত্র এসেছিল?

বিদু। তার সঙ্গে এ দুধের সম্পর্ক কি?

১ম, দা। সে হচ্ছে, আমাদের রাজার দাসীর বেটির ছেলে। সে এখানে রাত্তিরে ছিল—খেয়েছে, আমোদ করেছে, কোথায় কি পানের পিচ, থুথু সকড়ি ফেলেছে, তাই রাজার হুকুম হয়েছে সমস্ত বাড়ী দুধ দিয়ে ধুয়ে ফেলতে।

ধারকের প্রবেশ

ধারক। কি রে তোদের এখনও পরিষ্কার করা হ'লনা? (বিদুরথকে দেখিয়া সবিস্ময়ে) হ্যাঁ যুবরাজ! আপনি যাননি?

বিদু। স্নেহের যবনিকার এইখান থেকেই পতন হ'ক। নরাধম, প্রতারক, চোর, চণ্ডাল—(ধারককে ধারণ) থাক্ বৃদ্ধহত্যায় বাহর

শক্তি ক্ষয় করব না—শোন্ প্রতারকদের প্রতিনিধি ! তোদের রাজাকে গিয়ে বল্, যতদিন না আমি শাক্যবংশ ধ্বংস করতে পারি, ততদিন চোখে নিদ্রা আসতে দেব না। [বিদূরথের প্রস্থান।

[দাসীগণের অস্ফুট রোদন।]

ধারক। ভয় কি ? তোরা যেমন কাজ করছিস্ ক'রে যা'

[দাসীগণের প্রস্থান।

এদিকে দুধ দিয়ে জাত্যভিমানের গা থেকে কলঙ্ক, ওদিকে রক্ত-প্রবাহে শাক্যবংশের অন্তর-বাহিরের আবর্জ্জনা—যাক্, ধুয়ে যাক্ একসঙ্গে ধুয়ে যাক্। ধিক্ আমাকে ! রাজা শুদ্ধোদনের, পরম পবিত্র সিদ্ধার্থের সঙ্গ ক'রেও আমার মোহ ঘুচলো না ! কুমার আচণ্ডালকে সঙ্ঘের আশ্রয় দিয়ে সমস্ত জগৎকে এক ক'রে ফেললেন ; আর এ হতভাগ্য রাজা অভিমানের মত্ততায় দৌহিত্রকে পর ক'রে দিলে ! ধ'রে আমাকে ছেড়ে দিলে কেন—শাক্যবংশের ধ্বংশ দেখার চেয়ে তোমার হাতে মরাই আমার ছিল ভাল।

পঞ্চম দৃশ্য

নগরোপকণ্ঠ—বিশ্রামাগার।

মহানাম, অনুরুদ্ধ ও শাক্য-কুমারগণ

[অনুরুদ্ধ ও শাক্য কুমারগণ পরস্পরের মুখ চাহিয়া হাসিতেছিল]

মহা। আরে পাগল গুলো এখন নয়, এখন নয়—আগে নগরে প্রবেশ কর্।

অনু। আপনি নগরে প্রবেশ করুন—আমরা একটু হেসে নি। হাসতে না পেয়ে আমাদের নাক, মুখ, বুক, পেট—সব আগুন হ'য়ে গেছে।

(সকলের হাস্য)

মহা। যদি রোহিণীর ওপারে—কোনও ট্যাঁকের পাশে এখনও ছোঁড়া বসে থাকে—শুনতে পাবে !

অনু। পারত মাথাটা কেটে ফেলবে ? অষ্ট প্রহর ভয়েই বাবা মারা গেলেন।

মহা। তবু একটু আস্তে হাসতে দোষ কি ? (সকলের হাস্য) তবে হাস্। তোদের বলব কি—আমিই হাসি চেপে রাখতে পারছি না। তাইতরে ! ছোঁড়াটাকে ছুঁতেও হ'ল না !

(মুদ্গলের প্রবেশ)

তাইতরে মুদ্গল, করলি কি—ছোঁড়াটার গায়ে একবার হাত ঠেকাতেও দিলি নি ?

মুদ্। আরও অস্ত্র হাতে ছিল মহারাজ !

মহা। আবার কি—আবার কি ?

অনু। আর শোনবার দরকার কি বাবা, কাজ যখন একটাতেই হয়ে গেছে।

মহা। ভিক্ষুণীদের ভিতরে আর কেউ মরেছে নাকি ?

অনু। রাহুল-জননী—

মহা। তিনিও ম'রেছেন ?

মুদ্। দু'জনে প্রায় এক সময়েই দেহত্যাগ করেছেন।

মহা। তা তাঁরা যা করবার করেছেন, কিন্তু তুমি যা করলে মুদ্গল, এরূপ অদ্ভুত কাজ তোমার বাপও বুঝি করতে পারত না।

মুদ্। এখন নিশ্চিন্ত ত মহারাজ ?

অনু। আর ওকথা তুলে মুখ নষ্ট কর কেন ভাই।

মহা। আর ত ছোঁড়া এদেশে ফিরে আসছে না?

মুদ্। আসে, তখনকার ব্যবস্থা তখন। এখন কিছুকালের মতন ত নিশ্চিন্ত?

মহা। তাতে আর সন্দেহই নেই।

অম্বু। সত্যই কি বাবা, আমাদের অশৌচ হ'ল?

মহা। তুমিও যেমন ক্ষ্যাপা! শ্রেষ্ঠ কুলের বধূ হ'য়ে তারা ভিক্ষুণী হ'য়েছে, যার তার হাতে খেয়েছে, আমরা তাদের অশৌচ নেব?

অম্বু। আঁ! বাঁচলুম। চল ভাই মুদ্গল, আমরা একটু স্ফূর্তি ক'রে আসি।

সকলে। চল—চল (ইত্যাদি শব্দ)

মুদ্। আমাকে এখন আপনার আর কোনও প্রয়োজন নেই মহারাজ?

মহা। একটু অপেক্ষা—একটু অপেক্ষা। অনুপিয় প্রাসাদ দুধ দিয়ে ধুয়ে ফেলতে ধারককে আদেশ করেছি—তার ফিরে আসাটার এক বার অপেক্ষা কর।

চম্পার প্রবেশ

তাই ত, অম্বার কথাটা যে একেবারেই মনে ছিলনা হে। ফিরে—তুই যে একা? অম্বা—অম্বা?

চম্পা। তাকে ত কোথাও দেখতে পাচ্ছি না মহারাজ!

অম্বু। সে কি?

সকলে। সে কি?

মুদ্। অম্বাকে দেখতে পাচ্ছিস্ না কি?

সকলে। অম্বা! অম্বা!

মহা। থামো—থামো—

অমু। নিশ্চয় সেই অন্ত্যজ বেটা তাকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে।

(সকলের হুকার গর্জন ইত্যাদি)

মহা। থামো—থামো—আমাকে বুঝতে দাও।—স্থির হয়ে বুঝিয়ে বল্‌ত রে কি হয়েছে?

চম্পা। রাত্রির শেষ প্রহরে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। জেগে উঠে দেখি প্রধানা নেই।

মুদ্‌। শেষ দেখেছিলি তাকে কোথা?

চম্পা। কুমারের ঘরে।

অমু। তা হ'লেই ঠিক হয়েছে—অন্ত্যজটা নিয়ে গেছে।

চম্পা। কুমারের শয্যার পাশেই তার শয্যা করে দিয়েছিলুম।

সকলে। ওই ঠিক হ'য়ে গেছে। মারো, অন্ত্যজকে কাটো—অমাকে ফিরিয়ে আনো।

মহা। থাম্‌-থাম্‌। হতভাগারা, আমাকে বুঝতে দে।—তারপর?

চম্পা। সমস্ত বাড়ী খুঁজলুম, বাগান খুঁজলুম—কোথাও তাকে দেখতে পেলুম না।

মহা। তার নিজের বাড়ী?

চম্পা। দাস দাসী সবাই আছে কেবল সেই নেই।

সকলে। (দুঃখ, বিয়োগ সূচক-ধ্বনি)

মহা। মুদ্‌গল! কি মনে করছ?

মুদ্‌। আপনি কি মনে করছেন মহারাজ?

মহা। অমাকে সে চুরি করে নিয়ে গেছে!

[illegible]। আর মানে সে চোর আর এ জীবনে এ রাজ্যে ফিরে আসছে না।

[illegible]—হতভাগারা যা হোক করছিল কি? পাকা পাহারাদের

উচ্ছিষ্ট চুরি ক'রে সে অন্ত্যজ পালিয়েছে। পালিয়ে আমাদের চির-কালের মত নিশ্চিন্ত করেছে। উল্লাস কর্—উল্লাস কর্।

অনু। তাইত, বুঝতে পারিনি—ওহে এযে উল্লাস করবারই কথা! উচ্ছিষ্ট-চোর সে—উল্লাস—উল্লাস। (সকলের উল্লাস প্রকাশ)

চম্পা। আমি তাকে খুঁজে আনতে যাব মহারাজ?

মহা। পারবি—পারবি?

চম্পা। পারি না পারি, খুঁজতে দোষ কি? (প্রস্থান)

মুদ্। দোষ কি? স্বা— আনতে পারলে রাজা পুরস্কার দেবেন।

মহা। থাম, থাম, একেবারে উল্লাস নয়, তার জন্য বিষাদও আছে। হতভাগারা শাক্য-ভাণ্ডারে যেখানে যত ধন জমা ছিল, তাই দিয়ে কে তার গা' সাজিয়ে ছিলি!

সকলে। হরিষে বিষাদ। ওঃ! ধনে প্রাণে মেরে গেল। হরিষে বিষাদ।

মহা। হাঁ—এক একবার উল্লাস—আর একবার বুক ধুক্ ধুক্ করে বিষাদ। বিপদ কেটে গেছে—উল্লাস; সর্ব্বস্ব নিয়ে গেছে অবশ্য—বিষাদ।

উপকের প্রবেশ

উপক। কিছু নিয়ে যায় নি—সব ফেলে গেছে। নেবে—রাজা নেবে?

মহা। কে আপনি সন্ন্যাসী?

উপক। সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসী? কই নেবে? (দ্রব্য প্রদর্শন) শাক্য ভাণ্ডারের—এই গুলো—হাড়ের খাঁচা আশ্রয় করেছিল এই গুলো নাও রাজা—নাও। নেবে না? হাত বাড়াবে না? (দ্রব্যগুলি নিক্ষেপ করিয়া মৃত্তিকায় হাত ঘসিতে ঘসিতে) এতদিনে বুঝেছি সোণা মাটি-মাটি সোণা। (হাত শুঁকিয়া মুখ বিকৃত করিয়া আবার ঘসিল) সোণা মাটি—মাটি সোণা।

মহা। তাইত রে—একি! আবারও বৈরাগ্য হ'ল নাকি?

দ্বারকের প্রবেশ

দ্বারক-দ্বারক! অম্বা পালিয়েছে।

দ্বারক। আপনারাও পালিয়ে যান।

মহা। মানে কি? (সকলে এই কথার পুনরুচ্চারণ করিল)

দ্বারক। পালিয়ে, লুকিয়ে ঘন অরণ্যে মুখ ঢেকে বসুন।

মহা। হেঁয়ালি ছেড়ে মানে বল।

দ্বারক। মানে—শাক্যবংশের ধ্বংস-প্রতিজ্ঞা ক'রে চলে গেছে সে।

অনু। কে- অম্বা? (সকলের হাস্য)

মহা। অম্বা নয়—অন্ধ নয়—পণ্ডিতগণ থামো। হঠাৎ এ রকমটা কেন কা'ল হ'লো?

বৃদ্ধ। আমাদের প্রতারণা সে কি বুঝতে পেরেছে?

দ্বারক। পেরেছে বলে পেরেছে! অপমানিতের সে ক্রোধের মূর্ত্তি!— ভাগ্যে পালিয়েছি! আমাকে, বৃদ্ধ দেখে মেরে ফেলতে ফেলতে ছেড়ে দিয়েছে।

মহা। কখন এ ব্যাপারটা হ'ল?

দ্বারক। ডুব দিয়ে বাড়ী ধোয়া হচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ সে ফিরে এলো। এসেই দাসীদের ওরূপ ভাবে ঘর পরিষ্কার করবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে। তার ছদ্মবেশ—দাসীরা তাকে চেনে না; আর আপনারা সকলেই বুদ্ধিমান, তাদের কোনও কথা বলতে নিষেধ করেন নি, সমস্ত রহস্য তারা প্রকাশ করে দিয়েছে।

সকলে। মুর্খগণ!

বৃদ্ধ। মহারাজ! মুর্খের দোষে অত্যন্ত ব্যস্ততায় আমার সমস্ত কৌশল আপনারা ব্যর্থ ক'রে দিলেন।

মহা। এখন ?

মুদ্। এখন আর কি—সকলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'ন।

মহা। কি হে—সকলে প্রস্তুত আছ—মৃত্যুর জন্য ? কহ হে মুদ্গল, কেউ যে আছি বলে না।

অম্বু। কি হবে ? ভয় কি ? সে বেটা আগে রাজাই হ'ক।

মহা। মুদ্গল !

মুদ্। ওই কথাই মহারাজ—আগে সে রাজাই হ'ক সে যদি রাজা হয়, আমাদের সকলের মরাই ভাল।

মহা। তবে ওগুলো কুড়িয়ে নিয়ে এস।

ষষ্ঠ দৃশ্য

কোশল—প্রাসাদ-কক্ষ

প্রসেনজিৎ ও বাসবী

প্রসেন। করছ কি রাণী, দু'দিন ছেলের অদর্শন, তাইতেই যদি তুমি এত কাতর হয়ে পড়লে, ভবিষ্যতে সম্রাট—এরপর যখন সে দিগ্‌বিজয়ে যাবে, তখন তুমি কি করবে ? একবারে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করেছ।—নাও, উঠে এস।—তিন মাস পরে সে ফিরবে বলেছে। তার কথা কখনও বেঠিক হয়নি।

বাসবী। তিনমাস শেষ হ'তে আর কতদিন মহারাজ ?

প্রসেন। আরত শেষ হ'য়ে এলো—আর সপ্তাহ খানেক বাকি আছে।

বাসবী। এখনও এক সপ্তাহ ?

প্রসেন। আরে পাগল! যেতে একমাস আসতে একমাস। প্রথম সে মামার বাড়ী দেখতে গেছে। (বাসবী চমকিল) মাস খানেক তাকে নিয়ে যদি তারা আমোদ প্রমোদই করে ত সেটা কি বেশি সময় হ'ল ? ওকি রাণী, থাকছ, থাকছ—তুমি চমকে উঠছ কেন ?

বাসবী। কি বললেন—একমাস ?

প্রসেন। হাঁ—একমাস। যদি থাকে তাতে দোষ কি ? তাতে অত ব্যাকুল হবার কি আছে। তারা তাকে নিয়ে কত মৃগয়া করবে। মাতামহ-মাতামহী—প্রথম দৌহিত্র গেছে—তাকে কাছে বসিয়ে কত উপাদেয় জিনিষ খাওয়াবে!—আবার!—তুমি কেন এমন করছ ?

বাসবী। বলুন—কি বলছেন বলুন!

প্রসেন। আর বলতে হবে না—ওই তারা আসছে। এসো প্রিয়তমরা এসো। (শত্রাজিতের প্রবেশ) তুমি যে একা আসছ—বিদূরথ ?

শত্রা। আসতে-আসতে, পথের মাঝখান থেকে সে ফিরে গেল।

প্রসেন। কোথায় গেল ?

শত্রা। তা আমাকে বললে না।

প্রসেন। তুমি সঙ্গে গেলে না কেন ?

শত্রা। সঙ্গে ত নিলে না সে। আমাকে অপেক্ষা করতে বললে—কতক্ষণ করব তা বললে না। শেষে বললে, "তুমি আমার অপেক্ষা ক'র না।"

প্রসেন। আর অমনি চলে এলে ?

বাসবী। ওকে, তার দোষে তিরস্কার করা যে অন্যায় মহারাজ!

প্রসেন। তবু একটু অপেক্ষা ক'রে থাকা তোমার কর্ত্তব্য ছিল। সেই

মণি-কাটার পর থেকে মাথাটা সে সব সময় স্থির রাখতে পারে না। যাক্, কেমন দেশ দেখলে ?

শত্রা। চমৎকার ?

প্রসেন। ব্যবহার ?

শত্রা। আরও চমৎকার !

প্রসেন। তুমি ত ছদ্মবেশে গিয়েছিলে হে ?

শত্রা। গোপন থাকেনি মহারাজ !

প্রসেন। বল কি !

শত্রা। কি ক'রে যে তারা আমার পরিচয় জানলে, তা বলতে পারিনি।

বাসবী। বিদুরথ বলেনি ত ?

শত্রা। না। পরিচয় পেয়ে পিতা, তাদের আদর !

প্রসেন। বটে—বটে !

শত্রা। এমন আদর, মিথ্যা বলব কেন পিতা,আমার নিজের মাতুল, মাতামহের কাছেও পাইনি।

প্রসেন। শোন রাণী, শোন। কত বড় মহৎ বংশ! ভগবান তথাগত বেছে বেছে ওই বংশে দেহধারণ করেছেন। তারা মহতের মর্য্যাদা রাখতে জানবে না ত' জানবে কারা ?

বাসবী। 'তা'হলে তোমরা সেখানে আনন্দ পেয়েছ ?

প্রসেন। এতেও আনন্দ পাবেনা ? ওরা কি ভূত ?

শত্রা। আমিত যথেষ্ট পেয়েছি মহারাজ !

প্রসেন। সে ? (ভীতি-বিস্ময়ে বাসবী শত্রাজিতের মুখের পানে চাহিল) চুপ ক'রে রইলে কেন ?

শত্রা। সেটা আমি বলতে পারব না। সে এলে জিজ্ঞাসা করবেন।

(বাসবী চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে দীর্ঘনিশ্বাস দমন করিয়া দাঁড়াইল)

প্রসেন। তুমিই বা বলতে পারবে না কেন? তার কি তারা অসম্মান করেছে?

শত্রা। না পিতা, তারা মহৎ।

প্রসেন। তবে? বিদুরথ কি তাদের প্রতি কিছু অসদ্‌ব্যবহার করেছে?

শত্রা। কি করেছে, না করেছে আমি জানিনা। রোহিণীর এপারে অনুপিয় প্রাসাদে, আমরা স্থান গ্রহণ করি। তখন আমাকে তারা চিনতো না। করলে তারা বিদুরথের যথেষ্ট অভ্যর্থনা। তারপর সন্ধ্যাবেলায়, তার মাতুল ও অন্যান্য শাক্য-কুমার—আমাদের নগরে নিয়ে যাবার জন্য উপস্থিত হ'ল। যেতে যেতে—পিতা, হঠাৎ কি যে তার খেয়াল হ'ল, ব'লে উঠলো, আমি যাবনা।

প্রসেন। সেকি? হঠাৎ এমনটা বললে কেন?

শত্রা। এখনও জানিনা পিতা বললে যাবনা—আর গেলনা। আপনার মর্য্যাদা রাখতে আমাকেই যেতে হ'ল।

প্রসেন। তা বেশ করেছ—সে সেইখানেই রয়ে গেল? (বাসবীর দিকে চাহিয়া) সে কি তবে কপিলবস্তুতে যায়নি? বলনা—যায়নি?

শত্রা। না মহারাজ!

প্রসেন। তোমার এতে কাতর হবার কি আছে বাসবী? তোমার পুত্রের দোষ। সে না যাক তারা ত আসতে পারত শত্রাজিৎ? বিদুরথ তাদের ভাগ্নে বটে, কিন্তু এদিকে সে তাদের সম্রাটের পুত্র—ভবিষ্যৎসম্রাট।

শত্রা। সে রাত্রি তাদের আসবার সম্ভাবনা ছিল না। এসেছিল পরদিন সূর্য্য উঠ্‌তে না উঠতে।

প্রসেন। তাই বল। সে বুদ্ধিহীন হ'তে পারে, তাদের বুদ্ধিহীন হ'লে ত চলবে না।

শত্রা। শাক্যদের কুলপ্রথা—প্রথমাগত দৌহিত্রের সঙ্গে একত্র পান ভোজন করতে হয়। সুতরাং আমাকে সঙ্গে নিয়ে তারা বিদুরথের সঙ্গে একত্র আহার করতে অয়্পিয় প্রাসাদে এসেছিলেন।

প্রসেন। রাজা এসেছিলেন?

শত্রা। রাজা, রাজপুত্র, সমস্ত শাক্যকুমার—সমস্ত প্রধান।

প্রসেন। আহার হ'ল?

শত্রা। না।

প্রসেন। হ'লনা? (বাসবীর চাঞ্চল্য)

শত্রা। রাজা বিদুরথকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছেন, এমন সময় মন্ত্রিপুত্র এসে সংবাদ দিলে—প্রজাবতী গৌতমী দেহত্যাগ করেছেন। (বাসবীর মূর্চ্ছা) চলে যাও শত্রাজিৎ, বিশ্রাম গ্রহণ কর—তুমি ক্লান্ত।

শত্রাজিতের প্রস্থান।

রাণী—রাণী! কাতর হ'য়োনা। প্রজাবতী গৌতমী দেহত্যাগ করেছেন যোগ্য সময়ে—শোক কেন? বাসবী—বাসবী!

বিদুরথের প্রবেশ

বিদু। মা!

প্রসেন। সব শুনেছি বিদুরথ, বিশ্রাম নাও—বিশ্রাম নাও।

বিদু। শীঘ্র ওঠ মা!

প্রসেন। কুলগ্নে যাত্রা—খেদ ক'রনা বৎস—বিশ্রাম নাও।

বিদু। মূর্চ্ছার আবরণে পড়ে থাকলে চলবে না—ওঠ। মা!

প্রসেন। কি বলতে চাও আমাকে বল। (বাসবী উঠিল)

বিদু। পিতা কোশলেশ্বর সম্মুখে, সত্য ক'রে বল, রাজা মহানামের তুমি কে ? বল মা—

বাসবী। তোমার প্রতি আমার পিতা কি যোগ্য ব্যবহার করেন নি ?

প্রসেন। এরূপ মূর্খের মত প্রশ্নে ওঁকে উত্যক্ত করছ কেন বিদুরথ ?

বিদু। প্রশ্ন দিয়ে আমার প্রশ্ন ঢাকতে চেষ্টা ক'রনা।

প্রসেন। কি জানতে চাও স্পষ্ট ক'রে বল। তোমার মা কি শাক্য-রাজের কন্যা নয় ?

বাসবী। কন্যা বই কি রাজা। রাজা মহানাম আমার জন্মদাতা।

বিদু। তোমার মা ?

বাসবী। শুনলে তুমি কি আর আমাকে শ্রদ্ধা করবে না বিদুরথ ?

বিদু। সেকি মা, সেই জন্য তুমি কি আত্মপ্রকাশে ভয় পাচ্ছ ? তুমি চণ্ডাল-কন্যা হ'লেও আমার মা।

প্রসেন। এসব কি কথা ? তুমি কি দাসী-কন্যা বাসবী ?

বাসবী। দাসী-কন্যা রাজা ?

প্রসেন। তোমার মা ?

বিদু। বলনা মা, ভয় কি ? তোমার এতে অপরাধ কি ? অপরাধের মধ্যে পিতার কাছে তোমার এ কথা গোপন রাখা।

বাসবী। ভয়ে বলিনি বৎস !

বিদু। অন্তত: শাক্যস্থানে যাবার পূর্ব্বে গোপনে আমাকে বলতে পারতে! বললে যেতুম না। তা হ'লে মা !—(চোখে হস্ত দিয়া রোদন)

বাসবী। অপরাধ করেছি বাবা! নীচগর্ভের দুর্ব্বলতা—তোমার মাকে ক্ষমা কর বিদুরথ।

(বিদুরথ বাসবীর পদতলে পড়িল)

প্রসেন। তোমার মা কি জাতি বাসবী ?

বাসবী। শবর-কন্যা।

প্রসেন। (দীর্ঘশ্বাস) চণ্ডাল-কন্যার সঙ্গে বেশি কি প্রভেদ ! তোমাকে পরীক্ষা ক'রে আনা হয়েছে ত বাসবী ! রাজা রাজকুমার সকলে তোমাকে নিয়ে এক পংক্তিতে খেয়েছে !

বাসবী। না মহারাজ, কৌশলে আপনার লোকেদের ভুলিয়েছে। ঠিক এই রকমেরই কৌশল—একত্র খাবার ভান দেখিয়েছে।

প্রসেন। বিদূরথ ! ক্ষোভ করনা। তুমি আমার যেমন প্রিয় ছিলে, আজ. তেমনি থাকবে। তোমার মাকেও আমি তেমনিই শ্রদ্ধার চোখে দেখবো। সেই পবিত্র শাক্যবংশের রক্ত ত ওঁর ভিতর আছে !

বিদূ। নীচ প্রতারণায় যাদের সমস্ত ভিতরটা আবর্জ্জনাময়, তারা পবিত্র ?

প্রসেন। ওরূপ কথা বলতে নেই বিদূরথ, বিশেষতঃ যখন শাক্য-সিংহ সে বংশে জন্ম গ্রহণ করেছেন।

বিদূ। যিনিই জন্মগ্রহণ করুন, আমি সে বংশের ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছি।

প্রসেন। বলিস্ কি রে পাগল !

বাসবী। ছি ছি বাবা, ও কথা বলতে নেই। তাঁরা যাই করুন, তবু গুরুজন।

বিদূ। শুধু তাই নয় মা, অভিমানে এমন প্রতিজ্ঞা করে বসেছি যে, প্রতিশোধ শীঘ্র না নিলে আমাকে অন্ধ হ'তে হবে।

প্রসেন। কেমন করে প্রতিশোধ নেবে ?

বিদূ। কেন, প্রতারিত আপনি আমাকে সৈন্য দেবেন।

প্রসেন। এ প্রতিজ্ঞা করতে তোমার দুর্ব্বুদ্ধি এলো কেন?

বিদু। আপনি কি সৈন্য দিতে সাহস করেন না?

প্রসেন। সাহস করব না কেন, দেবো না।

বিদু। বেশ, প্রতিশোধ নেবার আমি অন্য উপায় অবলম্বন করব।

প্রসেন। কি উপায় অবলম্বন করবে?

বিদু। এখনও তা স্থির করতে পারিনি পিতা!

প্রসেন। বার বার এরূপ মূর্খের মত কথা বললে, তোমার যৌবরাজ্যের অধিকার কেড়ে নিতে হয় দেখছি।

বিদু। সম্রাট হয়ে যদি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে না পারি, সম্রাট হওয়া আমি মূল্যহীন মনে করি।

প্রসেন। পুনরায় এরূপ কথা কইলে আমি তোমাকে আমার সাম্রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত করব।

বাসবী। বিদুরথ! বিদুরথ! ক্ষান্ত হও।

বিদু। মা! সত্য আমার সর্ব্বস্ব। আমি এখনি রাজসভায় গিয়ে সমস্ত অমাত্যদের সাক্ষাতে তোমার জন্ম-কাহিনী বলব। তখন উনি আমাকে যুবরাজ রাখতে পারবেন? শাক্যবংশের গর্ব্ব অবলম্বন ক'রেই না উনি আমাকে যুবরাজ করেছেন! শাক্য-বংশের পবিত্রতা লক্ষ্য ক'রেই না প্রজারা কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস করেনি! আমি চুরি ক'রে সাম্রাজ্য নেব মা?

প্রসেন। কেন নেবে? যাতে সাধুতায়ও না নিতে হয় তারও ব্যবস্থা করছি। (উঠিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া অঙ্গুলি দিয়া ইঙ্গিত। শত্রাজিতের প্রবেশ) একে আর এর এই মাকে আমার সাম্রাজ্যের সীমার বাইরে রেখে এস!

শত্রা। কি হয়েছে কিছু বুঝতে পারছি না! তবু পিতা এদের হয়ে আমি ক্ষমা চাচ্ছি।

প্রসেন। তোমার যুবরাজ হবার এই সন্ধিক্ষণ বুঝে উত্তর দাও।

শত্রা। দশ পা নিয়ে যেতে না যেতেই, মমতায় আপনি ওদের ফিরিয়ে আনবেন। লাভের মধ্যে আমাকে ওদের চিরশত্রু করবেন।

প্রসেন। বিশ্বাস কর, আমি প্রতিজ্ঞা করছি ওদের আনব না।

বিদু। মা কি অপরাধ করেছেন পিতা?

প্রসেন। অপরাধ—তোমার মতন বর্ব্বর সন্তানকে গর্ভে ধরেছে। দেখব সত্যনিষ্ঠ--কেমন ক'রে তুমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর।

[প্রস্থান।

বিদু। তাইত মা, তোমার যে বড় অনিষ্ট ক'রে বসলুম!

বাসবী। কিছু না. বরং আমিই তোমার সমূহ অনিষ্ট করেছি বিদুরথ!

বিদু। মা! আমার সঙ্গে ভিক্ষা হবে তোমার উপজীবিকা।

বাসবী। আনন্দের বিষয় হবে সে। দুর্ব্বলচিত্ত সম্রাটের মহিষী না হয়ে, হব চির সত্যনিষ্ঠ ভিখারীর মা—এ আমার বেশী গৌরবের কথা বিদুরথ! অপেক্ষা কর শত্রাজিৎ, আমি এ বসন-ভূষণ সব পরিত্যাগ করে আসি।

[প্রস্থান।

বিদু। আমার জন্যও একটু অপেক্ষা ভাই, আমিও অবস্থার পরিবর্ত্তনের মত বেশের পরিবর্ত্তন করি।

শত্রা। আর, আমি তোমাদের ফিরে আসার দয়ার উপর নির্ভর করে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকি।

বিদু। তুমি কি আমার কথায় বিশ্বাস করতে পারছ না?

শত্রা। কিছু না।

বিদূ। (সক্রোধে শত্রাজিতের হস্ত ধারণ করিল)

শত্রা। যাও।

[বিদূরথের প্রস্থান।

(হস্ত পরীক্ষায় বেদনা প্রকাশ করিতে করিতে শত্রাজিতের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

আশ্রম পথ

বুদ্ধ ও শ্রমণগণ।

বুদ্ধ। বশিষ্ঠ! তুমি আর ভরদ্বাজ—দু'জনেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছ। তোমরা এই যে জাত্যভিমান ত্যাগ ক'রে ভিক্ষু হবার জন্য বিহারে বাস করছ, ব্রাহ্মণগণ তোমাদের নিন্দা করেন না?

বশিষ্ঠ। ভগবন্, তাঁরা আমাদের যথেষ্টই নিন্দা করেন।

বুদ্ধ। কি বলেন?

বশিষ্ঠ। বলেন—"আমরাই একমাত্র শুদ্ধ, পবিত্র, শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মার মুখ থেকে আমরা বেরিয়েছি, সে জন্য আমরাই ব্রহ্মার আত্মীয়--অপর বর্ণ যারা, তারা নয়। আর আমাদের বলে নেড়া-নেড়ী—নীচ-বৃত্তি-জীবী।"

বুদ্ধ। সেই সকল ব্রাহ্মণ পুরাতন ভুলে গেছে—তাই ওইরূপ কথা বলে। অন্য অন্য বর্ণ যে ভাবে উৎপন্ন হয়, ওরাও সেই স্বাভাবিক নিয়মে উৎপন্ন হয়। অহঙ্কার বশে জন্মের ওইরূপ নির্দ্দেশ ক'রে, আর তোমাদের নিন্দা ক'রে তারা কেবল পাপ-সঞ্চয় করে। পৃথিবীতে

বর্ণের চারটে ভাগ আছে সত্য, কিন্তু পাপ-পুণ্যের কাজ অপর বর্ণেও যেমন আছে, ব্রাহ্মণেও তেমনি আছে। চুরিকরা, মিথ্যাবলা, কামসেবা, কর্কশবাক্য, বৃথা বাগাড়ম্বর—প্রভৃতি দোষ অপর বর্ণেও যেমন আছে, ব্রাহ্মণেও তেমনি আছে। আবার ব্রাহ্মণদের ভিতর যে সব সদ্‌গুণ দেখতে পাওয়া যায়, অন্য বর্ণের ভিতরেও তা দেখতে পাওয়া যায়।

বশিষ্ঠ। তাতে আর সন্দেহই নেই প্রভু। ব্রাহ্মণের অনুকরণীয় কত শ্রেষ্ঠ গুণ অন্য বর্ণের ভিতর আছে।

(এই সময়ে উপালি অত্যন্ত ভীতভাবে সঙ্ঘে প্রবেশ করিল ও সকলের অলক্ষ্যে মস্তক অবনত করিয়া বসিল)

বুদ্ধ। তবে তারা বড় ব'লে অভিমান কেন করে বশিষ্ঠ? এ জগতে একমাত্র বড় ধর্ম্ম। যে এই ধর্ম্ম আশ্রয় করেছে, সেই শ্রেষ্ঠ. তা সে যে বর্ণেরই হক—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র, বিশেষতঃ যার জন্মের বন্ধন ছিঁড়ে গেছে, যার চিত্ত জ্ঞানে আলোকিত হয়েছে, সে সকলের শ্রেষ্ঠ—শুধু ইহলোকে নয়, পরলোকে। তোমরা জান, আমি শাক্যকুলে জন্মেছি ?

বশিষ্ঠ। জানি ভগবন্ !

বুদ্ধ। আর এটাও বোধ হয় জানো, শাক্যেরা রাজা প্রসেনজিতের অধীন ?

বশিষ্ঠ। জানি ভগবন্।

বুদ্ধ। শাক্যেরা তার সম্মান করে, একরূপ পুজা করে। কিন্তু সেই প্রসেনজিৎ আমার এখানে এসে ভূলুণ্ঠিত হয়, বন্দনা করে। কেন ? আমি শাক্য ব'লে ? না, আমার শৌর্য্য, বীর্য্য, বংশ-মর্য্যাদা তার চেয়ে বেশী বলে ?

বশিষ্ঠ। না ভগবন্, আপনি সংসারত্যাগী, ধর্ম্ম-সেবী বুদ্ধ ব'লে।

বুদ্ধ। হাঁ ;—ধর্ম্মকেই তিনি পূজা করে থাকেন—আমাকে নয়।

বিদুরথ ও বাসবীর প্রবেশ

বাসবী। কোনও দিকে দৃষ্টি দিয়োনা বৎস! শুধু মাটির দিকে চেয়ে পথ চল। আমি ঠিক তোমার পিছন পিছন যাচ্ছি।

বিদুরথ ও বাসবীর প্রস্থান

বুদ্ধ। কর্ম্মসূত্র, কর্ম্মসূত্র, কর্ম্মসূত্র।—যাও বশিষ্ঠ, যাও তোমরা এই-বারে বিশ্রাম গ্রহণ কর।

[শ্রমণগণ উঠিল।

উপালি। এইবারে বুঝি কর্ম্মসূত্র আমার অদৃষ্টে কাছি হ'ল। দেখতে পেলেইত গেলুম।

(শ্রমণগণ প্রস্থান করিতে উপালির অঙ্গে বশিষ্ঠের চরণ স্পর্শ হইল)

বশিষ্ঠ। কে তুমি ?

বুদ্ধ। তোমরা যাও—আমি কথা কইছি বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠের প্রস্থান) আর তোমার কোনও ভয় নাই ভদ্র। নারীর অহেতুক করুণায় তোমার আজ জীবন রক্ষা হয়ে গেল।

উপালি। হ'ল প্রভু, জীবন রক্ষা হল ? বলুন প্রভু আর একবার বলুন (পদতলে পড়িল) আমার মৃত্যুভয় ঘুচে গেল ? বলুন করুণা-ময়, আমি মৃত্যুভয়ে কাতর হয়েছি।

বুদ্ধ। ওঠ ভাগ্যবান—তোমার মৃত্যুভয় ঘুচে গেল।

উপালি। একি হ'ল! আমি এ রকম ভেবে ত বলিনি! এ আমার কি করলে করুণানিধি ? আমি কি চাইতে কি দিলে ? আমি ওই রাজকুমারের হাতে মরবার ভয়ে আপনার এখানে পালিয়ে

এসেছিলুম, এসে আশ্বাস-বাণীর ভিতর দিয়ে এ আমি কি লাভ করলুম! মৃত্যুভয়? কোথায় মৃত্যু? কে দেয়? অনন্ত প্রাণ যে আমাকে ঘেরে ধরেছে?

বুদ্ধ। ওই রাজকুমারের হাতে তোমার মরণের ভয় ছিল কেন?

উপালি। প্রচণ্ড এক অপরাধ করেছিলুম ভগবন্! তাইতে উনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আমাকে কোশলে দেখলে কেটে ফেলবেন।

বুদ্ধ। নির্ভয়ে এখানে বিচরণ কর ভদ্র! এ শ্রাবস্তী-বিহার শ্রমণের অধিকারে—কোশল-রাজের নয়। অহিংসা এখানে রাজত্ব করে।

(উপালির প্রস্থান।

আনন্দের প্রবেশ

বুদ্ধ। অম্বাকে স্থান দিয়ে এলে আনন্দ?

আনন্দ। হে সুগত দিয়েছিলুম।

বুদ্ধ। তার পর?

আনন্দ। তিনি নিলেন না।

বুদ্ধ। কি বললে?

আনন্দ। প্রথমে একবার প্রজাবতী গৌতমী ও মা গোপার আসনকে প্রণাম করলেন, তার পর সেই আসনের পার্শ্বে ভূম্যাসনে একবার উপবেশন করলেন, তারপর কিছুক্ষণ রোদন করলেন, তারপর সহসা হেসে উঠলেন। উঠেই আসনযুগলকে তিনবার প্রণাম ক'রে, আমাকে বললেন—"হে বুদ্ধ-সেবী, আমাকে এ বিহারের এমন কোন নিভৃত কোণে স্থান দিতে ভগবান তথাগতকে অনুরোধ করুন যাতে বিহারের কোনও ভিক্ষুণী পর্য্যন্ত কদাচ আমার সাক্ষাৎ পায়।

বুদ্ধ। আনন্দ! জানতে তোমার কৌতূহল হয়েছিল না, দেবতারও দুর্লভ অর্হত্ব এ বালিকা আমাকে একবার মাত্র দেখেই কেমন, করে লাভ করলে ?

আনন্দ। এখনও ত কৌতূহল যায়নি ভগবন্।

বুদ্ধ। বৎস! হাজার বৎসরের অন্ধকার-ভরা ঘর দীপালোকে যখন উজ্জ্বল হয়, তখন কি একটু একটু করে হয়, না একবারে হয় ?

আনন্দ। অন্য ভিক্ষু ভিক্ষুণীও ত সর্ব্বদা আপনাকে দেখছে!

বুদ্ধ। তাদের দেখার অর্থ, অল্পে অল্পে তথাগতের রস আস্বাদন করা। আর ওই সহসা ঘুম-ভেঙে-ওঠা বালিকা দৃষ্টি দিয়ে তথাগতকে একবারে গ্রাস করেছে। আনন্দ! ও পূর্ব্বজন্মে সকৃদাগামী ছিল, ছিল ওর একবার মাত্র পৃথিবীতে আসবার প্রয়োজন।

আনন্দ। অর্থাৎ, এই ওঁর শেষ জন্ম ?

বুদ্ধ। ছিল, কিন্তু, তেজস্বিনী তথাগতের প্রতি অনন্ত কৃতজ্ঞতায় দেবতারও দুর্লভ অর্হত্ব লাভ ক'রেও ত্যাগ করলে!

আনন্দ। ত্যাগ করলে ?

বুদ্ধ। এইত তুমিই বললে আনন্দ—মাতা গৌতমীর আসনকে প্রণাম ক'রে সে আসন ছেড়ে উঠে এল। আনন্দ! শুনবে বিচিত্র কথা ? অম্বপালি—অযোনি-সম্ভবা।

আনন্দ। স্ববিস্ময়ে তার এরূপ দুর্দ্দশা কেন হয়েছিল ভগবন্ ?

বুদ্ধ। পূর্ব্ব জন্মেও ছিল সে নারী। নারীত্বের অভিমানে রূপ দিয়ে তথাগতের সেবা করতে তার ইচ্ছা হয়েছিল।

আনন্দ। বুঝেছি। মা স্বেচ্ছায় নিজের দেহ রচনা করেছিলেন।

বুদ্ধ। করেছিলেন—দেবতারও লোভনীয় অপূর্ব্ব রূপ দিয়ে। সেই শিশু-দেহ পড়েছিল কপিলবস্তুর উদ্যানের এক আম্রবৃক্ষ তলে। কিন্ত

অভিমানের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মেরও সৃষ্টি! শাক্যবংশের ভোগ্য হ'ল সেই অপ্সরা-লাঞ্ছিত রূপ।

আনন্দ। তাহ'লে এজন্মে তার মুক্তি হ'ল না?

বুদ্ধ। কই হ'ল আনন্দ! দিলুম মুক্তি—নিলে না। ভিক্ষুণীরে তাকে দেখেছে?

আনন্দ। নিয়ে যেতেই দলে দলে তাঁরা তাঁকে দেখতে এসেছিলেন।

বুদ্ধ। দেখে কে কি করলে?

আনন্দ। অনেকেই কাঁদলে? কেউ হাসলে, কেউ সঙ্কুচিত হ'ল, কারও মুখে অভিমান ফুটে উঠলো। কিন্তু সকলেই বলে উঠলো কি অপূর্ব্ব রূপ!

বুদ্ধ। অনন্ত কৃতজ্ঞতা—আনন্দ! মুক্তি নিলে না। ভিক্ষু ভিক্ষুণীদেরও পূর্ব্বে যে পাপ ছিল না, এমন নয়। কিন্তু ওই বালিকার তুলনায় তা অতি অল্প। তথাগতের আশ্রয় নেবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পাপ ধুয়ে গেছে। যার যতটুকু গেছে; সে ততটুকু তথাগতের কাছে কৃতজ্ঞ। ওর অনন্ত পাপ ধুয়ে গেছে, সুতরাং আনন্দ, ওর কৃতজ্ঞতাও অনন্ত। সঙ্ঘে প্রবেশ করেই সে বুঝতে পারলে ধর্ম্মের আয়ুঃ ক্ষয় হয়েছে। অমনি সে অর্হত্ত্ব থেকে ফিরে দাঁড়ালো। আনন্দ আমি দেখতে পাচ্ছি, যখন পৃথিবীজোড়া অন্ধকার জমাট বেঁধে, পাহাড় হয়ে আমার ক্ষতবিক্ষত ধর্ম্মকায়কে কুক্ষিগত করেছে, তখন ওই বালিকাই ওইরূপই নায়িকা মূর্ত্তিতে সেই পাহাড়ের বুক ভেঙে জগতে ধর্ম্মের পুনরুত্থান ঘোষণা করছে।—

আনন্দ। সে কোথায় হবে করুণাময় সুগত?

(বুদ্ধ অঙ্গুলি দিয়া পশ্চিম দিক নির্দ্দেশ করিলেন। নেপথ্যে সঙ্গীত। বুদ্ধের ইঙ্গিতে আনন্দের প্রস্থান।)

গীত গাহিতে গাহিতে অম্বা ও ভিক্ষুণীদিগের প্রবেশ।

গীত

দিগ্‌বধূ ওই ধরেছে গান—গলায় বিজলী হার।
বুদ্ধ শরণ সঙ্ঘ শরণ ধর্ম্ম শরণ সার॥

নূপুর বাঁধি চরণে,
এসেছে শান্তি-বরণে,
বুদ্ধ বীর শরণে

ভেঙেছেরে মোহ-কারাগার।
বুদ্ধ শরণ ইত্যাদি—
জগত জুড়িয়া পাতিয়া বসেছে সত্য আসন তার।

হিংসা মিথ্যা অনাচার,
অন্ধকার অন্ধকার—

চেয়ে দেখ্ ওই অন্ধকার চলেছে সাগর পার॥

(গীতান্তে অম্বা ব্যতীত ভিক্ষুণীদের প্রস্থান)

বুদ্ধ। যতদিন থাকবে, ততদিন রূপ দিয়েই ধর্ম্মের সেবা কর অম্বা! আমার অনন্ত মুখে অন্নাহারের অভিলাষ জেগেছে। সময় নির্দ্দেশ করব আমি—তুমি স্থান নির্দ্দেশ কর।

অষ্টম দৃশ্য

কপিলবস্তু—প্রাসাদ কক্ষ

মহানাম, অনুরুদ্ধ ও মুদ্গল

মহা। রাজপুরীতে মহোৎসবের আয়োজন কর। এমন সুসংবাদ আর কখন আসেনি।

অনু। কখন আসেনি—আসবে না।

মহা। করছ কি মন্ত্রী, উৎসব—উৎসব।

মুদ্। একটু অপেক্ষা করুন মহারাজ, চরেরা আগে শাক্যস্থান ত্যাগ করুক।

মহা। আরে মূর্খ, তারা যে শত্রাজিতের চর।

অনু। তারাও দেখে যাক্, শত্রাজিতের সৌভাগ্যে আমাদের কি আনন্দ।

মুদ্। রাজনীতি বুঝেও আপনারা বুঝেন্ না—এই আমার দুঃখ।

মহা। খুব বুঝি—তুমি উৎসব কর। এতদিন আমার আহার নিদ্রা ত্যাগ হয়ে গিছল। আজ পেট ভ'রে খাব, রাত ভ'রে ঘুমুবো।

মুদ্। যদি তার মৃত্যু হ'ত—

মহা। সে শত্রাজিৎ বুঝবে, সে ভাবনা তোমার আমার নয়। উৎসব—উৎসব।

দ্বারকের প্রবেশ

দ্বারক! দ্বারক! শুনেছ—শুনেছ?

ধারক। শুনেছি মহারাজ !

মহা। শুনেছ যদি ত মুখখানা অমন প্যাঁচার মতন ক'রে রয়েছ কেন ?

ধারক। সেই সঙ্গে আপনার কন্যাও নির্ব্বাসিত হয়েছে।

মহা। কন্যা কে রে ?

ধারক। বাসবী—মহারাজ !

মহা। ও মুদ্‌গল, এটা বলে কি রে ! এটার বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে গেছে।

অম্বু। ওঁর বুদ্ধি যে গেছে, সেটা সেদিন আমাদের অরণ্য-আশ্রয়ের উপদেশ দেওয়াতেই বুঝতে পেরেছি।

মহা। বাসবী আমার কন্যা, এ কথা মুখ দে' বার করতেও তোমার লজ্জা হ'ল না !

ধারক। তবে তাকে কি বলবেন ?

মহা। এই দেখ—এটা কি পাগলের মত কথা কয় ! উচ্চ জাতির নীচ জাতি গুলোকে একটু আধটু কৃতার্থ করার এক আধটা ফল। কন্যা কি রে ? এ ত সমাজের পোনেরো আনা লোকেই, আদিকাল থেকে করে আসছে। কেউ ফল গুলোকে মাটিতে পড়বার আগেই মেরে ফেলে, কেউ দয়া ক'রে এক আধটা বাঁচিয়ে রাখে। আমি বাঁচিয়ে রেখেছিলুম—করুণা—করুণা। এতে কোও দোষ কেউ ধরে না। যারা করে তারাই আবার নিজের নিজের জাতের অভিমান বজায় রাখতে সকাল বেলায় বড় বড় শাস্ত্র বার করে—তারাই আমার মত বেশি গলায় চীৎকার ক'রে বলে, ছুঁয়োনা—ছুঁয়োনা—ছুঁয়োনা !

মুদ্‌। কিন্তু তার ত কোনও দোষ নেই মহারাজ !

মহা। দোষ নেই ? ও মুদ্‌গল, তুমিও ওই বোকাটার দেখা দেখি বোকা হ'লে ! তারই ত ষোল আনা দোষ।—দেবতাকেও লুকিয়ে

আমোদ তার যে সাক্ষী হয়ে আসে, তার দোষ নয়? ওই গুলোর জন্যেই ত সমাজে ছোঁয়া ছুঁয়ির এত গোলমাল। না হ'লে চারটি পাকা বর্ণ থাকতো—কেউ কারও হাঁড়ী নিয়ে কাড়াকাড়ি করত না।

মুদ্। তবে আর কেন অনুরুদ্ধ, মহারাজের আনন্দে ব্যাঘাত করি।

মহা। উৎসব—উৎসব—নগরময় উৎসব।

[মহানামের প্রস্থান।

নবম দৃশ্য

পথ

বিদুরথ ও বাসবী

বিদু। আর একটু চলতে পারবে না মা?

বাসবী। চলতে ত পারবই না, আর জল খেতে না পেলে বাঁচব না।

বিদু। এখানে শুয়োনা, শুয়োনা মা। শুলে আর উঠতে পারবে না।

বাসবী। আর উঠবার প্রয়োজন কি বাপ্। এ প্রসেনজিতের ও রাজ্য নয়, আর সে হৃদয়-হীন মহানামেরও স্থান নয়।

বিদু। মা, মা! এ কি শব্দ! দিগন্তস্থিত মেঘ-মন্দ্রের মত অবিরাম উত্থিত ঘন-গম্ভীর—একি শব্দ!

বাসবী। জলাশয়—জলাশয়! বিদুরথ জল!

(পাত্র লইয়া বিদুরথের প্রস্থান, বাসবী শয়ন করিল)

বিদুরথ, জল। এখানে মরতে আক্ষেপ ছিল না (পশ্চাৎ

হইতে অম্বা প্রবেশ করিল। নিঃশব্দে বাসবীর কাছে আসিয়া নিরীক্ষণ করিল) বাঁচা শুধু তোমার জন্য। বিদুরথ, জল দাও।

অম্বা। মা. তোমার এক কন্যা আছে এসেছে। (বাসবী মুখ তুলিয়া দেখিল) কন্যা পতিতা। তার হাতের জল খেতে তোমার আপত্তি আছে?

বাসবী। কন্যা—কন্যা। ও মা! আমার মাও ছিল পতিতা।

অম্বা। ফিরে আসছি মা, এখনি ফিরে আসছি।

[প্রস্থান।

বিদু। (নেপথ্যে) সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হ'ল মা! জল নয় বিষ—সরোবর নয়, একটা বিরাট বিষের তরঙ্গভরা অনন্ত-ঘেরা নীলিমা। ধীরে ধীরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর।

বাসবী। তুমি কাছে এস—কাছে এস।

বিদু। (নেপথ্যে), আর কে যাবে? মৃত্যুর বালিশে মাথা দিয়েছি—শুয়েছি।

বাসবী। না, না—এসো—এসো কাছে সর্ব্বস্ব! এলেনা এলেনা?

[মূর্চ্ছিতবৎ পতিত।

পট-পরিবর্ত্তণ

(তরঙ্গের উপর জল পাত্র হস্তে চিত্রা)

সৈকত ভূমিতে মূর্চ্ছিতবৎ পতিত বিদুরথ

চিত্রা। ওগো! আমি যে তোমার কাছে যেতে পারছি না। ওগো তুমি যে অনেক দূরে!

বেগে অম্বার প্রবেশ

অম্বা। এই নাও মা জল।

বাসবী। আমার পুত্রকে আগে বাঁচাও।

অম্বা। তাইত—তাইত! বেঁচেছে মা তোমার পুত্র! তুমি নিশ্চিন্ত হও। (জলপাত্র বাসবী সম্মুখে রাখিয়া জল সমীপে যাইয়া) এস—এস ভয় কি আমার ছবি।

চিত্রা। ওগো দাও—ওগো দাও।

অম্বা। তুমি দাও—এস—আমার কাঁধে ভর দাও। (বিদুরথ সমীপে গিয়া) নিজহাতে দাও আমার ছবি।

চিত্রা। ওগো জল খাও।

বিদু। (মুখ তুলিয়া বিপুল বিস্ময়ে উভয়ের মুখের পানে চাহিল)

অম্বা। আগে খাও—তারপর চাও।

বিদু। আমার মা?

বাসবী। খেয়েছি বিদুরথ, খেয়েছি।

(বিদুরথের জল পান)

নাগপতির জল হইতে উত্থান

নাগপতি। পাপিষ্ঠা! ওদিকেও যখন তোমার মৃত্যু ভিন্ন গতি নেই, যখন তুমি মানুষকে ভালবেসে মরেছ। তখন আমিই তোমাকে কেটে ফেলি। (নিকটে আসিয়া অম্বা ও চিত্রাকে দেখিয়া) এ কি!

অম্বা। (মস্তক অগ্রসর করিয়া) কাটো।

চিত্রা। না বাবা, আমি তোমার কন্যা, আমাকে কাটো।

অম্বা। না বাবা, আমি তোমার কন্যা আমাকে কাটো।

নাগপতি। দূর ছাই, কাউকেও কাটবো না। বিধাতার এ অদ্ভুত লীলা আমার বোধের সীমার পারে চলে গেল। এই নাও যুবক—এ দুটোর যেটা হ'ক একটা, অথবা দু'টোই—তোমাকে দান করলুম। বাঁচে মরে তোমার ভাগ্য, ওদের ভাগ্য, আমার ভাগ্য। আর এই নাও—নাগাস্ত্র উপহার। এর দ্বারা, পৃথিবী জয় করা যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, অনায়াসে পৃথিবী জয় করতে পারবে।

[অস্ত্র দিয়া নাগপতির প্রস্থান।

বিছু। মা!

বাসবী। কাছে এসেছি বাপ্—

বিছু। মৃত্যু আমাদের হয়ে গেছে। এ বুঝি নূতন কাহিনী নিয়ে নূতন জীবনের আরম্ভ।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কোশল—রাজসভা

প্রসেনজিৎ, শত্রাজিৎ, মন্ত্রী ও অমাত্যগণ

প্রসেন। শত্রাজিৎকে যুবরাজ করায় তোমাদের সকলের মত ?

মন্ত্রী। একে পাটরাণীর পুত্র, তায় জ্যেষ্ঠ—সিংহাসনের ন্যায্যাধিকারীই উনি। আপনার ভ্রম আপনি সংশোধন করেছেন, এতে কারও অমত থাকতে পারেনা মহারাজ !

প্রসেন। সুতরাং শত্রাজিৎ, আজ থেকে তোমাকেই ভবিষ্যতের সম্রাট নির্দ্দেশ করলুম।

শত্রা। (অভিবাদন করিয়া) শাক্যবংশও এতে আনন্দ প্রকাশ করবে মহারাজ ? শাক্য-পতি নিজমুখে বলেছেন, শাক্যবংশ কখনও অন্যায় অনুমোদন করে না। আমি ভবিষ্যতে সম্রাট হলে তাঁরা অন্যান্য রাজাদের চেয়ে কম সুখী হবেন না।

প্রসেন। বল না বেশি হবেন।

শত্রা। বোধ হয়। কেননা তাঁদের কথার ভাবে ওইরূপই বুঝেছি।

প্রসেন। আমি তা জানি শত্রাজিৎ।

মন্ত্রী। এ জেনেও আপনি কনিষ্ঠ রাজকুমারকে যুবরাজ করেছিলেন ?

প্রসেন। কেন তারা সুখী হবে জান শত্রাজিৎ ?

শত্রা। কারণ যেমন তাদের মুখে শুনেছি, আপনাকে ত বললুম পিতা !

প্রসেন। কারণ তা নয়। তোমরা কেউ জানো ?

মন্ত্রী। মহারাজ! আমরা আপনার প্রশ্ন শুনে কেবল বিস্মিত হচ্ছি, উত্তর দিতে ত পারছি না!

প্রসেন। শত্রাজিৎকে বঞ্চিত ক'রে বিদুরথকে যুবরাজ করেছিলুম কেন জানো ?

মন্ত্রী। ছোটরাণী এবং তাঁর পুত্রের উপর অত্যন্ত স্নেহে, একথা বললে আপনার ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ সম্রাটের নিন্দা করা হয়!

প্রসেন। ওদিক্ দিয়ে নিন্দা করলে ভুল হবে মন্ত্রী!

মন্ত্রী। শাক্যরাজের দৌহিত্র বলে ?

প্রসেন। ঠিক্! তবে তাকে ত্যাগ করলুম কেন ?

মন্ত্রী। অবশ্য, এমন কোনও অপরাধ আপনার কাছে করেছেন তিনি যা ভৃত্যদের কাছে প্রকাশ করতে আপনি সঙ্কুচিত হয়েছেন!

প্রসেন। কিছু না, সে নিরপরাধ, নিষ্পাপ, দেবশিশু। ভীত হয়োনা শত্রাজিৎ! তোমার পিতা প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করবে না—আর তাকে, অথবা তার সেই একান্ত নিষ্পাপ মাকে শ্রাবস্তীপুরীতে ফিরিয়ে আনবে না!

মন্ত্রী। তাদের নিষ্পাপ জেনেও পরিত্যাগ করেছেন ?

প্রসেন। ছি মন্ত্রী, তোমার মুখ থেকে এ প্রশ্ন শুনতে যে আমার ভাল লাগছে না।—তার প্রতি তার মাতামহ মাতুলের ব্যবহার তোমার কেমন লেগেছিল শত্রাজিৎ ?

শত্রা। খুব ভালই ত লেগেছিল মহারাজ। বরং তাদের প্রতি বিদুরথের আচরণ!—

প্রসেন। থাক, সে আচরণ আমি জানি। তোমার সম্বর্দ্ধনা তারা কিরূপ করেছিল ?

শত্রা। সেত আগেই আপনাকে বলেছি পিতা!

প্রসেন। আবার এদের কাছে বল!

শত্রা। আমার নিজের মাতামহের গৃহেও সেরূপ আদর অভ্যর্থনা পাইনি!

প্রসেন। কিন্তু পাবার সময় একবারও তোমার মনে হয়নি, বিদুরথ সঙ্গে না থাকলে সে আদরের দশাংশও তোমার লাভ হ'তনা!

শত্রা। মনে হবার কারণ কি ছিল মহারাজ?

প্রসেন। কারণ ছিল শত্রাজিৎ। আর একটু বুদ্ধি প্রয়োগ করলে সে কারণ তুমি জানতে পারতে। তারা যে পরিমাণে সেই হতভাগ্য যুবককে প্রতারণা করেছে, তোমাকে সেই পরিমাণ আদর দিয়েছে। তোমরা কেউ অনুমান করতে পারলে না, বিদুরথ আর তার মাকে নির্ব্বাসিত করলুম কেন?

মন্ত্রী। কেউ পার? (সকলে মস্তক নাড়িল) আমিও পারলুম না মহারাজ!

প্রসেন। এটা কি জান শত্রাজিৎ, বিদুরথ যেখানে আহার করেছিল, শাক্যেরা সে স্থান দুধ দিয়ে ধুয়ে দিয়েছে?

শত্রা। ধর্ম্ম সাক্ষী—আমি জানিনা মহারাজ!

মন্ত্রী। ছোটরাণী কি—

প্রসেন। মহানামের দাসী কন্যা।

সকলে। না—না!

প্রসেন। আর না কেন, সত্য। তারা আমাকে, আর আমার সঙ্গে তোমাদের মত সমস্ত বুদ্ধিমান অমাত্যকে প্রতারিত করেছে! কিন্তু ওই নিষ্পাপ সত্যনিষ্ঠ যুবককে পারেনি!

মন্ত্রী। এইবার একটা নিবেদন করব মহারাজ।

প্রসেন। তুমিত জিজ্ঞাসা করবে, আমাদের অপরাধে সে দুটীকে নির্ব্বাসিত করলুম কেন ?

মন্ত্রী। নির্ব্বাসিত করে ভাল করেন নি মহারাজ !

প্রসেন। তোমার মত কি শত্রাজিৎ ?

শত্রা। আপনি অন্যায় করেছেন।

মন্ত্রী। আপনি নিজে গিয়ে তাদের ফিরিয়ে আসুন মহারাজ !

প্রসেন। শত্রাজিৎ।

শত্রা। উনি তাদের ফেরাবার আর উপায় রাখেন নি !

মন্ত্রী। এমন প্রতিজ্ঞা করেছেন !

শত্রা। আর সেটা আমার অপরাধেই করেছেন। আমি পিতাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে তবে তাদের নির্ব্বাসিত করতে পেছি।

প্রসেন। তাদের ফিরিয়ে আনবার কোন উপায় নেই শত্রাজিৎ ?

শত্রা। এক আমি গিয়ে তাদের অনুরোধ করতে পারি।

সকলে। আমরাও পারি।

শত্রা। কিন্তু সে অনুরোধে ত' ফল হবেনা। পিতা, তারাত আসবে না ! ঘাড় নাড়িলেন। (প্রসেনজিৎ) তাহ'লে ?

প্রসেন। আমি তার ব্যবস্থা করতে পারি। যুবরাজের অনুরোধে তারা আসবে না। সম্রাটের অনুরোধে আসতে পারে !

শত্রা। পিতা—পিতা !

প্রসেন। আমি তোমাকে সাম্রাজ্য দেব শত্রাজিৎ ! দিয়ে ভগবান তথাগতের চরণ-তলে আশ্রয় গ্রহণ করবো ! তোমাদের কি মত ?

মন্ত্রী। তাদের ফিরিয়ে আনতে হ'লে, আপনার এ মহত্ত্বের দান ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

প্রসেন। কিন্তু সে যদি সাম্রাজ্য না পেলে ফিরে আসতে না চায় ?

শত্রু। সাম্রাজ্যই তাকে দেব পিতা!

প্রসেন। তোমরা?

মন্ত্রী। আমরা অনুমোদন করতে পারব না মহারাজ। পবিত্র শাক্য-বংশের দৌহিত্র জেনেও আমরা তাকে যুবরাজ করতে আপত্তি করেছিলুম। যখন অপবিত্রার গর্ভজাত জানতে পেরেছি, তখন কোশল সম্রাটের সিংহাসনে বসতে দেওয়া পরের কথা—তাকে ছুঁতে পর্য্যন্ত দিতে পারব না!

প্রসেন। তাহ'লে তাকে রাজা করতে হলে চিরকাল আমাকে সত্য-গোপন করে থাকতে হত?

মন্ত্রী। কি করব মহারাজ, যখন জানতে পেরেছি!

প্রসেন। শত্রাজিৎ!

মন্ত্রী। ওঁকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন মহারাজ? এ পবিত্র আসনে অন্ত্যজকে স্থান দিতে কারও অধিকার নেই!

প্রসেন। আমার স্ত্রী-পুত্র হয়ে তারা পথে পথে ভিক্ষা ক'রে বেড়াবে?

মন্ত্রী। কোনও একটা প্রদেশ তাদের দান করুন!

প্রসেন। সকলের মত?

সকলে। দান করুন মহারাজ?

প্রসেন। যুবরাজ সম্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে আজই তোমাকে সম্রাট ব'লতে প্রস্তুত আছি। কেবল একটা সর্ত্ত—

শত্রু। বলুন পিতা!

প্রসেন। তোমরাও শোন!

মন্ত্রী। বলুন মহারাজ!

প্রসেন। জীবন পণ, কেউ তোমরা বিদূরথকে কোশলে প্রবেশ করতে দেবে না!

মন্ত্রী। (সহাস্যে) একথা বলাই বাহুল্য মহারাজ!

প্রসেন। দেখো!

সকলে। জীবন পণ মহারাজ!

প্রসেন। কেন তাকে পরিত্যাগ করেছি জানো?

মন্ত্রী। অন্ত্যজার গর্ভে জন্ম বলে!

প্রসেন। না! (সকলে সবিস্ময়ে প্রসেনের মুখের পানে চাহিল)

মন্ত্রী। কেন মহারাজ?

প্রসেন। শত্রাজিৎ! তোমার ভাই প্রচণ্ড সত্যবাদী বলে। অত বড় সত্যবাদীর দ্বারাত রাজ্য শাসন চলে না! (সকলে মস্তক অবনত করিল) একমাত্র তৃণই হ'চ্ছে তার উপযুক্ত আসন! আমি তাকে সত্য গোপন রাখতে অনেক অনুরোধ করেছিলুম! বলেছিলুম, 'তোমার জন্ম কথা গোপন কর।' সে অনুরোধ রাখতে চাইলে না। বল্লে, "মিথ্যার সাহায্যে আমি সাম্রাজ্য নিতে চাইনা।" তাকে নির্ব্বাসিত করলুম কেন? সে ত কোনও অপরাধ করেনি। আমি,—(মন্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া) তুমি,—তোমরা, আর তার সেই হৃদয়-হীন পিতা—সকলেই আমরা কম বেশী অপরাধ করেছি। সে ত করেনি নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, পতিগতপ্রাণ—তাকে নির্ব্বাসিত করলুম কেন? তোমরা বলবে, তার আত্মপ্রকাশ করা উচিৎ ছিল। আমি ব'লব, না। তখন আমি তথাগতের মহিমার মূর্ত্তি দেখিনি। যদি সে ব'লত, শাক্যবংশ আমিই ধ্বংশ করে দিতুম!

মন্ত্রী। নিষ্পাপ তিনি মহারাজ!

প্রসেন। পুত্রের মুখ থেকে তার অপমানের কথা শুনে, ক্রোধে অভিমানে যখন সে চিরশান্ত নারীর মুখ প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো, তখন আর তাকে রাখতে সাহস করলুম না!

শত্রা। পিতা! সাম্রাজ্য যদি আমাকে দান করেন—

প্রসেন। করেন কেন, শত্রাজিৎ, করেছি। কালই আমি তোমার সিংহাসন-গ্রহণের কথা দেশ মধ্যে প্রচারিত করব! আজ যে আমি সিংহাসন থেকে অবরোহণ করব, আর উঠ্‌বো না!

শত্রা। আমি সম্রাট হয়েই মাকে কোশলে নিয়ে আসবো!

প্রসেন। যদি তিনি সন্তানকে ত্যাগ করে আসতে না চান?

মন্ত্রী। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অধিকার যুবরাজের একার নয়! আসতে না চান তাকে বিদূরথের সঙ্গেই থাকতে হবে। বিদূরথকে কোশলে আসতে দেব না। মুহূর্ত্ত আগে আপনি আমাদের প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন। সেই সত্য রাখতে জানে, আর আমরা জানিনি।

সকলে। নিশ্চয় জানি।

প্রসেন। বেশ, বেশ—শুনে সুখী হলুম। তবে শোন, তাকে নির্ব্বাসিত করবার প্রধান কারণ—সে শাক্যবংশ ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা ক'রে কপিলবস্তু থেকে চলে এসেছে। (সকলের চক্ষু বিস্ফারিত হইল)

শত্রা। শাক্যবংশ—শাক্যবংশ!

প্রসেন। সে সত্যনিষ্ঠের প্রতিজ্ঞা!

শত্রা। রক্ষা হওয়া বড় কঠিন।

প্রসেন। কি—তার প্রতিজ্ঞা?

শত্রা। না পিতা, শাক্যবংশ।

প্রসেন। কোশলের অধিপতি হয়েও শাক্যবংশকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারবো না? কি হে, সকলেই যে শত্রাজিতের সঙ্গে নীরব হয়ে গেলে!

মন্ত্রী। ভাব্‌বার বিষয়, একটু ভেবে বল্‌তে হয় মহারাজ!

প্রসেন। তাহ'লে আগে না ভেবে সকলে প্রতিজ্ঞা করে বসলে কেন?

মন্ত্রী। আপনি ত সব কথা তখন প্রকাশ করে বলেন নি।

প্রসেন। তাহ'লে সে যদি কোশলে প্রবেশ করে, তোমরা কেউ বাধা দেবে না ?

বিদুরথের প্রবেশ

বিদু। যদি কেন, প্রবেশ করেছি মহারাজ! এই আপনাকে শেষ 'মহারাজ' সম্বোধন! পিতা! সিংহাসন থেকে নেমে আসুন। সকলেই এখানে আছ, বাধা দিতে যদি তোমাদের কারও ইচ্ছা থাকে, আমার কথা শুনে দাও। পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করবো। বাধা দেওয়া পরের কথা, যে প্রতিবাদ করবে—পিতা, আর এই ভাই ছাড়া, তখনি তাকে কেটে ফেল্‌বো! (সকলে মস্তক অবনত করিল) বিলম্ব করবেন না পিতা!

শত্রু। এখনি দান করুন পিতা! প্রতিবাদ করতে আমার সাহস নেই!

বিদু। দান কি শত্রুজিৎ? সত্য শুনতে যার সাহস নেই, আমি সে দুর্বলের দান গ্রহণ করতে আসিনি। জীবন বিক্রয় ক'রে আমি এই অসিরত্ন লাভ করছি। পৃথিবী জয় করা না করা আমার ইচ্ছা!

(প্রসেনজিৎ সিংহাসন হইতে অবরোহন করিলেন)

[বিদুরথ ডাকিল 'দেবি!' অম্বা প্রবেশ করিল। কেশরাশি তার মুক্ত, দেহ গৈরিকাবৃর্ত হস্তে কমণ্ডলু। প্রবেশ করিতেই বিদুরথ তাহাকে সিংহাসন দেখাইয়া বলিল—'উপবেশন কর।

অম্বা। ও নিয়ে আমি কি করব রাজা! আমি ভিখারিণী!

বিদু। মা!

বাসবীর প্রবেশ

বিদূ। (সিংহাসন দেখাইয়া) উপবেশন কর !

বাসবী। আমি তোমার মা। পথের ধূলায় এই মত আমার শত সিংহাসন গড়াগড়ি যাচ্ছে।

বিদূ। শত্রাজিৎ !

শত্রা। আমাকে অনুরোধ ক'রনা ভাই ! একমাত্র তুমিই এই সিংহাসনে বসবার যোগ্য !

বিদূ। (সিংহাসনে উপবেশন) শত্রাজিৎ। এইবারে আমি রাজা !

শত্রা। রাজা !

বিদূ। তোমরা ?

মন্ত্রী। কার্য্যতঃ বলবার মতনই ত হয়ে উঠলো দেখতে পাচ্ছি ! তবে কি না—

বিদূ। (সক্রোধে) একবারে বল।

সকলে। রাজা। (বিদূরথ সিংহাসন হইতে নামিল)

বিদূ। ভাই, আমার অবর্ত্তমানে তোমাকেই প্রতিনিধি নিযুক্ত করলুম। রাজ্যের ভার—আর আমার মায়ের ভার—

শত্রা। গ্রহণ করলুম রাজা !

বিদূ। দেবি ! কিছুই নেবে না ?

অম্বা। নেবার আর আমার কি বাকি আছে, এখনও যে ঠিক করতে পারিনি রাজা !

[প্রণামাদি অন্তে বিদূরথের প্রস্থান।

বাসবী। কেউ কি ওকে তোমরা ফেরাতে পার না গা ?

প্রসেন। (অম্বার প্রতি) মা ! কে তুমি, কোথা থেকে এলে তুমি, পুত্রের

সঙ্গে তোমার কিসের পরিচয় কিছুই জানিনা। তবে রূপ দেখে মনে হচ্ছে আজ তুমি মাটিতে সর্ব্বপ্রথম চরণ দিয়েছ।

অম্বা। কি বল্‌তে চান পিতা, বলুন!

প্রসেন। তোমাকে কিছু দেবার জন্য বিদুরথ ব্যাকুল হয়েছে! দেখছি রক্ষা কর্‌তে এখন একমাত্র তুমি!

অম্বা। কি ব'লুন বিলম্ব করবেন না।

প্রসেন। শাক্যবংশের জীবন।

অম্বা। আপনার পুত্র শাক্যবংশ ধ্বংশ করতে গেল ?

প্রসেন। ভগবান তথাগতের বংশ!

অম্বা। ভুল করবেন না রাজা, তথাগতের পিতৃকুল বুদ্ধ!

প্রসেন। ওসব কথা ছেড়ে দাও। ও আমিও জানি। পার কি না পার বল।

অম্বা। পারি রাজা, কিন্তু এক অমুল্য-রত্নের বিনিময়ে সেই তুচ্ছ জীবন গুলো কিনতে হবে। মা!

বাসবী। যাতে পার কিনে আনো মা!

অম্বা। চল্‌লুম মা! (ঈষৎ হাসিয়া প্রণামান্তে প্রস্থান।)—

দ্বিতীয় দৃশ্য

আশ্রম পথ

বুদ্ধ ও বিদুরথ

[বুদ্ধ প্রবেশ করিয়া ধ্যানী-ভাবে উপবেশন করিলেন। বিদুরথ প্রবেশ করিয়াই তাঁহাকে দেখিল, চমকিল, আবার দেখিল। ধ্যান-ভঙ্গে বুদ্ধ অনুচ্চ-স্বরে বলিলেন—'শাক্যবংশ !']

বিদু। আপনাকে পিতার প্রাসাদে থাকতে দেখেছিলুম।

বুদ্ধ। কে তোমার পিতা !

বিদু। প্রসেনজিৎ।

বুদ্ধ। দেখেছিলে।

বিদু। পিতার সে পরিচর্য্যা ছেড়ে আপনি এখানে কেন ?

বুদ্ধ। তোমার পিতার সে ঐশ্বর্য্যময় প্রাসাদের চেয়ে জ্ঞাতিদের শীতল ছায়া আমার অধিক তৃপ্তিপ্রদ।

বিদু। কারা আপনার জ্ঞাতি ?

বুদ্ধ। শাক্যবংশ ! (বুদ্ধ নয়ন মুদিত করিলেন। ধীরে ধীরে বিদুরথ ফিরিয়া গেল। —বশিষ্ঠ প্রবেশ করিয়া বুদ্ধের পাদমূলে বসিল। বুদ্ধ চক্ষু মেলিলেন।) সে দিন আমার বলা শেষ হয়নি বশিষ্ঠ! —তোমরা বহু জাতি, বহুনাম, বহু গোত্র, বহু কুল থেকে এসে এই ভিক্ষু-ব্রত নিয়েছ। কেউ যদি তোমাদের প্রশ্ন করে, তোমরা কে ? তোমরা কি উত্তর দেবে ?

বশিষ্ঠ। আমরা বলব শাক্যপুত্র-শ্রমণ।

বুদ্ধ। তবে সন্তুষ্ট হলুম, বশিষ্ঠ। তোমাদের আর অন্য উপাধি নাই; গঙ্গা, যমুনা, সরযূ প্রভৃতি নদী সাগরে পড়ে যেমন তাদের নাম রূপ বর্জ্জন ক'রে একমাত্র উপাধি গ্রহণ করে—সাগর;—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এ ভিক্ষুব্রত গ্রহণ ক'রে তোমরাও তাই—তোমাদের একমাত্র উপাধি—শাক্যপুত্র-শ্রমণ। আর এ উপাধি তারই মুখে শোভা পায়, তথাগতের উপর যার তীক্ষ্ণ বিশ্বাস, পাপপুরুষ মার, অথবা দেবতা, এমন কি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত টলাতে পারে না। সেই অটল ভক্তি বিশ্বাস যার আছে, একমাত্র সেই বলতে পারে: আমি শাক্যপুত্র শ্রমণ। কেবল মাত্র তারই বলা উচিত, আমি ভগবানের পুত্র—আমি তাঁর হৃদয় ও মুখ থেকে জন্মেছি।

বশিষ্ঠ। বুঝতে পেরেছি ভগবন।

বিদুরথের পুনঃ প্রবেশ

বুদ্ধ। একমাত্র ধর্ম্মই হচ্ছে বর্ণের মাপকাঠি। ধর্ম্মে যে যত উচ্চ, বর্ণেও সে সেই যত উচ্চ। শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক যে সেই ব্রাহ্মণ। নিকৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীই হচ্ছে শূদ্র।

[বিদুরথের প্রস্থান।

উপক ও উপাজীর প্রবেশ

উপাজি। ওই—ওই—ওই যে ভগবান বসে আছেন। হাতে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে কেন প্রভু! যাও, এগিয়ে যাও—হাত পা ছড়িয়ে ওই চরণ পরে একেবারে মাথা দিয়ে পড়। দেরি করনা, দেরি করলে আর পারবে না।

উপক। তবে আমি যে চিরকাল ওঁকে দেখ বলে এসেছি। ক্ষুধাতার

পায়সান্ন খাওয়ার কথা নিয়ে দেশ-বিদেশে আমি ওঁর নিন্দা করে বেড়িয়েছি।

উপালি। বেশ করেছ—ওঁর স্তুতিও নেই, নিন্দাও নেই। এস প্রভু আমার সঙ্গে, ওকি হাত টেনোনা—তোমার কৃপাতেই আমার মৃত্যু-ভয় ঘুচে গেছে। আমি তোমাকে ছাড়বো না। দেখ, আমি গণ্ডমূর্খ, জাতে ছিলুম নাপিত—ক্ষুর নিয়ে ছিল আমার ব্যবসা। যে উপায়ে তুমি আমাকে মুক্তি পাইয়েছ, একান্ত যদি না যাও আমিও সেই উপায় অবলম্বন করব।

(উপকের হাত ধরিয়া উপালি বুদ্ধের কাছে লইয়া আসিলেন। নিকটে আসিতেই অভ্যর্থনার ভাবে বুদ্ধ দাঁড়াইলেন। বশিষ্ঠ দাঁড়াইল।)

বিদুরথের প্রবেশ

বুদ্ধ। এসো সখা, আমি তোমার প্রতীক্ষায় বসে আছি।

উপক। না, না—আমি যে তোমাকে দ্বেষ করেছি।

বুদ্ধ। যে আমাকে দ্বেষ করে, আমি তাকে ভালবাসি। যে আমাকে আরও দ্বেষ করে, আমি তাকে আরও ভালবাসি। আমার প্রতি যার দ্বেষের অন্ত নাই, তার প্রতি আমার ভালবাসার অন্ত নাই।

(বিদুরথ প্রস্থান করিল)

ব[illegible]ষ্ঠ। গুরুজ্ঞানে এই মহাত্মাকে প্রণাম কর। সখা! যিনি ঐশ্বর্য্য ভোগে বিরক্ত হয়ে ত্যাগ করেছেন, তিনি মহান্, কি[illegible] যে চির-ভিখারী ঐশ্বর্য্য হাতে পেয়েও তুচ্ছ বলে তাকে [illegible]গ করেছেন, তিনি আরও মহান্। বশিষ্ঠ। বুদ্ধত্বের [illegible]নার গ্রহণের প্রথম সাক্ষী ইনি। মনে আছে সখা সেই দীর্ঘ [illegible] বৎসরের অনশনের তপস্যা ?

উপক। সখা সম্বোধনে আমি যে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছি মহাত্মন্?— সে তপস্যার কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্ব্বাঙ্গে শিহরণ ছুটে এলো। দেখে মনে হ'ত, এ তপস্যা মানবের সাধ্য নয়!

বুদ্ধ। ছয় বৎসরের অনশন—দেহ জীবন-ধারণের অযোগ্য হ'য়ে উঠ্লো, অথচ যে উদ্দেশ্যে তপস্যা—বোধিলাভ তা আমার হ'ল না। সম্মুখে দেখি মৃত্যু—সে আমাকে গ্রহণ ক'র্তে এসেছে। আদেশ করলুম—'চ'লে যাও মৃত্যু, আমি জীবের জরা, ব্যাধি, মৃত্যু দূর করবার উপায় আবিষ্কার না করে মরব না।' মৃত্যু চলে গেল। পাপপুরুষ মার এল—সন্ন্যাসীর বেশে। ব'ল্লে, "সিদ্ধার্থ! এই সুকান্ত দেহ অনাহারে পাত করছ কেন—আহার কর। বেঁচে থাকলে বহু পুণ্য সঞ্চয় করতে পারবে।" তীব্র ভাষায় মারকে দূর করে দিলুম। ব'ল্লুম, 'আমি পুণ্য চাই না, তুমি দূর হও।' মার কাঁদ্তে কাঁদ্তে চলে গেল। শেষে বিবেক এসে বললে—"সিদ্ধার্থ! আহার কর। বোধিলাভ না করে দেহপাতে লাভ কি? আহার কর। তোমার মনের সঙ্কল্প দেহ শুনতে পায়নি। এইবারে দেহকে সঙ্কল্পের কথা শুনিয়ে দাও। সঙ্কল্প শুনেও যদি দেহের পত হয়, এ দেহ তোমার শত্রু।" সখা!

উপক। (ভূমিতে প'ড়িয়া) ভগবন্! ভগবন্! দাস বলে আমাকে মুক্ত কর!

বুদ্ধ। মারের কথায় যে কাজ করলুম না; করলুম সেই কাজ বিবেকের কথায়। আহারের উদ্দেশ্যে আসন ত্যাগ করলুম। চ'লে গেলুম নৈরঞ্জনা-তীরে। স্নানান্তে যেমন তীরের উপর উঠেছি, অমনি মূর্চ্ছা, মূর্চ্ছান্তে দেখি গোপবালা নন্দবালা আমাকে দুগ্ধ পান করাচ্ছে। তুমি দেখেছ!

উপক। চুরি ক'রে দেখেছিলুম ভগবন্!

বুদ্ধ। একমাস সেই করুণাময়ীর সেবা'। মাসান্তে সুজাতার পায়সান্ন। কি অপূর্ব্ব শুদ্ধান্নই না এনেছিল সে। উদর পূরে সেই পায়সান্ন আহার করলুম। আহারান্তে আবার আসন। উপক! আসন গ্রহণ করেই সঙ্কল্প করলুম :—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহু কল্প দুর্লভাং
নৈবাসনাৎ পাদমেকং চলিষ্যে॥

বলেই ধ্যান—ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে সমাধি। যখন চোখ মেলে চাইলুম, তখন দেখি বিরাট বিশ্বের জ্ঞান আমার আসন-প্রান্তে লুণ্ঠিত হ'চ্ছে! বশিষ্ঠ! তথাগত-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের পক্ষে সুজাতার পায়সান্ন-গ্রহণ দিনের তুল্য শুভদিন আর নাই!

উপক। অন্তর্যামী তথাগত!—

বুদ্ধ। যাও ব্রাহ্মণ, সুজাতার সেই করুণার কাহিনী, ক্ষুধার্ত্ত জগৎকে ভিক্ষা দিয়ে আমার ঋণ পরিশোধ কর।

[বুদ্ধ ও বশিষ্ঠের প্রস্থান।

উপক। উপালি! শুন্‌লে?

উপালি। গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত!

উপক। করুণাময়, আমাকে কি আদেশ করলেন বুঝ্‌লে?

উপালি। কেবল ওই বোঝাটুকু বাদ।

উপক। হীন-বুদ্ধিতে তথাগতের নিন্দা ক'রে যে কাহিনীর প্রচার করেছি, নূতন করে এই কাহিনী আবার জগৎকে শোনাতে হবে!

উপালি। বুঝেছি!

উপক। তাহ'লে ভাই, এই স্থান থেকেই যে আমি চলব। আমাকে বিদায় দাও!

উপালি। কিন্তু আমি কি বুঝেছি জানো?

উপক। কি বুঝেছ বল।

উপালি। ওই ব্রাহ্মণ বলার ভিতর থেকে বুঝলুম, করুণাময় আমাকে যেন বলছেন, ওরে তোর যে মৃত্যুভয় ঘুচিয়ে দিয়েছি, সেটা কিসের জন্য? এই যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পৃথিবী ঘুরতে চ'ল্‌লো, তার তল্পী বয়ে নিয়ে যাবে কে?

উপক। উপালি—উপালি!

উপালি। আর উপালি কেন—এই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্য-কাহিনীর তল্পী মাথায় ক'রে চল ব্রাহ্মণ, তোমার সঙ্গে যাই।—

[উপক ও উপালির প্রস্থান।

আনন্দ ও বিদুরথের প্রবেশ

আনন্দ। দূর থেকে দেখলুম, এক আনন্দময় মূর্ত্তি—কাছে এসে দেখলুম তুমি। কোথায় এদিকে যাচ্ছিলে ভাই?

বিদু। শাক্যবংশ ধ্বংস করতে।

আনন্দ। বল কি?—তবে কি আমি ভুল দেখ্‌লুম?

বিদু। বোধ হয়! হাতে আমার কি, দেখছ ভিক্ষু?—নাগাস্ত্র!

আনন্দ। হিংসা-ভরা অস্ত্র—কিন্তু মুখত হিংসার একটাও পরিচয় চিহ্ন দেখাচ্ছে না!

বিদু। মুখ কি রকম দেখ্‌ছ ভিক্ষু?

আনন্দ। শান্ত। চোখ—এঁকি ভাই, কতদিন তুমি যেন ঘুমোওনি!

বিদু। এক বৎসর।

আনন্দ। বল কি! তুমি যে আমাকে বিস্মিত করলে ভাই!

বিদু। বিস্ময়ের ব্যাপার এতে কি আছে?

আনন্দ। কিছু নেই?

বিদু। কিছু নেই। মুখে বলে ফেলেছিলুম, যতদিন না শাক্যবংশ ধ্বংস ক'র্‌তে পারি, ততদিন চোখে ঘুম আসতে দেবো না!

আনন্দ। তা'হলে নিজের লজ্জার সাক্ষী হ'তে এসেছ বল।

বিদু। ধ্বংস কর্‌তে পারবো না?

আনন্দ। এইত দেখছি, ফিরে যাচ্ছ!

বিদু। একবার নয় ভিক্ষু—তিনবার।

আনন্দ। শাক্যবংশের উপর মমতায়?

বিদু। না ভিক্ষু। এই খানে—(চারিদিক চাহিয়া) থাক্, নিশ্চিন্ত—যার সে নেই। (গমনোদ্যত)

আনন্দ। বুঝতে পেরেছি—তাঁকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার হিংসা-বৃত্তির নিবৃত্তি হ'য়ে যায়! আর অমনি তোমার গতিরোধ—তুমি অগ্রসর হ'তে পার না।

বিদু। কেন হয়ে যায় ব'ল্‌তে পার ভিক্ষু?

আনন্দ। অহিংসা একমাত্র তথাগতের সম্পত্তি।

বিদু। কিন্তু আমার সম্পত্তি সত্য! (গমনোদ্যত)

আনন্দ। যদি না ধ্বংস করতে পার?

বিদু। সাগর-গর্ভে প্রবেশ করব।

[বেগে প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

কপিলবস্তু—প্রাসাদ-কক্ষ

মহানাম ও ধারক

মহা। আসছে?

ধারক। আর আসছে বলা ভুল মহারাজ, এসে প'ড়েছে! অচিরবতী নদীর তীরে!

মহা। তা হ'লে ত' এসে পড়েছে!

ধারক। সম্রাট প্রসেনজিৎ সিংহাসনচ্যুত, শত্রাজিৎ প্রতিনিধি!

মহা। তাহ'লে শাক্যবংশ ধ্বংস! সঙ্গে তার কত সৈন্য জান্‌তে পেরেছ?

ধারক। কেউ নেই!

মহা। দূর মূর্খ! তাহ'লে তুমি স্বপ্ন দেখে ছুটে এসেছ?

ধারক। কেউ নেই—একা—কৃতান্তের মূর্ত্তি—হাতে যমদণ্ডের ম' এক দণ্ড! থাকচে থাক্‌চে তা থেকে অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বল শিখা!

মহা। হুঁ—তাহলে ঠিকই আসছে। যাও ধারক, জীবন রক্ষা ইচ্ছা থাকে—রক্ষা কর। চিহ্ন

ধারক। জীবন রাখবার আর ইচ্ছা নেই রাজা, যখন বুঝতেপারা শাক্যবংশ নির্ম্মূল হবে।

মহা। আমার বড় হাসি পাচ্ছে। আমি একটু নির্জ্জন ক্রিয়া ক... সখা!

ধারক। তাহ'লে আর কি আপনার ইচ্ছা নয়, আমি আপনার কাছে ফিরে আসি? (মহানামের পরিক্রমণ।

[উত্তর না পাইয়া ধারকের প্রস্থান।

মুদ্গলের প্রবেশ

মহা। ও মুদ্গল আসে যে!

মুদ্। অসম্ভব সম্ভব হল মহারাজ। এ যুগকে বিশ্বাস নেই। এখন কি করা কর্ত্তব্য, এই মুহূর্ত্তেই স্থির করতে হবে!

মহা। স্থির করা মানে ত পলায়ন, কিন্তু তারই বা দেরী সয় কই! এসে প'ড়ল যে!—

অনুরুদ্ধের প্রবেশ

অনু সকলে পালাতে চাচ্ছে না মুদ্গল!

মহা পলায়ন নয়? তবে কি?

অনু অনেকেই বলছে, পালিয়ে কোথায় বাঁচবো? আমরা শাক্যস্থান পরিত্যাগ করব না!

আঃ তাহলে এইখানে থেকে তারা মরতে চায়?

বিদূ উঁহুঁ-উঁহুঁ! কেউ মরতে চায় না, সব বাঁচতে চায়। তারা আর করতে চায় অনুরুদ্ধ?

বিদূ কেউ বলছে পালাবো, কেউ বলছে তার সঙ্গে বসে খাব, অধিকাংশই বলছে নাম গোত্র গোপন ক'রে শুদ্র বলে নিজেদের পরিচয় দেব।

(অবজ্ঞার ভাবে) তোমরা কি করবে?

ঠিক করতে পারিনি বলেই ত আপনার কাছে এসেছি।

মহা। (হস্ত দ্বারা পলায়নের ইঙ্গিত)

অনু। পালবো?

মহা। আবার 'বো' কি, এখনি। অচিরবতী পার হয়েছে! (অনুরুদ্ধ মুদ্গলের মুখের দিকে চাহিল) মুখ চাওয়া চাওয়ি ছাড়। নাম গোত্র ভাঁড়িয়ে, শবর, চণ্ডাল, দাস বলে পরিচয় দিয়ে আর সকলে বাঁচতে পারে, তোমরা বাঁচবে না। তোমাদের একমাত্র উপায় পলায়ন। হিমালয়ের যে কোন বনের ভিতরে মুখ ঢাকো, তাতেও আর কাল বিলম্ব নয়।

অনু। তাহলে আপনিও আসুন। (নেপথ্যে কোলাহল)

মহা। হাঁ-হাঁ-হাঁ-হাঁ—(পলায়নের ইঙ্গিত নেপথ্যে—"এলো—এলো")

অনু। আসুন বাবা, আসুন।

মুদ্। আসুন রাজা, আসুন।

অনু। করছেন কি, প্রাণ দেবেন?

(নেপথ্যে—"আগুন ছুট্‌ছে—আগুন ছুট্‌ছে—পালা-পালা")

শাক্যপ্রধান ও কুমারগণের প্রবেশ ও পলায়ন

মহা। (পলায়নের ইঙ্গিত)

অনু, মুদ্। আসুন—আসুন। (বলিতে বলিতে পলায়ন করিল !

দ্বারকের প্রবেশ

দ্বারক। একি মহারাজ, হতভাগ্যরা আপনাকে ফেলে পালিয়ে গেল

মহা। তুমি যদি পালাতে না চাও দ্বারক—

দ্বারক। আমি কেন পালাবো মহারাজ?

মহা। তবে দাঁড়াও!

৩য়

। বসবেন ?

দ্বারক। উৎসবের সাজে দ্বারক, এই উৎসবের সাজে !

মহা। (বিদুরথের প্রবেশ ও অন্বেষণের ভাবে

চ'লে যাচ্ছ' কেন প্রিয়তম ?

। (মুখ ফিরাইল) প্রিয়-সম্বোধনে

শাক্যরাজ ! অস্ত্র নাও। (মহানাম !

নেবে না ? তাতেও জীবন রক্ষা হবে না

বৃদ্ধ, তোমার প্রভুকে অস্ত্র এনে দাও-

তোমার জীবন রাখতে প্রতিশ্রুত হচ্ছি

তোমাদের হীন প্রাণীর মত আমাকে হত্যা :

অম্বার প্রবেশ

। অপেক্ষা। মুহূর্তের অপেক্ষা। সত্য

অম্বা। কিছু দেবার অভিরুচি আছে ?

। (হাসিল) বালা, সত্য আমার সম্পত্তি

বিদু। ওই অস্ত্র আমাকে দান কর ! (বিদু

অম্বা। সত্যের রূপ, সত্য অহিংসার প্রাণ !

মহা।

আ।

বিদু। জীবন রেখে এ শত্রুতা কেন করলে অ

আ। কিছু করিনি রাজা ! শাক্যকুলের জীব...

বিদু। সেই প্রাণহীন গুলোকে ফিরিয়ে এনে সকলে এক সঙ্গে পবিত্র

শাক্যনামকে রহস্য কর।

(মহানাম মস্তক অবনত করিল)

[অম্বার প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

পথ

...নীর গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ

গীত

ঘেরেছি তোমারে আজি আঁধার রাতে,
পথ হারাতে—বনে পথ হারাতে।
ঘুমের উপর ঘুম ঢেলেছি,
জালের উপর জাল ফেলেছি,
ঘুমের সুরে গান বেঁধেছি ঘুমের বীণাতে।

[প্রস্থান।

বিভুরথের প্রবেশ

...মি জেগে আছি—আমি জেগে আছি। ওরে পথ-... ...আমি জেগে আছি। মুক্ত চোখে তোর বুকে আ... ...তাতেও তুই বুঝতে পারছিস্ না, আমি জেগে আ... ...রকে কঠোর-করা ওরে শূন্য থেকে ঝরা তি... ...কুহেলি, তোর উপরে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর একটাও যদি স... ক'রে ব'সে থাকে,—একটা গ্রহ, একটা উপগ্রহ—একটা কাঁপছি... ভরা তারা—তাকে শুনিয়ে দে, আমি রোহিণী পার হয়েছি, অ... পার হয়েছি। তারা আমাকে সাগরে নিয়ে যেতে চাইলে না। নি... করুণার আমার সত্যকে তারা রহস্য করলে। এইবারে ...

কল্লোল আমি শুনতে পাচ্ছি। অচিরবতী, অচিরবতী! আমাকে সাগর গর্ভে প্রবেশ করাতে পারবি ?

।—(নেপথ্যে)　　গীত

ব'লে গেছ তুমি যে গো আসিবে ফিরে,
বসে আছি তাই আমি তটিনী তীরে।

। (উৎকর্ণ হইয়া শুনিল) আছ—আছ ? আমাকে তোমার বাপের ঘরে নিয়ে যাবার জন্য আমার প্রতীক্ষায় এত দূরদেশে তুমি বসে আছ! আর কেন অন্ধকার! সরে যা—আমি দিক্ নির্ণয়ের সূত্র পেয়েছি। আর কেন, সরে যা!

[প্রস্থান।

মুদগল্ল, অনুরুদ্ধ ও শাক্যগণের প্রবেশ

ভারী বেঁচে যাওয়া গেছে, অন্ধকার বড় বাঁচিয়ে দিয়েছে!

আবার যদি ফেরে ?

দ্বারকের প্রবেশ

ক। আর সে ফিরবে না—ফিরে আয় হতভাগারা। জাত ভাঁড়িয়ে বেঁচে গেছে মনে ক'রনা উদায়ীর পুত্র! বেচে গেছ এক করুণাময়ীর কৃপায়। ফিরে এসো। তোমাদের মরণ-ঘেরা জীবন আর কেউ কেড়ে নিতে আসবে না। ফিরে এস সব জাতিচ্যুত শাক্য!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

নদী-বক্ষ

ভাসমান বিদুরথ, পার্শ্বেই চিত্রা

চিত্রা

গীত

সেই অকূল সিন্ধু জলে—
চল হে যাই, চল হে যাই,
চল ভেসে যাই চলে।
বাহু-পাশে বাঁধি যে যার গলে—
দুজনে সেখানে যাইব চলে,
মরণ হয়েছে চাঁদিণী লতা—
মরিয়া যাহার তলে।
উঠেছে জাগিয়া শত ঝঙ্কারে
জীবন যাহার ফলে।

[উভয়ের অন্তর্ধান।

পট-পরিবর্ত্তণ

সাগর-তীর

অম্বার প্রবেশ

অম্বা। এই নাও জলাপলি—সত্যকে যারা বরণ করে, তাদের বিশাক্ত যৌতুক হিংসাস্ত্র নয়! (অস্ত্র নিক্ষেপ। সর্পাকারে জলম

বুদ্ধের প্রবেশ　　অন্ত্রের অন্তর্ধান।)

করুণানিধান! সত্যের যেথানে চির-বসতি, আপনাকে নিমন্ত্রণ করবার এর তুল্য যোগ্য স্থানত আর নেই।

নিয়ে এস অম্বা অন্ন!

[অম্বার প্রস্থান।

আনন্দের প্রবেশ

নন্দ। হে সুগত ? অবিচ্ছিন্ন ঘন-গম্ভীর-মন্ত্র-মধুর একি বিশাল!

বু। এইখানে আনন্দ, এইখানে, ধর্ম্মের এই নিত্য বিশ্রামের স্থানে আমার অনন্ত মুখে অন্নাহারের ইচ্ছা হয়েছে। (অন্নপাত্রহস্তে অম্বার প্রবেশ ও বুদ্ধের সম্মুখে রক্ষা) শোন আনন্দ, ধর্ম্ম এইখানে অন্নের ভিতরে প্রবেশ করলে। যখন নানা অসংখ্য উপধর্ম্মের আক্রমণে ভারত ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়বে, তখন যে কেউ এখানে এসে, এই অন্ন-প্রসাদ গ্রহণ করবে—যে কেউ—সাধন-হীন, ভজন-হীন, নীচবৃত্তি—আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ—সেই বিনা আয়াসে ধর্ম্ম লাভ করবে! এর নাম হবে জগবন্ধু ধর্ম্মমূর্ত্তির নিত্যধাম—পুরী! এ ধর্ম্মের সাক্ষী—চির বিনিদ্র সত্য!

মুদ্।
মহা

[জলমধ্যে আবির্ভূত সিংহাসনারূঢ় বিদূরথ ও চিত্রা; পার্শ্বে জলবালাগণ।]

অম্।

যবনিকা পতন

মহা
উৎ